

শ্রীশ্রীশুক-কথা

গুরু শিষ্য প্রসঙ্গ ।

65

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/80

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

--	--	--	--	--

শ্রীশ্রীশুক-কথা

গুরু শিষ্য প্রসঙ্গ ।

৩/৪০

৭/৬৪

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভব

পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী মহোদয়ের

শ্রীমুখ মিস্ত্র উপদেশাবলী ।

শ্রীরাসবিহারী দত্ত

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম ।

৫-সি, গোঁসাইপাড়া লেন, কলিকাতা-৫ ।

সন ১৩৬৮ সাল ।

প্রকাশক—

শ্রীরাসবিহারী দত্ত

শ্রীশ্রীমিত্যামন্দ আশ্রম

৫-সি, গৌসাইপাড়া লেন,

কলিকাতা-৫।

প্রাপ্তিস্থান—

১। ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায়,
তা১, নীলমণি মিত্র রো, কলি-২।

২। ব্যানার্জি'স বুক সিণ্ডিকেট,
৬৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬।

প্রিন্টার—

শ্রীগোপী নাথ দাস,

গোপী প্রেস।

৮০বি, হাজরা রোড,

কলিকাতা-২৬।

মূল্য ১-৫০ নং পঃ।



আবির্ভাব—

১৮ই চৈত্র,

শুক্রবার,

১২৯৪ সাল।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর

তিরোভাব—

২১শে ভাদ্র,

বৃহস্পতিবার,

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর,

১৩৩৫ সাল।

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্।

3/৪০

১/১১

প্রকাশকের নিবেদন

পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী মহোদয় ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়া সকলের নিকট, বিশেষতঃ ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। ইনি সন ১২৯৪ সালে কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্গত কুমারটুলী গোস্বামী পাড়ায় কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদের ভজ্ঞননিষ্ঠ জীবনের অধিকাংশ সময় কেবল ভগবদ্ভক্ত সজ্জনগণের সহিত ভক্তিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি সমুন্নত আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধান এবং পারমাথিক ধর্ম্যতত্ত্বের আলোচনায় ও গবেষণায় অতিবাহিত হইত। তিনি নিরন্তর ভক্তসঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা এবং সুমধুর সদুপদেশ দ্বারা সকলের অন্তরে ধর্ম্যভাব অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিতাব জাগরিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণব জনোচিত স্বভাবসিদ্ধ সরল ও স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং তাঁহার মহান চরিত্রের সমুন্নত আদর্শ এতই মনোরম ও প্রাণস্পর্শী ছিল যে, যিনি একবার তাঁর চরনান্তিকে বসিয়া কিছুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখের সদুপদেশ শ্রবণ করিতেন

তিনি প্রায় নিত্য আসিয়া তাহা শ্রবণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না । ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল রহস্যগুলি তিনি এমনই সরল এবং সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় অতি স্নমধুরভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং তাঁহার সরস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীগুলি এতই শ্রবণসুখকর ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে নানাস্থান হইতে বহু জিজ্ঞাসু ও পিপাসু ভক্ত ভগবৎ-গুণলীলা প্রসঙ্গ শুনিবার জন্ত নিত্যই তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং তাঁর শ্রীমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন । আমরা তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁর শ্রীমুখের জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা ও ভক্তিকথাগুলি শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ এমন কি সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া যাইতাম । তাঁহার শ্রী ভগবৎ-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ আদর্শ বৈষ্ণবাচার্য্য তৎকালে খুব কমই দেখা যাইত ।

পরম কারুণিক মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভেচ্ছায় এবং তদীয় আচার্য্যশক্তির প্রেরণায় সেই মহান পবিত্র আদর্শের চরণপ্রান্তে বসিয়া আমার গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীগুরুতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রভুপাদের শ্রীমুখের স্নমধুর ও প্রাণস্পর্শী উপদেশগুলি আলোচনাকালে সূত্রাকারে এবং পরে নিজ নিজ বাসায় আসিয়া প্রশান্তচিত্তে তাঁর কথাগুলি স্মরণ করিয়া আরও পরিষ্কৃত করিয়া যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল । তন্মধ্যে গুরুশিষ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া আমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি । প্রভুপাদের উপদেশবাণীগুলির স্নিগ্ধ সরসতা এবং তাঁর সহজবোধ্য ভাষার সৌন্দর্য্য ও প্রাণস্পর্শী ভাবের মাধুর্য্য যথাশক্তি অব্যাহত

রাখিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় ভক্ত পাঠক মহাশয়গণের বিচার্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, গুরুশিষ্য সম্বন্ধে প্রভুপাদের অমূল্য উপদেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রসঙ্গক্রমে যখন যেমন ভাবে শ্রুত হইয়াছিল তখন তেমনি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এ কারণ এই গ্রন্থের বহু স্থলে একই কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথার আলোচনায় এরূপ পুনরুল্লেখ অনেক সময় দোষাবহ না হইয়া গুণেরই হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের স্তব স্তোত্রাদি পাঠ ও নাম মন্ত্রাদি জপ ইত্যাদি স্থলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের অমূল্য উপদেশ বাণী সম্বলিত এই গ্রন্থখানি সাধক জীবন লাভেচ্ছু নর-নারীবৃন্দের কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদ হইলে আমার সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল হইবে। শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীরাসবিহারী দত্ত ।

সূচী পত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শ্রীগুরু করণের প্রয়োজনীয়তা	১
২। শ্রীগুরুর সর্ববশ্রেষ্ঠ লক্ষণ	১
৩। শ্রীগুরুর সম্বন্ধে কোন সমালোচনা বা বিচারবুদ্ধি অনুচিত	২
৪। শ্রীগুরুর আনুগত্য এবং বোধের বিশেষত্ব	৪
৫। শ্রীগুরুদেব কখনও অন্যায় আশ্রয় করেন না	৫
৬। শিষ্যের গুরুবুদ্ধি—শ্রীগুরুদেব মানুষ না ভগবান ?	৬
৭। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কত মধুর ও দায়িত্বপূর্ণ	৭
৮। শ্রীগুরুতে কুটুম্ব-বুদ্ধি শিষ্যের অধঃপতনের কারণ	৮
৯। সাধকের বিক্ষিপ্তচিত্ততা বর্জনীয়	৯
১০। গুরুনিষ্ঠার পরিপক্ব অবস্থাই ভগবান্নিষ্ঠা	১০
১১। গুরুদেব আনন্দময়—স্নিগ্ধতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ	১১
১২। ভক্তের ভক্তি ও ভগবানের কৃপা	১২
১৩। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুরুভক্তি বৈষ্ণব সাধকের আদর্শ	১৩
১৪। শ্রীগুরু বাক্যে বিশ্বাস ও তাঁর আদেশ পালন	১৫
১৫। শ্রীগুরুর কৃপা এবং তাঁর অনুভব	১৬
১৬। শ্রীগুরুকৃপার নামান্তরই ভগবৎ-কৃপা	১৭
১৭। শ্রীগুরুর উদারতা এবং ক্ষমাশীলতা	১৮
১৮। গুরু কি তোমার পর ?	২০
১৯। গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎকার	২১
২০। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বরমুখাপেক্ষী শিষ্যের মুখাপেক্ষী নন	২৩
২১। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অপরাধ গ্রহণ করেন না	২৫
২২। চিন্তের সরস ভাবের অভাব হইলে শ্রীগুরুর নিকট যাইবে	২৬
২৩। শ্রীগুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ নিত্য	২৭

২৪।	শিষ্যকৃত পাপাচরণের ফল শ্রীগুরুতে সংক্রামিত হয়	২৭
২৫।	শ্রীগুরুর প্রথম-দর্শনের শ্রীমূর্ত্তিই শিষ্যের ধ্যানের বিষয়	২৯
২৬।	শ্রীগুরুদেবে উপেক্ষাবুদ্ধি সাধনের অন্তরায়	২৯
২৭।	গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সাধন মার্গে উন্নতি অসম্ভব	৩০
২৮।	সাধন মার্গে সোজা পথ কোনটি ?	৩১
২৯।	যে গুরুভক্তি কমে বাড়ে তাহার কোন মূল্য নাই	৩৩
৩০।	শ্রীগুরুদেবের তুল্য হিতকারী বন্ধু আর কেহ নাই	৩৪
৩১।	আচার্য্যশক্তিই চলিত কথায় 'গুরুবল'	৩৫
৩২।	অনুগত শিষ্যের শ্রীগুরুতে ভগবৎ-বোধ থাকে	৩৮
৩৩।	গুরুবিনা কি কৃষ্ণ ভজন হয় না ?	৩৮
৩৪।	শ্রীগুরুর আদেশ পালনে শিষ্যের কি উপকার হয় ?	৪০
৩৫।	গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা কোনটি শক্ত ?	৪১
৩৬।	শ্রীগুরুভক্তির প্রকার ভেদ	৪২
৩৭।	শ্রীগুরুর আদেশ পালন করাই তাঁকে ভক্তি করা	৪৩
৩৮।	গুরুকে চেনাই ভগবানকে চেনা	৪৪
৩৯।	শ্রীগুরুদেবই সাধন পথে পথ প্রদর্শক	৪৬
৪০।	একই বিষয়ে গুরুর আদেশ ও নিবেদন মঙ্গলের জন্ম	৪৭
৪১।	গুরু ব'লে স্বীকারই 'গুরুকরণ', শিক্ষাদীক্ষাদি গৌণকার্য্য	৪৯
৪২।	আত্মসমর্পণ করাই দীক্ষাগ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য্য	৫০
৪৩।	শ্রীভগবানের মধুর স্মৃতি জাগানই দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য	৫১
৪৪।	'পোষাকী দীক্ষা কার্য্যকরী হয় না	৫২
৪৫।	সর্ববিশেষ চিত্তশুদ্ধির উপায় 'শ্রীগুরুদেব'	৫৪
৪৬।	শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু	৫৫
৪৭।	শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু কি ভিন্ন ?	৫৬
৪৮।	শ্রীগুরুর শাসন বাক্য শিষ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্ম	৫৭
৪৯।	শ্রীগুরুদেবের আগমন পরম সৌভাগ্য মনে করা উচিত	৫৮
৫০।	গুরুভক্তিই ভগবানের লীলামাধুর্য্য আনন্দনের প্রবেশদ্বার	৭০
৫১।	শ্রীগুরুর আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম ক'র না	৬১
৫২।	শিষ্যের গুরুভক্তি অহেতুকী হওয়া চাই	৬৩

৫৩।	অহেতুকী গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত খুবই বিরল	৬৪
৫৪।	আত্মজ্ঞান লাভ গুরুসেবা ভিন্ন হয় না	৬৫
৫৫।	ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান গুরুভক্ত শিষ্যে সহজে বোধগম্য হয়	৬৬
৫৬।	বাহ্যশোচ সহ আস্তুর শোচের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে	৬৮
৫৭।	গুরুদত্ত জ্ঞানগুলি মূল্যবান সম্পত্তি	৬৯
৫৮।	আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি সত্য ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত	৭২
৫৯।	ভাবরাজ্যই সত্য, ভবরাজ্য অনিত্য ও ধ্বংসশীল	৭৩
৬০।	ভগবানের করুণার অনুভব কি প্রকারে হয় ?	৭৪
৬১।	শ্রীগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা শিষ্য হৃদয়ের গোপনীয় সম্পত্তি	৭৬
৬২।	শ্রীগুরুদেবকে প্রিয়তম বন্ধু ও পরমাত্মীয় জ্ঞান করিবে	৭৭
৬৩।	গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজন হয় না	৭৭
৬৪।	শ্রীগুরুর কোন বিক্রিয়া দর্শন করিবে না	৭৯
৬৫।	গুরুনিন্দা শ্রবণে শিষ্যের কর্তব্য কি ?	৮০
৬৬।	শ্রীগুরুর প্রিয় আচরণে শিষ্য পরমানন্দ লাভ করে	৮২
৬৭।	মন্ত্রাদি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হ'তে শ্রবণীয়	৮৩
৬৮।	গুরুদত্ত নাম' ও 'মন্ত্র' গ্রহণের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে	৮৫
৬৯।	প্রকৃত গুরুভক্তি অনুদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বই হ্রাস হয় না	৯০
৭০।	গুরু-শিষ্যের মধ্যে অর্থাদি আদান প্রদানের সম্বন্ধ কিরূপ?	৯২
৭১।	স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি এলে গুরুদত্ত সাধন শক্তি নষ্ট নয়	৯৬
৭২।	গুরুভক্তির পরীক্ষা	৯৯
৭৩।	শ্রীগুরুদেবে দোষদৃষ্টি এলে শিষ্যের পতন অনিবার্য	১০০
৭৪।	শ্রীগুরুসেবার দ্বারা প্রত্যক্ষ ভগবৎ-সেবা উপলব্ধি হয়	১০১
৭৫।	তত্ত্ব ভগবান্ হ'লেও ভগবৎ-প্রিয় ভাবেই গুরুর প্রকাশ	১০৩
৭৬।	শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সদৃগুরুর উপর নির্ভর করে	১০৫
৭৭।	শ্রীগুরুদেবের পদরজ ধারণের ফল	১০৭
৭৮।	শ্রীগুরুদেবের বাসস্থান শিষ্যের নিকট শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ	১০৯
৭৯।	শিষ্যকে ভালবাসিয়া শ্রীগুরুও আনন্দ লাভ করেন	১১০
৮০।	শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র বন্ধু	১১২

যজ্ঞলাচরণ ।

নমস্তে গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিনে ।
যস্য কথাশ্রুতং হস্তি বিষং সংসারসঙ্গকম্ ॥

সংসারদাবানল-নীড় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য ঘনা ঘনত্বং ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

সাক্ষারকরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রে-
রুক্ত স্তুত্বা ভাব্যত এব সন্তিঃ ।
কিন্তু প্রভো যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

যস্মাৎ পরতমো বন্ধু নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ।
শ্রীগুরোশ্চরণবন্দে তস্য মেহস্ত সদা মতিঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যপ্ত যিনি চরাচরে,
 তাঁর পদ দেখান যে জন ।
সেই গুরু কর্ণধার, নমি তাঁরে বার বার,
 ঐক্য করি দেহ প্রাণ মন ।

শুন শুন ওরে ভাই দীনের বচন ।
গুরুতে লঘুতা জ্ঞান করোনা কখন ॥
গুরুকে মনুষ্য বোধ কভু না করিবে ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলি তাঁহারে জানিবে ॥
গুরুকে মনুষ্য বোধ করে যেই জন ।
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে গমন ॥
দোষ গুণ কার্য্য গুরুর না করি বিচার ।
প্রাণপণে সেবা কর চরণ তাঁহার ॥
গুরু-ধর্ম্ম, গুরু-কর্ম্ম, গুরু মূল্যধার ।
গুরু বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি অসার ॥
দীন শুকদেব কয় শুন ওরে মন ।
গুরুকে ভজিলে তবে পাবে নিত্য ধন ॥

শ্রীশ্রী গুরু-তত্ত্ব ।



প্রঃ । আজ আমাদেরকে শ্রীগুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন । সাধন পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে শ্রীগুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা কেন—এবং শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ বন্ধনে বদ্ধ হ'তে হয় সে সম্বন্ধে যাবতীর জ্ঞাতব্য বিষয়, গুলি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন ।

উঃ । দেখ, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হ'য়ে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ করতে হ'লে সাধককে সর্বোপায়ে সদগুরুর চরণাশ্রয় করতে হবে । শাস্ত্র বলছেন, “অগ্রে গুরু-পদাশ্রয়” ; সদগুরু চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই ধর্মপথে অগ্রসর হবার উপায় নাই । এখন, দেখতে হবে প্রকৃত সদগুরু কে ? ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভগবানে, বিশ্বাসী ও ভক্তিপরায়ণ যিনি এবং যাঁতে মানবোচিত সদগুণ রাশির সম্যক পরিপুষ্টি দেখতে পাওয়া যায়, তিনিই প্রকৃত সদগুরু—তিনিই জগদগুরু । গুরুর সর্ববিশেষ লক্ষণ কি জান ? তিনি অতি স্নিগ্ধ, মৃদু ও আনন্দময় হবেন এবং সর্বদা ক্ষমাশীল হবেন । যিনি ক্ষমা ক'রতে না পারেন তিনি যেন কখনও কারও গুরু না হন । দেখ, গুরুর তুল্য ক্ষমাময় ও আনন্দময় মূর্তি আর কে আছেন ? গুরুতো গঠনের জন্ম, নাশের জন্ম নন । অজ্ঞজীব আমরা, আমাদের স্বভাব

অপরাধ করা, কিন্তু গুরুর স্বভাব সর্ববাস্তুঃকরণে সেই অপরাধ ক্ষমা করে আপন মহান্ আদর্শে আমাদিগকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া।

দেখ, জগতে একটি তত্ত্ব আছে যেখানে তোমার নিজের কোন বিচার-বুদ্ধি খাটবে না ; কোন হেতুবাদ চলবে না। সেখানে অবিচারে আদেশ পালন করতে হবে। যাঁর চরণে অবিচারে মাথা লুটিয়ে দিতে হবে, সে তত্ত্বটি কি জ্ঞান ? সেটি তোমার শ্রীগুরুতত্ত্ব—অভিন্ন ভগবৎ-তত্ত্ব। যাঁর চরণে একবার তুমি তোমার দেহ মন প্রাণ সর্বদ্রব্য সমর্পণ করেছ, নতমস্তকে যাঁর চরণে তুমি আত্মবিক্রয় করেছ, তাঁর কাছে আর কোন বিচার-বুদ্ধি চলবে না। সংসারে সকলের আদেশ সব সময় পালন করা যায় না, কোন কোন স্থলে কারও কারও কাজের দোষগুণ ধ'রে সমালোচনা না করলে চলে না। কিন্তু একটি জায়গায় অবিচারে তোমায় আদেশ পালন করতে হবে, একটি স্থানে তোমায় অদোষদর্শী হ'তে হবে, তোমার কোন সমালোচনা বা বিচার-বুদ্ধি চলবে না। সকলের চরণে সব সময় মাথা লোটান যায়না কিন্তু একটি স্থানে অবিচারে মাথা লুটিয়ে দিতে হবে। 'প্রভু ! আজ হ'তে আমি তোমার 'হলাম' ব'লে একবার যাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছ তাঁর সম্বন্ধে আবার বিচার বুদ্ধি, সন্দেহ খুঁটি-নাটি কেন ? বাপরে বাপ ! এ বিচার বুদ্ধির বোঝা নিয়ে সারা জীবনটাইতো কাটাইলাম। জন্মে অবধি বিচার-বুদ্ধি ক'রে আসছি, এটা ভাল, ওটা ভাল নয় ; এই পথটা ঠিক ওপথটা ঠিক নয়,—এ বিচার-বুদ্ধির হাত থেকে

শ্রীশুক কথা

৩

তো কোন কালেই নিস্তার পেলাম না। কত বিচার-বুদ্ধি ক'রে ডাইনে যেতে চেয়েছি, কে যেন আমার ঘাড় ধ'রে বাঁয়ে ঠেলে দিয়েছে ; ভাল হবে ব'লে করেছি, মন্দ হ'য়েছে। তবেই দেখ। এই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। না পেয়ে শেষে তুমি যা কর প্রভু ব'লে আমার সমস্ত বিচার-বুদ্ধির বোঝা তোমার চরণতলে নামিয়ে রেখে একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। তোমার কাছে তোমার সম্বন্ধে আবার সেই বিচার-বুদ্ধি? তা যদি হয় তবে যাই কোথায়? শ্রীগুরুর কাছে এসে যদি আবার নিজের বিচার-বুদ্ধি করতে হয় তবে বাস্তবিক সেরূপ জীবন কুপাই।

জগতে অবশ্যই আমার এমন একটা স্থান থাকা চাই যেখানে আমার নিজের কোন বিচার-বুদ্ধি থাকবে না। যেখানে গেলে আমার এই জ্বালা-পোড়াময় অশান্তি-পূর্ণ জীবন শীতল হবে। যিনি আমার কাছে একটি অতি শীতল শাস্তির অভয়ছত্র রূপে বিরাজ করবেন। যাঁর স্নুশীতল চরণ ছায়ায় ব'সে এবং যাঁর শ্রীমুখের অতি স্নিগ্ধ মধুর প্রাণস্পর্শী মধুমাখা কথা শুনে এই জ্বালা-পোড়াময় সংসারেই সেই চির-শান্তিময় নিত্য-ধামের নিত্য স্নুখের সন্ধান পাব এবং তার মধুময় আশ্বাদন পাব-সেইটিই শ্রীগুরুতত্ত্ব। এই গুরু-তত্ত্বকে এত বড় মহান্ ব'লে বুঝতে হবে যে সেখানে কোন বিচার-বুদ্ধি নাই, কোন দোষ গুণের সমালোচনা নাই। সেখানে যদি মনে করি 'প্রভু এই কথাটি ভাল বুঝিতে পারেন নি' কিম্বা তাঁর এই কথাটি অযৌক্তিক'

তবে ত আমাদের কাছে তিনি সাধারণ মানুষ হ'য়ে পড়লেন। না, সেখানে এরূপ সন্দেহ খুঁটি নাটি চলবে না। তিনি যদি “বেল” কে বলেন “তাল” তোমাকে অবনত মস্তকে স্বীকার করতে হবে, হাঁ তালই। গুরুত্বকে যদি এত বড় মহান ব'লে বুঝতে না পার তবে তোমার গুরু সঙ্গ করার প্রয়োজন নাই। তাহলে বুঝতে হবে যে গুরু করণ ক'রে তুমি বড় বেশী লাভ করতে পার নাই, গুরুকরণ ক'রে যদি সর্ববাস্তবকরণে তাঁর আনুগত্য না করা যায়, তবে সেরূপ গুরুকরণ বৃথা।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ বোধ রাখতে হবে এবং কিরূপ আনুগত্য করতে হবে ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের বোধের একটা বিশেষত্ব রাখা প্রয়োজন। সাধারণ মানবের সঙ্গে সমান ভাবে তাঁর বিচার করা চলবে না, একটু বিশেষত্ব (speciality) রাখতেই হবে। তিনি যে গুরু, তিনি কি ক'রে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বিবেচিত হ'তে পারেন? গুরু, স্বভাবতঃই গুরু, তিনি মাথার মণি, তাঁকে মাথায় রাখতে হবে। তিনি যখন তোমার প্রভু এবং তুমি যখন তাঁর নিত্যদাস, তখন সমস্ত বিষয়েই তাঁহার অপেক্ষা তুমি ক্ষুদ্র ও অঙ্গ (inferior) এ বোধ তোমাকে রাখতেই হবে। শাস্ত্র বলেন শ্রীগুরুদেবে ভগবৎ-বুদ্ধি করতে হবে, তাঁর আজ্ঞা অবিচারে পালন ক'রে যেতে হবে আর সর্বতোভাবে তাঁর আনুগত্য করতে হবে।

যতক্ষণ না শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে তোমার নিজের স্বাভাব্য সর্বতোভাবে লোপ করতে পারবে ততক্ষণ তুমি তাঁর কৃপার উপলব্ধি করতে পারবে না। শ্রীগুরুকৃপার অনুভূতি এবং তাতে যে এক প্রকার মধুরাদপি মধুর আশ্বাদন আছে, তা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তিনি পরম ভাগ্যবান যিনি সর্বতোভাবে নিজের স্বাভাব্য হারিয়ে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে থেকে তাঁর কৃপার আশ্বাদ পেয়েছেন। তিনিই জানেন 'আজ্ঞা গুরুগাং হ্যবিচারণীয়া' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের আদেশ অবিচারে পালন করা উচিত।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেব কি কখন আমাদেরকে অগ্রায় আজ্ঞা করেন না?

উঃ। না, তিনি কখন ও আমাদেরকে অগ্রায় আজ্ঞা করেন না। কারণ অন্তর্ধ্যামী-রূপে তিনি তো আমাদের অন্তরের সমস্ত কথাই (অর্থাৎ তাঁর আদেশ পালন সম্বন্ধে আমাদের অধিকার এবং সামর্থ্য) অবগত আছেন। তাঁর তুল্য হিতকরী বন্ধু আমাদের আর নাই। অতএব তিনি যে একটা অগ্রায় আজ্ঞা দ্বারা আমাদের অনিষ্ট সাধন করবেন, একথা ভ্রমক্রমেও মনে স্থান দেওয়া কর্তব্য নহে; কারণ, শ্রীগুরুবাক্যে বা তাঁর হিতোপদেশে অনুমাত্র অবিশ্বাস বা সন্দেহ ভক্তির বাধক এবং সমূহ নাশক বললেও অত্যুক্তি হয় না। গুরুবাক্যে সন্দেহ বা অবহেলা ভক্তি লাভের পক্ষে বড়ই মারাত্মক অন্তরায় ব'লে জেনো।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট কিরূপ ভাবে বিবেচিত হবেন? অর্থাৎ শিষ্য তাঁহাকে কিরূপ বোধ করবেন? মানুষ না ভগবান্?

উঃ। দেখ, গুরু ও কৃষ্য তদ্বতঃ একই। শিষ্য অবশ্যই গুরুতে ভগবৎবুদ্ধি করিবেন। যদি বল গুরু “মানুষ” না “ভগবান্”? তহুত্তরে আমি বলি তুমি তাঁকে যা মনে কর তিনি তাই। তাঁকে মানুষ’ ভাব-তিনি “মানুষ”, আর “ভগবান্” ভাব, সত্যই তিনি তোমার কাছে ভগবান্। যদি বল তা কি ক’রে হতে পারে? কেন হবে না? ভক্তের ভক্তির বলে তিনি অচেতন স্ফটিক স্তম্ভে প্রকট হয়েছিলেন, আর প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীগুরুতে তাঁর প্রকাশ হবে না কেন? তোমার কাছে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশই তোমার শ্রীগুরুদেব; তাঁকে এত বড় চক্ষে দেখতে হবে। যদি তোমার গুরুকে অপর কোন সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা কোন মহাপুরুষের আদর্শ নিয়ে ভজতে যাও, তবে ঠকবে। তোমরা জানবে তোমাদের গুরু-প্রেমানন্দময় নিত্যানন্দ; তিনি অবধূত সব বিধি নিষেধের অতীত। অপর কোন সাধু সন্ন্যাসী বা মহা-পুরুষের আদর্শে তাঁকে ভজতে চেওনা।

তবে শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ বুদ্ধি করা অবশ্য বড় শক্ত কথা। খুব উচ্চ অধিকারী ব্যতীত সাধারণ শিষ্য কয়জন শ্রীগুরুকে ঠিক ঠিক ভগবান্ ব’লে বোধ করতে সক্ষম? দেখ, তোমরা

যদি শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ—বুদ্ধি করতে একান্ত নাই পার, তবে তাঁকে তোমাদের ‘পরম আত্মীয়’ বোধ ক’রো। তা হ’লে তোমাদের ঐ আত্মীয়-বোধ হ’তে ক্রমে আপনা হ’তেই ভগবৎ-বোধ আসবে।

প্রঃ। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কিরূপ ?

উঃ। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ যে কত নিকট, কত মধুর এবং কত দায়িত্ব-পূর্ণ তা নিতান্ত অনুগত শিষ্য ভিন্ন কাহারও সহজে বোধগম্য হয় না। সাংসারিক কাজ-কর্ম করতে করতে কিম্বা কোন কথা বার্তা বলতে বলতে যদি হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের কথা মনে পড়ে, অনুগত শিষ্য অমনি তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত ক’রে উদ্দেশে তাঁর চরণে প্রণাম করবেন। মঙ্গলাকাজক্ষী গুরুদেবও শিষ্যের কথা স্মরণ হইবামাত্র তাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ছেলেখেলা নয়; এত বড় মধুর এবং অত্যাশ্চর্য্য এত বড় দায়িত্ব-পূর্ণ সম্বন্ধ আর কোথাও নাই।

প্রঃ। কিছুদিন আনুগত্য এবং ঘনিষ্ঠতা করতে করতে কোন কোন শিষ্য শ্রীগুরুর প্রতি একটা কুটুম্ববুদ্ধি ক’রে ফেলে, সেটা কি ভাল ?

উঃ। গুরুতে ভগবৎ-বুদ্ধি অক্ষুর রেখে যদি তাঁকে পরম

আত্মীয় বোধ করতে পার, তবে তাহার দ্বারা ভক্তির পোষকতাই হ'য়ে থাকে ; সেরূপ বোধ প্রশংসনীয় । কিন্তু গুরুতে ভগবৎ-বুদ্ধির পরিবর্তে সাধারণ কুটুম্ব-বুদ্ধি সর্ব্ব অনর্থের মূল । সাধকের পক্ষে সাধন-পথভ্রষ্ট হ'য়ে অধঃপতনের আর এর তুল্য কারণ নাই । ইহাতে সাধন রাজ্যের সমস্ত উন্নত ভাবরাশি নষ্ট হয় । শিষ্য যতই কেন উন্নত হ'ক না, তথাপি তাঁর গুরু গুরুই, আর শিষ্য লঘু । গুরুতে ভগবৎবুদ্ধি না থাকলে গুরু-শিষ্যের স্বভাবসিদ্ধ মধুর সম্বন্ধের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় । দেখ, শিষ্যের যতদিন গুরুতে ভগবৎ বুদ্ধি স্ফূর্ত ও অটুট থাকে ততদিন শিষ্য হয়ত এক বাটি দুধ প্রভু সেবা করবেন, ব'লে করষোড়ে দুধের বাটি-টি হাতে ক'রে কত কাতরে ছল ছল নয়নে হাঁটুগেড়ে প্রভুর চরণ প্রান্তে ব'সে তাঁর পানে চেয়ে থাকে । যদি প্রভু সেবা করেন, তবে তার দুধ আনা সার্থক হয়, সে নিজকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করে । কিন্তু একত্র নিরন্তর অবস্থান করতে করতে দুর্দৃষ্টবশতঃ যদি কখন শিষ্যের এই গুরু-বুদ্ধি স'রে গিয়ে কুটুম্ব-বুদ্ধি এসে পড়ে, তখন শিষ্য মনে করে, দুধের বাটি উনি খাবেন আর আমরা পাবনা কেন ? আমরা বুঝি কেউ নই । জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় অত্যধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে কোন কোন অকৃতজ্ঞ শিষ্যের শ্রীগুরুর প্রতি এইরূপ সাধারণ কুটুম্ব-বুদ্ধি আসে । যখনই গুরুতে এইরূপ কুটুম্ব-বুদ্ধি এসে পড়ে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের অজ্ঞাতসারে গুরুহ'তে প্রাপ্ত সমস্ত সাধন ভজন নষ্ট হয় । শ্রীগুরুতে একান্ত আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ।

শ্রীশুক কথা

৯

সাধকের যত প্রকার অনর্থ হ'তে পারে গুরু হ'তে স্বাতন্ত্র্য, গুরুতে সাধারণ কুটুম্ব-বুদ্ধি এবং তাঁর-প্রতি অকৃতজ্ঞতাই তাহার মূল। চিন্তামণি বেষ্টা বিদ্বমঙ্গলের প্রবর্তক-গুরু, সোমগিরি দীক্ষাগুরু, তবু ও দেখ বিদ্বমঙ্গল যখন “কর্ণামৃত” রচনা করেন তখন আগে সেই চিন্তামণিরই জয় দিচ্ছেন-গুরুবুদ্ধি এমনি হওয়া চাই।

প্রঃ। এক শ্রেণীর সাধক ভক্ত আছেন যারা আজ এখানে কাল সেখানে, পরশু আর একস্থানে এইরূপ যখন যেখানে সুবিধা হয় সেইখানে সেইরূপ সঙ্গ করেন। সাধকের পক্ষে এরূপ বিক্ষিপ্তচিত্ততা কি ভাল ?

উঃ। সাধকের পক্ষে বিক্ষিপ্ত-চিত্ততা সর্বাগ্রে বর্জনীয়। অনুগত শিষ্যকে শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে ভগবৎ-তত্ত্ব একবার জেনে নিয়ে দৃঢ় এবং অচলা নিষ্ঠা সহকারে আপনার ইচ্ছদেবকে ধ'রে থাকতে হবে ; নতুবা আজ এখানে কাল সেখানে এরূপ করলে ভক্তি তফাৎ হ'য়ে যাবে, কিছুই হবে না।

দেখ, যদি কেহ আমাকে বলে চলুন অমুক স্থানে ভগবান এসেছেন দেখে আসি ; আমি তা হ'লেও আমার গুরুকে ছেড়ে সেখানে যাইনা। কারণ, তিনিত আমার হৃদয়েই আছেন। আমি তাঁর কাছে যাবার উপযুক্ত হ'লে তিনি আপনি কাছে টেনে নেবেন। আর এক কথা-আমরা কি এখন ভগবানকে

উপলব্ধি করতে পারি? এমন সাধনা বা ধারণা আমাদের কি আছে যে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি? একজন সাধক ভক্ত বা মহাপুরুষকেই তাঁর ষথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে তাঁর মহত্ব এবং মাধুর্য্য অনুভব করতে পারিনা তা ভগবান্ তো দূরের কথা। আমাদের মত অল্প অধিকারীর পক্ষে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীগুরুদেবকে সেবাকরা, তাঁর উপদেশ মত চলা, তাঁর নিকট ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা করা এবং সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা— ইহাই যথেষ্ট। তিনিই তো সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। আরও দেখ, শ্রীভগবান্ বহুমূল্যবান রত্ন; শ্রীগুরুদেবই সেই মূল্যবান রত্নের জহুরী। তিনি না চিনিরে দিলে কিরূপে আমরা সেই পরম রত্ন চিনতে পারব। সর্ব বিষয়ে যখন তাঁরই আনুগত্য আমাদের কর্তব্য, তখন তিনি আমাদের অধিকার অনধিকার বিবেচনা করে যখন যে পথে চ'লতে বলবেন তাঁর আদেশ মত সেই তখন পথে চলা আমাদের কর্তব্য; তা হ'লে যদি তাঁর কৃপায় ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি করতে পারি। নতুবা আজ একজন সন্ন্যাসীর কাছে, কাল একজন সাধুর কাছে, পরশু একজন ফকিরের কাছে এইরূপে বিক্ষিপ্ত চিন্তে ইতঃস্ততঃ ছুটা ছুটি করা সাধকের পক্ষে সাধন পথে অগ্রসর হইবার বিশেষ অন্তরায় জানবে। সাধন পথে ইষ্ট-নিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন। এই গুরুনিষ্ঠার পরিপক্ক অবস্থাই ভগবান্নিষ্ঠা। সাধক ভক্তশিষ্য সর্বান্তঃকরণে তাঁর ইচ্ছদেবতা শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রাখতে যত্নবান হবেন, নতুবা বিক্ষিপ্তচিন্তে আজ এখানে কাল সেখানে পরশু আর একস্থানে এরূপ অশ্বল-চাকা

করুলে চলবে না। যে ভাগ্যবান সাধক সর্বাবস্থায় গুরুনিষ্ঠা অচলা রাখতে পারেন তাঁর সব হ'য়ে গেছে, তাঁর আর অণু প্রার্থনীয় কিছু নাই ; তিনিই ভগবৎ রূপা লাভের যোগ্যপাত্র।

প্রঃ। আপনি বললেন শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ-বোধ করতে হ'বে। কিন্তু কিরূপে আমরা তাঁকে ভগবান্ ব'লে উপলব্ধি করতে পারি ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেব সর্বদা আনন্দময় হবেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের কেবল আনন্দময় লীলার সম্বন্ধ। তিনি জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকদাতা। তিনি সর্বদা প্রিয়-দর্শন হবেন। “গোমড়া মুখো” শিষ্যও ভাল নয় আর ‘আমড়া খেকো’ গুরুও ভাল নয়। গুরুর স্নিগ্ধতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। গুরুতে ভগবৎ বুদ্ধি করতে হবে শাস্ত্র এইরূপ আদেশ করছেন, কিন্তু আমরা সব সময় তো তা পারিনা। তবে কিরূপে শ্রীগুরুতে ভগবৎ-বুদ্ধি করতে পারি জান ? দেখ, শ্রীভগবান্ আনন্দময় ; শ্রীগুরুদেব যদি অতি স্নিগ্ধ ও আনন্দময় হন, তবে তাঁর ঐ স্নিগ্ধতা এবং আনন্দময়ত্বের ভিতর দিয়ে তাঁকে আমরা ভগবান্-বোধ আরোপ করতে পারি এবং তাঁকে ভগবান্ ব'লে কতকটা আশ্বাদন বা উপলব্ধি করতে পারি। আর দেখ, ভোমার গুরুতে যদি ভোমার ভগবৎ-বুদ্ধি থাকে তবে ভোমার গুরু যাই হউন না কেন, তাঁর ভিতর দিয়ে ভগবান্ অবশ্যই কাজ করবেন, এ অতি সত্যকথা। আর গুরুতে যদি তুমি মনুষ্য বুদ্ধি কর তবে তো তুমি

মানুষকেই ভজ্ছ এবং ডাক্ছ, ভগবান্কে তো ডাক নাই, কেন ভগবান্ তোমার কথা শুনবেন এবং তদনুসারে কাজ করবেন ?

প্রঃ। ভক্তের ডাক ভগবান্ কিরূপে শোনেন ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের অতি সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ মূর্তি। ভক্তের ডাক—তঁার কাতর ক্রন্দন—অবশ্যই একেবারে বরাবর ভগবানে পৌঁছায় না। শ্রীগুরুর ভিতর দিয়ে তঁার চরণ সন্নিধানে পৌঁছায় ; এ অতি ধ্রুবসত্য। তবেই দেখ, ভক্তের ডাক ভগবান্ প্রত্যক্ষে শ্রীগুরুরূপে কাছে থেকে আগে শোনেন ; পরে অপ্রত্যক্ষে ভগবান্ রূপে দূরে থেকে দেরিতে শোনেন। ভক্তের ভক্তি শ্রীগুরু-ভক্তিকে অবলম্বন ক'রে তবে ভগবচ্চরণপ্রাপ্তে পৌঁছায় এবং ভগবৎ-রূপাও শ্রীগুরুরূপাকে অবলম্বন ক'রে ভক্তের কাছে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবানের অতি প্রত্যক্ষ মূর্তি সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেবকে উপেক্ষা ক'রে ভগবান্ কে ডাকতে যাওয়া বা আত্মনিবেদন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সেরূপ ডাক তিনি দেরিতে শোনেন অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে গুরুদেব শূনিবার পর তবে ভগবান্ শোনেন। একদিন একটি ভক্ত বিপদে প'ড়ে কাতর হ'য়ে ভগবান্কে 'গুরুদেব' ব'লে ডেকেছিল। ভগবান্ তখন দ্বারকাতে খেতে বসেছিলেন ; আর খাওয়া হল না, অমনি তাড়াতাড়ি আহার ত্যাগক'রে উঠে পড়লেন। রুক্মিণী দেবী বললেন 'নাথ ! এ কি হল ? আপনি না খেয়ে

উঠে পড়লেন কেন ?' ভগবান্ বললেন 'প্রিয়ে ! আমাকে এখনি যেতে হবে, আমার একজন ভক্ত আমাকে ডেকেছে'। পুনরায় রুক্ষিণী দেবী বললেন—'সে কি ? কত ভক্ততো কত সময় আপনাকে ডেকে থাকে, কই কোন দিনতো এমন তাড়াতাড়ি আধ খাওয়া ক'রে উঠে পড়েন না ?' ভগবান্ বললেন হাঁ প্রিয়ে ! তুনি যা বলছ তা সত্য, কিন্তু সকলেই আমাকে 'ভগবান্' ব'লে ডাকে অর্থাৎ 'ভগবান্ রক্ষাকর' ব'লে ডেকে থাকে । কাজেই আমিও দেরি ক'রে কাছে যাই ; কিন্তু এই ভক্তটি যে আমাকে 'গুরুদেব ! রক্ষা কর' ব'লে ডেকেছে—আমাকে এখনি তার কাছে যেতে হবে, শ্রীগুরুমুর্তিতে সাক্ষাতে অতি সহরে তাকে দেখা দিতে হ'বে ।

দেখ, প্রত্যক্ষ ভগবৎ সেবা জনিত আনন্দ ভক্ত শ্রীগুরুসেবার ভিতর দিয়েই পেয়ে থাকে ; তাই বলছিলাম শ্রীগুরুতে যাঁর ঠিক ঠিক ভগবৎ-বুদ্ধি হয়েছে তিনি ধন্য-তিনি ভক্তরাজ । “শ্রীগুরু চরণে যার আছে নিষ্ঠা ভক্তি ব্রহ্মাণ্ড তরিতে সেই ধরে মহাশক্তি ।” এই গুরুভক্তির আবার তরতম অবস্থা আছে । এই গুরুভক্তিই চরমে ভগবৎভক্তিতে পরিণত হয় । গুরুভক্তির চরম তখন হয় যখন শিষ্য ঠিক ঠিক ধারণা করে 'যতপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায় । তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ।' বল দেখি, কয়জন ভাগ্যবান্ শিষ্য শ্রীগুরুর প্রতি এরূপ অচলা নিষ্ঠা এবং ভগবৎ বোধ রাখতে পারে ? আমরা শ্রীগুরুতে ভগবান্ বোধও ঠিক ঠিক করতে পারি না, আবার মানুষ বোধও করতে পারি না ; কারণ তা

হ'লে অপরাধ হ'য়ে পড়বে এই ভয় রয়েছে। তবেই দেখ, গুরুকে আমরা একটা কিস্তুতকিমাকার ক'রে ফেলেছি—তিনি যেন আমাদের কাছে নরসিংহ অবতার হ'য়ে পড়েছেন।

প্রঃ। বর্তমানে আমাদের যে গুরুভক্তি তা এইরূপই বটে। তবে এরূপ ভক্তি কি নিন্দনীয়?

উঃ। ভক্তি কখন ও নিন্দনীয় হ'তে পারে না; কেননা যে কোন পাত্রে যতটুকু পরিমাণে অর্পিত হউক না কেন, ভক্তি কখন ও ব্যর্থ যায় না। কালে উহা অবশ্যই ভগবৎ-চরণে সঙ্গত হয়। বর্তমানে আমরা যে গুরুভক্তি ক'রে থাকি এটা গুরু ভক্তির চরম নহে; তবে এও তাঁর দিকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দিকে আমাদের অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। এখন আমরা গুরুর প্রতি যে রূপ ভক্তি ক'রে থাকি, এটা যেন প্রকৃত গুরুভক্তির আঘড়াই অর্থাৎ 'রিহাসাল' (Rehearsal) দেওয়া হচ্ছে।

একান্ত গুরুগতপ্রাণ আদর্শ গুরুভক্ত শ্রীল নরোত্তমের মত যে দিন তোমরা অকপটে গুরুসেবাই জীবনের ব্রত ক'রতে পারবে সেইদিন প্রকৃত গুরুভক্তির আনন্দ যে কত বেশী তা অনুভব করতে পারবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যত ভক্ত আছেন তার মধ্যে আদর্শ গুরুভক্ত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। আহা! এমনটি আর নাই বললে অত্যাক্তি হয় না। শ্রীল নরোত্তমের গুরুভক্তি ও অকপটে গুরুসেবা তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ঠাকুর

মহাশয়ের শ্রীগুরুতে এতদূর বিশ্বাস এবং এতদূর ভগবৎ-বোধের অনুভব যে জোর ক'রে ব'লে গেছেন—‘গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি। গুরুবিনা এজগতে নাহি অন্য গতি’। তবেই দেখ, গুরুই সব। তোমরা প্রথমে সর্ববাস্থ্য অর্থাৎ খেতে-শুতে স্বপনে জাগরণে-শ্রীগুরুদেবকে চিন্তাকরবে। পরে ঐ গুরুতত্ত্বই চরমে তোমাদের কাছে ভগবান্ হ'য়ে দাঁড়াবে। যে কোন কার্যে “জয় গুরু” ব'লে বেরুবে নিশ্চয়ই সফল হবে।

প্রঃ। শ্রীগুরু বাক্যে বিশ্বাস এবং তাঁর আদেশ পালন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন। আমরা কিরূপ ভাবে তাঁর আদেশ পালন করব ?

উঃ। দেখ, গুরু বাক্যে বিশ্বাস সহকারে তাঁর আদেশ প্রতিপালন ক'রে যাও। তিনি যা বলেন তা ক'রে যাও; কিন্তু যা করেন তা করতে যেও না। ডাক্তার এসে রোগীকে বললে ‘ওষুধ খাও’; রোগীকে বিশ্বাস ক'রে ওষুধ খেতে হবে। তা না ক'রে রোগী যদি বলে ‘আপনি না খেলে আমি খাবনা’ তবে রোগীর রোগ সারবে না। ডাক্তার তো সুস্থ, তাঁর তো ওষুধ খাবার দরকার নাই। শিষ্য, তুমি যে রোগী, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে তোমাকে অবশ্য তদনুযায়ী কাজ ক'রে যেতে হবে। আর তাঁর আদেশ পালন সম্বন্ধে এটি জেনে রেখো যে—তাঁর আদেশই বলবান। তার দৃষ্টান্ত দেখ-গোবিন্দদাসের গুরুসেবার ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোবিন্দ চরণ-সেবা প্রাপ্তি

হ'য়েছিল। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী যখন অপ্রকট হন, তখন তাঁর প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ দাস তাঁর শেষ আদেশে নীলাচলে গিয়ে শ্রীমন্নহাপ্রভুর চরণ সেবা করবার জন্য প্রার্থনা করেন। এখন, শ্রীমন্নহাপ্রভুও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য; কাজেই তিনি তাঁর পরমার্থ গুরুভাতা গোবিন্দ দাসকে নিজের চরণ সেবা করতে দিতে প্রথমে ইতস্ততঃ এবং অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু পরিশেষে 'শ্রীগুরুদেবের আদেশই বলবান' এই শিক্ষা জীব কে দিবার জন্য তাঁর শ্রীগুরুর আদেশ স্বীকার করলেন; অর্থাৎ যদিও গোবিন্দ দাস পরমার্থ সম্বন্ধে তাঁর গুরুভাই তথাপি তাঁকে নিজ চরণ সেবার অধিকার দিলেন। গোবিন্দ দাসেরও গুরুসেবার ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গোবিন্দ চরণ-সেবা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ সেবা) প্রাপ্তি হয়েছিল।

প্রঃ। শ্রীগুরুর কৃপা না হ'লে সাধন পথে অগ্রসর হবার উপায় নাই। এই কৃপা জিনিষটি কিরূপ? আর তার অনুভবই বা কি প্রকার? সে সম্বন্ধে আমাদেরকে একটু উপদেশ দিন।

উঃ। দেখ, মহৎ ব্যক্তিগণ ব'লে গেছেন 'গুরোঃ কৃপাহি কেবলম' বাস্তবিক গুরুকৃপা না হ'লে কিছুই হবার যো নাই। আধ্যাত্মিক মার্গে আমরা অন্ধ। শ্রীগুরুদেব দয়া ক'রে হাত ধ'রে না নিয়ে গেলে কে নিয়ে যাবে বাবা? আমাদের বহির্স্বার্থী চিন্ত-বৃত্তি গুলি মায়িক। মায়া তাড়াবার ক্ষমতা জীবের নাই।

তুমি শ্রীগুরুর আদেশে প্রপন্ন হ'য়ে তাঁর শরণাগত হও—এটা তোমার কাজ ; মায়া তিনি তাড়াবেন। সবই তাঁর কৃপা। তাঁর কৃপা না হ'লে মায়া—চিন্তের বহির্স্বার্থী বৃত্তিগুলি—তাড়ান যায় না। এখন, এই যে গুরুকৃপার কথা বলা হ'ল, এই কৃপা বলতে তোমরা কি বোঝো? অনেক শিষ্য শ্রীগুরুর নিকট গিয়ে বলে—প্রভু ! কৃপা করুন, আপনার কৃপা হ'লেই সব হবে। এই কৃপা বলতে তোমরা কি একটা স্বতন্ত্র জিনিষ মনে কর যে গুরু শিষ্যকে এনে বুপ্ ক'রে হাতে তুলে দেবেন? কৃপা জিনিষটি তা নয়। কৃপা কাকে বলে জ্ঞান? অনুগত এবং ভক্তিমান শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুদেবের যে একটা আন্তরিক অতি স্নিগ্ধ আনন্দময় ভাব—ঐ ভাবটাই তাঁর কৃপা। এ ছাড়া কৃপা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়। যেখানেই গুরু-শিষ্যের পরস্পরের প্রতি এইরূপ একটা অতি স্নিগ্ধ-অতি মধুময়-আন্তরিক ভাব এবং একটা প্রাণের টান অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ আকর্ষণ বিद्यমান থাকে, সেখানেই এই কৃপা জিনিষটির উপলব্ধি হ'য়ে থাকে। নতুবা ভাববিহীন হ'য়ে মুখে কেবল 'কৃপাকরুন, কৃপাকরুন' বললেই কৃপালাভ করা যায় না এবং 'কৃপা করলাম' বললেই কৃপা করা হয় না। গুরু-শিষ্যের ভাব ও ভালবাসা সমান হওয়া চাই। শিষ্য যদি তার শ্রীগুরুদেবের ভাব ও ভালবাসার সমান ভূমিতে না উঠতে পারে তবে কোন কালেই সে এই গুরু-কৃপার উপলব্ধি করতে পারবে না এবং কোন দিনই তার মধুময় আশ্বাদন লাভ করতে পারবে না। এই গুরু-কৃপা লাভের নামান্তরই ভগবৎ-কৃপা লাভ। তাই বলি, আগে শ্রীগুরুদেবের

একান্ত আনুগত্যে থেকে তাঁর সদানন্দময় ভাব ও ভালবাসার সমান ভূমিতে দাঁড়াতে চেষ্টা কর, তার পর তাঁর কৃপা লাভ আপনা আপনিই হ'য়ে যাবে। গুরু-শিষ্যের পরস্পরের আনন্দময় ভাবের বিনিময়েই এই কৃপার উপলব্ধি হ'য়ে থাকে ; তা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীগুরুর প্রতি যে শিষ্যের একটা আনন্দময় এবং স্মরণ-সুন্দর স্নিগ্ধ-মধুর ভাব ও প্রাণভরা ভালবাসা না জন্মেছে অর্থাৎ যে আজিও শ্রীগুরুর ভাব ও ভালবাসার সমান ভূমিতে না উঠতে পেরেছে সে এখনও ভগবানকে পাবার উপযুক্ত হয় নাই।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবের উদারতা এবং ক্ষমাশীলতার বিষয় আমাদের একটু বলুন। তিনি শিষ্যের প্রতি কিরূপ উদার ও ক্ষমাশীল হবেন ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট সদা আনন্দময় মূর্তি হ'য়ে বিরাজ করবেন। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে দর্শনমাত্রে এমনকি তাঁর স্মরণ মাত্রেই প্রাণে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করবেন। 'শ্রীগুরুদেব', আহা! এই কথাটির—এই শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কত আনন্দ হয়। যেন হৃদয়ের সব জ্বালা যন্ত্রণা দূরে যায়। সেই প্রিয়দর্শন মুখখানির হাসনোম্মুখ মধুময় ভাব একবার দর্শন করলে, তাঁর শ্রীমুখের শ্রবণমঙ্গল একটি মাত্র সুখা-মাখা কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের জ্বালা-পোড়াময় অশান্ত হৃদয় একটি অতি মধুর শান্তির স্নিগ্ধ ধারায়

সিদ্ধ হ'য়ে যায়। বাস্তবিক, এই জ্বালা-পোড়া-ময় সংসারে শ্রীগুরুদেবের তুল্য জ্বালা জুড়াবার স্থান আর নাই। আর তাঁর কমাশীলতার কথা কি বল'ব। তোমাদিগকে তো পূর্বেই বলেছি যে যিনি কমা করতে না পারেন, তিনি যেন কখন কাহারও গুরু না হন। তিনি সর্বদা কমাশীল হবেন। 'গুরু' ওঃ কত বড় কথা! তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণই হচ্ছে—তিনি সর্বদা কমাশীল ও অতি স্নিগ্ধ-প্রকৃতির হবেন। তাঁর নিকট শিষ্যের কোন অপরাধ হ'তেই পারে না। তবে যদি শিষ্য কখন কোন কারণে নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে করে, তাহ'লে এমন কোন অপরাধ শিষ্যের হ'তে পারে না, যাহা বলবার পূর্বেই তিনি কমা করতে না পারেন। শ্রীগুরুর স্বভাবই হচ্ছে কমা করা। কমা ও স্নিগ্ধতার প্রকট মূর্তিই হচ্ছেন-শ্রীগুরুদেব। তোমরা যদি ঠিক এই ভাবে তাঁকে না দেখে থাক তবে আজিও তোমরা শ্রীগুরুর মহান্ আদর্শ অনুভব করতে পার নাই। দেখ বাবা, তোমরা সংসারের মলামাটিতে তোমাদের হৃদয়টা অনবরত নোংরা 'অপবিত্র-ক'রে ফেলছ, আর তিনি সর্বদা সেইগুলি সাফ করেছেন; তিনি তোমাদের অপরাধ নিচ্ছেন বা নিয়ে থাকেন একথা বললে তাঁর স্বরূপকে ছোট করা হয়। ছিঃ! তাও কি হয়। তোমরা এই সার কথা জেনে রেখো—তোমাদের গুরু অদোষদর্শী এবং নিত্য আনন্দময়। আর শ্রীগুরুদেব কতটা পরিমানে উদার হবেন তা জান? আদর্শ সদগুরুর স্নিগ্ধতা এবং উদারতা খুব বেশী হওয়া চাই। দেখ, তাঁর উদারতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিই, তা হ'লে তোমরা তাঁর

উদারতা সহজে অনুমান করতে পারবে। একদিন এক গুরুদেব তাঁর শিষ্যের বাড়ী গিয়েছিলেন। শিষ্যটি বড় গরীব। কয়েক আনা পরস্রা একটা রেকাবে ক'রে এনে কাতর হ'য়ে বললে 'প্রভু! আমি বড় গরীব, অতি কষ্টে-স্বেষ্টে যোগে-যোগে কোন গতিকে দিন চলে। আপনার যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করবার আমার ক্ষমতা নাই'। তার দৈন্ত্য এবং অভাব দেখে গুরুদেব শিষ্যের অজ্ঞাতসারে নিজের একটি লোককে ডেকে চুপি চুপি বললেন, 'আমাদের কাছে যে টাকা আছে তাতে যদি কুলায় তা থেকে গোটা চল্লিশ টাকা (৪০) এই শিষ্যটিকে দাও। আহা! ওর বড় অভাব, বর্তমানে বড় দারিদ্র্য হ'য়ে পড়েছে। এর পর, ওর অবস্থা স্বচ্ছল হ'লে ও টাকা ফেরত দেবে'। যখন শিষ্যকে টাকা দিতে যাওয়া হ'ল, তখন সে একেবারে কঁদে ফেললে এবং হাত ষোড় ক'রে গুরুর চরণ-তলে হাঁটুগেড়ে ব'সে কঁাদতে কঁাদতে বলল প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন, আর আমাকে গুরুর-ধন নিয়ে অপরাধী করবেন না'। কত বিনয় ও দৈন প্রকাশ করার পর কিছুতেই যখন টাকা কয়টি লইতে স্বীকৃত হইল না তখন তাহার গুরুদেব হাসতে হাসতে নিজের বাঁহাতে শিষ্যের ডান হাতখানা রেখে অতি অমায়িক ও নিক-মধুর ভাবে তার হাতে টাকা গুলো দিয়ে বললেন 'গুরু কি তোমার পর? কেন টাকা নেবে না?' বাস্তবিক গুরুর তুল্য পরম আত্মীয় আর কেহ নাই। তিনি শিষ্যের নিকটে এইরূপ উদার ও মুক্তহস্ত হবেন।

প্রঃ। গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎকার হইবামাত্র পরস্পরের প্রতি
কিরূপ বোধ হওয়া উচিত ?

উঃ। একদিন এক শিষ্য তাহার গুরুদেবের চরণ সমীপে
করঘোড়ে বিনয় সহকারে বললে, ‘প্রভু আমি অতি অস্পৃশ্য
অধম নীচকুলোদ্ভব, আমাকে যে আপনি আপনার চরণ-স্পর্শ
করবার অধিকার দিয়েছেন এ আপনার যে কত মহৎ কৃপা তা
কেমন ক’রে বলব’। কথাগুলি শুনে তার গুরুদেব বললেন,
ওরে, ‘যখনই আমি তোদিগকে দেখি তখন কি মনে করি
জানিস? মনে করি আমার ‘কালীপদ’ এসেছে, কি আমার
‘গিরীন’ “এসেছে, কি গোবিন্দ” এসেছে। কেবল ‘কালীপদ’
‘গিরীন’ অথবা ‘গোবিন্দ’ই মনে করি; এ ছাড়া আর কিছু মনে
করি না। তোরা নীচ কি উচ্চ, ধনী কি গরীব কোন কথাই মনে
করি না। কালীপদকে দেখে মনে করি ঠিক যেন আমার সরল
বালক ‘কালীপদ, গিরীনকে দেখে মনে করি ঠিক যেন আমার
সরল বালক গিরীন; তোরা ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, বড় লোক কি
গরীব লোক এসব কিছুই মনে হয় না। ওরে, তোরা যে সব
আমার প্রভু নিত্যানন্দের গণ—তোরা যে সব তাঁর
নিত্যদাস। জন্মে জন্মে তোদের সহিত আমার এই নিত্য
সম্বন্ধ বর্ত্তমান। জানিসনা ঠাকুরমশায় বলেছেন—‘নিতাই চরণ
সত্য তাঁহার সেবক নিত্য’; তোরা জন্মে জন্মে নিত্যানন্দদাসের
গণ—আমি কি তোদের ঘৃণা করতে পারি? জানিসনা আমার
প্রভু আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন। আর অন্তপক্ষে তোদের

মত শিষ্যের কর্তব্য কি তা জানিস্ ? অনুগত শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান-বোধে দেখবে ; কদাচ মনুষ্য-বোধে তাঁকে দেখবে না। কখন তাঁকে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য বা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবেনা। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের আচার্য্য শক্তি। শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে শ্রীউদ্ধবকে বলেছেন—‘আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কৰ্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সৰ্ববদেবময়ো গুরুঃ’ ॥ (১১।১৭।২২) আর একটা কথা জেনে রাখিস—যখনই কাহারও চিন্তে মহৎ সঙ্গ করবার ইচ্ছা জাগে তখনই বুঝবি যে শ্রীভগবান্ তাকে কৃপা করছেন। সেটা নিজের ইচ্ছা নয়—তাঁরই প্রেরণা। এই দেখ্‌না তুই আমায় জানতিস্ না আমিও তোকে জানতাম না। তুই বলেছিলি না—কবে তুই একবার মাত্র পাণিহাটিতে আমায় দেখেছিলি ; কিন্তু ভগবান্ তোকে এখানে এনে ফেলেছেন। তবেই দেখ, গুরু শিষ্যের পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইবামাত্র একটা সেব্য সেবক রূপ মধুময় ভাবের ক্রিয়া হ’য়ে থাকে। গুরু-শিষ্যকে তাঁর একান্ত অনুগত সরল সেবক জ্ঞানে স্নেহের চক্ষে দেখবেন আর শিষ্য তার শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান-বোধে ‘আমার প্রভু বোধে—ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখবে। এ ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিচার-বুদ্ধি করবে না। বাস্তবিক, গুরু-শিষ্যের মিলনে পরস্পরের হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হয় তাতে উভয়েই কিছুক্ষণের জগৎ আত্মহারা হয়ে যান ; অন্য কোন বিচার-বুদ্ধি করবার অবসর থাকে না। করুণামাথা-প্রাণ গুরু ও গুরুচরণে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান্ শিষ্যই এই বাক্যের সত্যতা

উপলব্ধি করতে পারেন। এরূপ গুরু-শিষ্যের মিলন একটি বড়ই মধুময় ব্যাপার — ভক্তের আত্মদানের সামগ্রী।

প্রঃ। গুরু-শিষ্যের আদান প্রদানে পরস্পরের কিরূপ বোধ থাক উচিত?

উঃ। দেখ, প্রকৃত গুরু কখন শিষ্যের মুখাপেক্ষী হবে না। তিনি সর্বদা ঈশ্বর-মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকবেন। যে মুখ তিনি একবার ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়েছেন অত্যন্ত দুঃখস্বায় প'ড়েও কদাচ তাহা উপর দিক থেকে সরিয়ে এনে শিষ্যের মুখাপেক্ষা করবেন না। শিষ্য ও তাঁর গুরুদেবকে একমাত্র ঈশ্বর মুখাপেক্ষী জেনে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবেন। গুরু যদি শিষ্যের মুখাপেক্ষী হন এবং শিষ্যও যদি মনে করে অর্থাঙ্গি প্রদানে গুরুদেবের উপকার করছেন, তবে বুঝতে হবে যে উভয়েই নিজেদের স্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে গেছেন। গুরু ও ঈশ্বরানুগীত ব্রহ্ম হ'য়ে গেছেন এবং শিষ্য ও সেবক-বুদ্ধি হারিয়েছেন। গুরু-শিষ্যের আদান প্রদানে এই সেবা-সেবক বুদ্ধিটাকে বিশেষ ক'রে জাগিয়ে রাখা দরকার, তা হলে আর কোন গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকে না। দেখ, গীতায় শ্রীভগবানের নিজ বাক্যানুসারে তাঁর 'নিত্যযুক্ত ভক্ত বা মহাপুরুষদিগের 'যোগক্ষেম' তিনি নিজেই বহন ক'রে থাকেন। এখন, যদি কোন অনুগত শিষ্য তাঁর শ্রীগুরুদেবকে কোন উত্তম খাদ্য বা বস্ত্রাদি দিতে ইচ্ছা করেন, তবে শ্রীগুরু

কি তাঁকে খুব প্রসংসা করবেন? না, শিষ্যই মনে করবেন যে তিনি তাঁর প্রভুর খুব উপকার করছেন? না, এখানে এরূপ বোধ কদাচ যেন না থাকে। এরূপ স্থলে বুঝতে হবে যে শ্রীভগবান্ গুরুদেবকে দিবার ইচ্ছা ক'রে ছিলেন। সেই ইচ্ছাই শিষ্যের প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং শিষ্য ভাববেন-আমি একজন বাহক (Porter) মাত্র। আমি সেই ভগবদন্ত গুরুসেবার দ্রব্য হাতে ক'রে নিজে ব'য়ে দিতে পেরেছি এবং শ্রীগুরুদেব তাহা গ্রহণ করেছেন এই আমার পরম সৌভাগ্য। শিষ্যের এমন কি ক্ষমতা আছে যে তিনি গুরুকে কোন কিছু প্রদান করেন? গুরু ও মনে করবেন যে, যে জিনিষের প্রয়োজন হয়েছিল, ভক্তের যোগক্ষেম বহনকর্তা শ্রীভগবান্ তাঁকে সেই জিনিষ যোগাড় ক'রে দিলেন। তিনি যদি মনে করেন শিষ্যই আমাকে দিলেন তবে তাঁর ভগবৎ মুখাপেক্ষা ক'মে যায় এবং তাহ'লে আর তিনি শিষ্যকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারবেন না; কারণ আজ শিষ্য কোন জিনিষ দিতে পারলেন, কাল যদি দুর্বস্থা বশতঃ না দিতে পারেন তবে হয়ত তাঁর প্রতি গুরুর ভালবাসার লাঘব হ'তে পারে। তাই বলি গুরু-শিষ্যের আদান প্রদানের মূলে ভগবৎ ইচ্ছাই তার কারণ ব'লে বুঝতে হবে; এবং নিত্যদাস শিষ্য ঠিক ঠিক সেবা-বুদ্ধিতে মাত্র একজন 'বাহক' হ'য়ে প্রভুর বাড়ীতে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পৌঁছে দিতে পেরেছেন ব'লে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করবেন। দেখ বাবা, এবিষয়ে তোমাদের যেন এই মূলে ভুল না হয়।

প্রঃ। আপনি বললেন শ্রীগুরুদেব সর্বদা ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। তিনি কখন শিষ্যের অপরাধ গ্রহণ করেন না। তবে কি শ্রীগুরুর নিকট শিষ্য কোন অত্যাচার কার্য করলে তার কোন প্রত্যবায় হবে না ?

উঃ। দেখ, শিষ্য যদি কখন শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কোন গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান ক'রে ফেলে, তবে যেহেতু তার শ্রীগুরুদেব করুণাময় অবশ্যই তিনি কোন অপরাধ গ্রহণ করবেন না। কিন্তু শিষ্যের অসদাচরণ জনিত গুরুর প্রাণে যদি কষ্ট হয়, তবে তার স্টেপ্ (Step) অর্থাৎ ফল ওপর থেকেই আসে। তিনি কেন অপরাধ গ্রহণ করবেন ? তোমার কৃতকার্যের দ্বারা যদি তোমার চিত্তকে তুমি নিজে কলুষিত কর তবে সে দোষে তুমি নিজেই কষ্ট পাবে। তুমি যদি তোমার শুভ্র বস্ত্রে বা পরিকৃত গাত্রে কতকটা কালি মাখ বা দুর্গন্ধ জিনিষ মাখাও তবে সে দোষের জন্য তুমি যে নিজেই কষ্ট পাবে তা বলাই বাহুল্য। তাই বলি, গুরুদেব অপরাধ না নিলেও কোন নির্দিত কর্মের আচরণে তোমার প্রাণে আপনা হতেই কষ্ট হবে ; তোমার আত্মপ্রসন্নতা নষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ঐরূপ দুঃখবস্থা দর্শনে তোমার প্রতি তোমার গুরুদেবের সমধিক করুণার সঞ্চার হবে। কিসে তোমার প্রাণে পূর্ব শাস্তি এবং আত্মপ্রসন্নতা ফিরে আসবে তজ্জন্তু তিনি সমধিক যত্নশীল হ'য়ে থাকেন।

প্রঃ। সময়ে সময়ে আমাদের প্রাণের অতি স্নর্গস এবং স্নিগ্ধ ভাবগুলি যেন শুষ্কপ্রায় হয়। মনে হয় যেন আমাদের প্রিয়তম উপাস্তদেবকে তেমন মনোমত ভালবাসতে পারছি না। কেন এমন হয় ? এবং এরকম হ'লে তখন আমাদের কর্তব্য কি ?

উঃ। দেখ, যখন দেখবে যে তুমি তোমার প্রিয়তম উপাস্তদেবকে তেমন মনোমত ভালবাসতে পারছনা এবং তাঁর কথা স্মরণে বা শ্রবণে তোমার তেমন স্ফুর্তি হচ্ছে না তখন জানবে যে তুমি মায়াগ্রস্ত হ'য়ে অনেকটা বহিস্থুখতা প্রাপ্ত হয়েছ। চিন্তের এরূপ বহিস্থুখ অবস্থা অবশ্য সাধন পথে উন্নতি লাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। যখনই এরূপ অবস্থা আসবে তখনই যতশীঘ্র পার শ্রীগুরুর চরণাস্তিকে গিয়ে স্বজাতীয় ভক্তসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে অর্থাৎ ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে কাল কাটাবার চেষ্টা ক'রো। তাহলে তোমার ঐ চিন্তের সাময়িক বহিস্থুখতা নষ্ট হ'য়ে ইচ্চে প্রগাঢ় নিষ্ঠা জন্মিবে এবং তাঁকে মনোমত ভালবাসতে পারবে।

প্রঃ। পিতা মাতা এবং শ্রীগুরুদেব এঁদের সঙ্গে আমাদের কতদিনের সম্বন্ধ এবং এঁদের মধ্যে কে সর্বোপরে প্রণম্য ?

উঃ। দেখ বাবা, পিতা মাতা এক জন্মের গুরু। পরজন্মে হয়ত তাঁরা তোমার পিতা মাতা নাও হ'তে পারেন; কিন্তু শ্রীগুরুদেব জন্ম জন্মান্তরের গুরু ও পরম বন্ধু। জন্মে জন্মে

তঁার সঙ্গে আগাদের পরমাত্মীয় সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য । শ্রী পুত্রাদির বা পিতা মাতার সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র এই জন্মের, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক জন্ম জন্মের । জীবের জন্ম কর্মফলে হয় । কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে পিতা মাতা বা শ্রী পুত্রাদির সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হ'তে হয় । এই যে পিতা মাতা প্রভৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ হওয়া এটি মাত্র এক জন্মের হ'তে পারে । পর পর জন্মে হয়ত আবার অন্য কাহাদেরও সঙ্গে ঐরূপভাবে আবদ্ধ হ'য়ে যেতে পার । কিন্তু গুরুদেবের সঙ্গে তোমার চিরদিনের সম্বন্ধ । জন্মে জন্মে তুমি তাঁর নিত্য সেবক । তাঁর সহিত তোমার যে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ—যে ভালবাসার মধুময় সম্বন্ধ—তা স্বাভাবিক, কোন প্রকার কর্মফলাদি ভোগ জনিত নহে । আর এক কথা, যদি একই সময়ে একই স্থানে তোমার শ্রীগুরুদেব এবং তোমার পিতা ও মাতা উপস্থিত থাকেন, তবে সর্ববাঞ্চে শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম করবে, পরে পিতার চরণে এবং শেষে মাতার চরণে প্রণাম করবে । গুরু, পিতা এবং মাতা এঁরা যথাক্রমে পর পর প্রণম্য ।

প্রঃ । শিষ্যের পাপাচরণে শ্রীগুরুদেবের কি কোন দায়িত্ব ভোগ করতে হয় ?

উঃ । দেখ বাবা, তোমাদিগকে তো বলেছি যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ যদিও অতি স্নিগ্ধ ও মধুময় এবং অপ্ৰাকৃত তথাপি এ সম্বন্ধ অত্যন্ত দয়িত্ব পূর্ণ । যখন গুরু এবং শিষ্য উভয়ের ভাব

ও ভালবাসা সমভূমির প্রাপ্ত হয় তখন এক পক্ষে যেমন শ্রীগুরুদেব কর্তৃক অনুভূত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উন্নত ভাবরাশি গুরুগতপ্রাণ একনিষ্ঠ শিষ্যের অন্তরে কতক কতক অনুভূত হয়, অন্য পক্ষে তেমনি শিষ্য কর্তৃক কৃত নিষিদ্ধ পাপাচরণের ফল গুরুদেবকেও স্পর্শ করে। শ্রীগুরুদেব যেদিন মন্ত্র দীক্ষাদি দিয়ে কাউকে শিষ্য বলে গ্রহণ করেন, সেই দিন থেকেই উভয়ের মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুদেবের কতকটা সাদৃশ্য তেজ শিষ্যের ভিতর প্রবেশ করায় তাঁর শরীরের তেজাংশ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়। দেখ, পত্নীর ব্যভিচার দোষ যেমন স্বামীকে স্পর্শ করে, অমাত্যজনিত পাপ যেমন রাজাকে স্পর্শ করে, সেইরূপ শিষ্যার্জিত নিষিদ্ধ পাপাচরণের ফল শ্রীগুরুতে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। অতএব গুরু-করণের পর কোন প্রকার নিষিদ্ধ পাপাচরণ সম্বন্ধে শিষ্যের স্বতঃই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

প্রঃ। আপনি বলছেন শিষ্যের কর্তব্য সর্বদা শ্রীগুরুর চরণ চিন্তা করা। স্মৃতিতে সর্বদা শ্রীগুরুদেবের মধুময় মূর্তিটি জাগিয়ে রাখতে পারলে সাধন পথে অধঃপতনের কোন আশঙ্কা থাকে না। অতএব তাঁর কোন্ মূর্তিটি শিষ্যের চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত ?

উঃ। দেখ, শিষ্যের নিকট তাঁর ইষ্টদেব শ্রীগুরু যখন অভিন্ন

ভগবৎ-তত্ত্ব তখন সর্ববাবস্থায় সর্ববদা নিজের হৃদয় মাঝে তাঁর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দুখানি ধ্যানের দ্বারা ধারণা ক'রে রাখা উচিত। তিনি যখন আনন্দময়—তখন তাঁর যে কোন মূর্তি চিন্তার দ্বারা শিষ্যের প্রাণে আনন্দ হ'য়ে থাকে। এমন কি তাঁর সম্পর্কীয় যাবতীয় বস্তু বিষয়ে—তাঁর দত্ত বা ব্যবহৃত কোন সামগ্রী—সবই শিষ্যের প্রাণে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদ্দীপন ক'রে দেয়। তবে, শ্রীগুরুদেবের প্রথম দর্শন যে মূর্তিতে হয় এবং দীক্ষা দান কালের মূর্তি বিশেষ ভাবে শিষ্যের ধ্যানের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত।

প্রঃ। এক শ্রেণীর সাধক আছেন তাঁরা শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে ভগবৎ-ভজনের আচার পদ্ধতি বা নিয়মগুলি জেনে নিয়ে সেই গুলির যাজন করবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হন, কিন্তু গুরুদেবের আর বড় বেশী খোঁজ খবর রাখেন না ; এইরূপ গুরুদেবকে উপেক্ষা ক'রে ভগবান্কে ভজতে যাওয়া কি ভাল ?

উঃ। মোটেই ভাল নয়। শ্রীগুরুদেবে উপেক্ষাবুদ্ধি—সাধন পথে এর তুল্য মারাত্মক আর কোন কিছু নাই। তুমি অজ্ঞানান্ধ জীব, যে গুরুদেব তোমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন ক'রে দিয়ে তোমার পথ প্রদর্শক হ'য়ে তোমাকে ভগবৎ চরণে উন্মুখ ক'রে দিলেন, সেই গুরুদেবকে উপেক্ষা ক'রে ভগবান্কে ভজতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। গুরুই তো শিষ্যের নিকট অতি প্রত্যক্ষ ভগবান্ ; যিনি এমন প্রত্যক্ষ গুরু মূর্তিতে ভগবান্—বোধ

ছেড়ে দিয়ে অপ্রতিক্ষের অন্ধকারে তাঁকে খুঁজতে যান ভগবান্ তখন হেঁসে তাঁকে বলেন 'তোমার বৃথা চেফ্টা, কেননা গুরুরূপে যখন তোমার কাছে ছিলাম তখন তুমি আমাকে ধরতে পার নাই এখন ভগবান্ রূপে তোমার অপ্রত্যক্ষে দূরে আছি, তুমি আমাকে ধরতে চাও ; কি ক'রে পারবে ?' তাই বলছিলাম গুরুকে উপেক্ষা ক'রে ভগবদ্ভজন হয় না । একটা চলিত কথায় তোমরা শোন নাই কি যে 'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজন হয় না' ।

প্রঃ । গুরু-চরণাশ্রয়ের এত প্রয়োজনীয়তা কেন ? মানুষ কি গুরু চরণাশ্রয় ব্যতীত ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করতে পারে না ?

উঃ । দেখ বাবা, ভগবৎ-তত্ত্ব তো দূরের কথা, এই প্রাকৃত জগতের কোন বস্তু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ গুরু ভিন্ন হয় না । বর্তমানে যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা জ্ঞান লাভ করেছ অবশ্যই সে সমস্ত শিক্ষা তোমরা আপনা হ'তে পাও নাই । পিতা মাতা বা শিক্ষকের উপদেশে সে সমস্ত বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে । দেখ, একজনের 'আপন অপেক্ষা অভিজ্ঞ' এইরূপ বড় ক'রে মেনে না গিয়ে কেউ কখন আধ্যাত্মিক ঋগার্গে উন্নতি লাভ করতে পারে নাই । এক শ্রেণীর লোক আছে যারা গুরু-করণের পক্ষপাতী নহে । তারা 'কি করি, কি করি' ভাবতে ভাবতে সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিলে, অথচ সারাজীবনের মধ্যে কোন কিছু আর করা হ'ল না । দেখ বাবা, গুরু-করণ ব্যতীত—এই

যে চিন্তের বিক্ষেপ—এর নাশ হয় না। যত দিন না গুরু-করণ হয়, ততদিন বুদ্ধির একটা স্থিরতা আসে না, একবার মনে হয় ‘যোগ’ করি, কি ‘ধ্যান’ করি, না হয় ‘জপ’ করি, এইরূপে সাধক আপন অবলম্বনীয় কোন বিশিষ্ট পথ নির্দিষ্ট করতে না পেরে পরিশেষে বিক্ষিপ্তচিত্তে বিপথে চালিত হয়। গুরু চরণাশ্রয় ব্যতীত তার সাধক জীবনের আরম্ভই হয় না।

প্রঃ। আমরা দেখতে পাই শাস্ত্রাদিতে সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ উল্লিখিত আছে তন্মধ্যে সোজা পথ কোনটি ?

উঃ। আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হবার ভিন্ন ভিন্ন পথ বা উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। কৰ্ম পথ, জ্ঞান পথ, যোগ পথ, ভক্তি পথ, ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের মধ্যে কোনটি হয়তো কঠোর, কৰ্মসাধ্য, জটিল এবং দুর্গম, আবার কোনটি হয়তো সরল, সহজ এবং সুগম। এদের মধ্যে সাধকের পক্ষে সরল, সহজ ও সুগম পথ অবলম্বন করাই বিধেয়। যদি প্রশ্ন হয়, এদের মধ্যে সোজা পথ কোনটি? এর উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বী হয়তো নিজেদের অবলম্বিত পথকেই সোজা পথ বলে প্রবৃত্ত সাধককে উপদেশ দিবেন; কিন্তু তাতে তো সোজা পথ কোনটি এ প্রশ্নের সমীচীন সিদ্ধান্ত হ’ল না। উপায় কি? আমার মনে হয়—যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন সাধকের সঙ্গুরু-চরণাশ্রয় লাভ হয়, তবে তিনিই সোজা পথ নির্দিষ্ট ক’রে দেবেন। তিনি সাধকের স্বাভাবিক চিত্ত-

বৃত্তির অনুকূলে যে পথ নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন, সেটাই তাঁর পক্ষে সোজা পথ। নতুবা সদগুরু-চরণাশ্রয়ের পূর্ব সাধকের নিজের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সাধনের সরল, সহজ এবং সুগম পথ নির্দিষ্ট ক'রে নেবার উপায় নাই। তবে সদগুরু সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে তো পূর্বেরই বলেছি যে যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে নিপুণ এবং ভগবানে সুদৃঢ় প্রজ্ঞাবান এবং যিনি ব্যবহারে—অতি স্নিগ্ধ ও আনন্দময় এবং সমস্ত মানবোচিত সদগুরুরাশির সম্যক পরিপুষ্টি যাতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃত সদগুরু পদ-বাচ্য।

প্রঃ। এমন অনেক শিষ্যকে আমরা দেখতে পাই যারা প্রথম প্রথম শ্রীগুরুর প্রতি খুব একটা ভক্তির ভাব প্রদর্শন করে, কিন্তু পরিশেষে তাঁর প্রতি হয়তো শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়ে, এমন কি সময়ে সময়ে শ্রীগুরুকে উপেক্ষা পর্যন্ত ক'রে থাকে। তাদের ভক্তি কি প্রকার?

উঃ। দেখ বাবা, যে গুরু-ভক্তি কমে বাড়ে, তেমন ভক্তিকে 'ভক্তি' বলা যায় না। ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু। ভক্তির স্বভাবই এই যে, উহা অনুদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। যদি কোন কারণে কোন শিষ্যের ইচ্ছা-নিষ্ঠা ক'মে যায় এবং তাঁর ইচ্ছাদেব শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তির লাঘব হয়, তবে বুঝতে হবে যে তাঁর ভক্তি প্রাকৃত এবং সেরূপ ভক্তির গোড়ায় যথেষ্ট গলদ রয়েছে। সেরূপ ভক্তি কখনই সেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ শক্তির বৃত্তি হ'তে

পারে না। তোমাদের যেন সর্বদা এই কথাটি মনে থাকে যে, ভক্তি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ শক্তির বৃত্তি; একারণ প্রকৃত গুরুভক্তি স্বভাবতঃই অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে, কদাচ কমে না। আর এই বোধ যাঁদের আছে তাঁরা সৌভাগ্যবান। তাঁরাই বলতে পারেন 'যতপি আমার গুরু শূঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥' শ্রীগুরুদেবের প্রতি তোমাদের যদি কখন এই ভাবের পরিবর্তন হয় তবে জেনো তোমরা সাধন পথ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে গেছ। কতদূর মহান উচ্চ আদর্শ তোমার শ্রীগুরুতে স্থাপন ক'রে তবে তোমাকে সাধন পথে অগ্রসর হ'তে হবে তা জান? শ্রীগুরুই তোমার সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ ভগবান্ তিনি আর কেউ নন। শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীভগবান্ নিজ মুখে যা বলেছেন সেই মহা-বাক্য স্মরণ কর "আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্তোত কহিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা সুয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥" (১১।১৭।২৫) তাই বলছিলাম, যে গুরুভক্তি কমে বাড়ে, তার কোন মূল্য নাই। শ্রীগুরুতে ভক্তির লযুতা এবং তাঁতে উপেক্ষাবুদ্ধি সাধন পথে ঘোর অন্তরায় জেনে রেখো।

প্রঃ। শাস্ত্র বলেছেন, শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ-বুদ্ধি করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যদি তাঁকে ঠিক ঠিক ভগবৎ-বুদ্ধি করতে না পারি অন্ততঃ তাঁকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়জন অর্থাৎ আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ব'লে মনে করতে পারি তো?

উঃ। সত্যই তো, শ্রীগুরুদেবকে প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু ব'লেই মনে করতে হবে। দেখ, তাঁর তুল্য বন্ধু জীবের আর কেউ নাই। এই সংসারে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ জীবের যদি কোন শান্তির স্থান থাকে তবে সে তার শ্রীগুরুদেবের চরণ-প্রান্ত। এমন জ্বালা জুড়াবার স্থান আর নাই। সর্বদা শ্রীগুরুর আনুগত্যে দাস অভিমানটা জাগিয়ে রাখবে। এরূপ করলে সাধন-পথে অগ্রসর হবার জগ্ন প্রভূত শক্তি পাবে, মনে অদম্য বল আসবে। কাম ক্রোধ আদির প্রলোভনকে অতি তুচ্ছ ব'লে মনে হবে এবং তারা তোমাকে তোমার সাধন পথ হ'তে কিছুতেই বিচ্যুত করতে সমর্থ হবে না। সর্বদা মনে রেখো, যে মুহূর্তে তুমি তোমার শ্রীগুরুর আনুগত্য—অর্থাৎ তাঁর দাস আমি—এই অভিমানটি ভুলে গিয়ে একটু অহংকারের বশবর্তী হ'য়ে পড়বে, সেই মুহূর্তে জানবে যে তুমি অনেক অবনতির পথে প'ড়ে গেছ। দেখ, শ্রীগুরুদেবের মত এমন হিতকারী বন্ধু আর কেউ নাই। তিনি তোমার অর্থের কান্দাল নন, তোমার সরল হৃদয়ের কান্দাল। তুমি যদি তাঁকে প্রকৃত আনন্দ দিতে চাও তবে তিনি যা চান তা তাঁকে অর্পণ কর। তিনি চান তোমার চিন্তের সরলতা, তিনি তোমাকে ঠিক একটি সরলতার মূর্তি দেখতে চান আর কিছুই নয়। অতএব কপটতা, কুটিলতা সরিয়ে দিয়ে একেবারে বালকের মত সরল হ'য়ে তাঁর কাছে তুমি একটা সরলতার ছবি হ'য়ে ফুটে ওঠ দেখি, দেখবে এর তুল্য আর কিছুর দ্বারা তুমি তাঁকে বেশী আনন্দ দিতে পারবে না। মনে রেখো, তাঁর বুক খানা দশ হাত হ'য়ে যায়, যদি তিনি দেখতে

পান যে তুমি তোমার হৃদয়ের জটিলতা কুটিলতা সরিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে সরলচিত্ত এবং পবিত্র হয়েছ। তাঁর দাবী আর কিছুতে তো নাই। তোমার উপর তিনি একটা দাবী রাখেন এই যে, তোমার সাধন পথে তিনি যেন একটু উন্নতি দেখতে পান। এইটি বিশেষ ক'রে মনে রেখো যে, যেদিন তুমি কোন একটি গর্হিত কার্য ক'রে ফেলবে, সেদিন জেনো তোমার ঐ অন্ত্যায় আচরণের দ্বারা তুমি তাঁর শ্রীঅঙ্গে ভয়ানক আঘাত করেছ। অতএব শ্রীগুরুকে সর্বাপেক্ষা প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু মনে ক'রে তাঁরই উপদেশে অতি সাবধানে সাধন পথে অগ্রসর হবে।

প্রঃ। লোকে চলিত কথায় বলে থাকে—‘লোকটির খুব গুরুবল ছিল তাই এ যাত্রা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে’। এই ‘গুরুবল’ বলতে আমরা কি বুঝব ?

উঃ। দেখ, শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে একটির নাম ‘আচার্য্য শক্তি’—যে শক্তির দ্বারা তিনি মায়াবদ্ধ বহির্শুখী জীবের নিকট প্রকৃত সত্যের প্রকাশ করিয়ে দিয়ে তাদিকে শ্রীভগবানের চরণের দিকে উন্মুখ ক'রে দেন। জীব যে শক্তির বলে মুক্তির পথে বা উদ্ধারের পথে চালিত হয়, তাকেই আচার্য্য-শক্তি বা ‘গুরু-শক্তি’ বলে। চলিত কথায় ঐ আচার্য্য-শক্তিকেই লোকে ‘গুরুবল’ ব'লে থাকে। দেখ, এই গুরু-শক্তিই সাধন পথে সর্বদা শিষ্যকে ধ'রে রাখেন। কাজেই

শিষ্যের সাধন পথ ভ্রষ্ট হ'য়ে পতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।
 মায়া সাধককে গ্রাস করবার জন্য সর্বদা অবসর খুঁজছেন।
 মায়া যখনই সাধকের সামনে অমাবস্তার ঘোর অন্ধকার এনে
 দেন, অগ্নি তমুহুর্থে শ্রীগুরু-শক্তি বা শ্রীগুরু-কৃপা পেছন থেকে
 জ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক (search light) ফেলে সাধকের
 সম্মুখ থেকে সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর ক'রে দিয়ে তাহার
 হৃদয়টিকে জ্ঞানালোকে আলোকিত ক'রে দেন। অতএব জেনো
 মায়া অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গ বা অবিজ্ঞা শক্তি সর্বদা
 তোমাদিগকে তাঁর চরণাবিন্দ হ'তে বহির্মুখ ক'রে দিবার অর্থাৎ
 তোমাদিগের জ্ঞান আচ্ছন্ন ক'রে সাধন পথ ভ্রষ্ট করবার চেষ্টা
 করছেন। কিন্তু যখনই কোন অত্যায়ে প্রতিরোধ করবার
 একটা দৃঢ় শক্তি তোমাদের মনে স্বতঃই জেগে উঠবে, তখনই
 জানবে শ্রীগুরু-শক্তি তোমাদের ভেতর কাজ করছেন। যে
 সকল শিষ্য বা সাধক শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে থাকেন
 তাঁদের অজ্ঞাত-সারে এই গুরু-শক্তিই তাঁহাদিগকে সাধন-পথে
 ধ'রে রাখেন এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করেন। তাই
 বলি তোমরা সর্বদা কৃতজ্ঞ হ'য়ে শ্রীগুরুর অনুগত হ'য়ে থেকো।

প্রঃ। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁরা লোকের নিকট গুরু
 হবার জন্য, লোকের নিকট কেবল একটা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
 পাবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। সাধারণের নিকট যাঁরা একটু লাভ
 পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যগ্র এবং সর্বদা পরমুখাপেক্ষী
 তাঁরা কি প্রকৃত গুরু পদ বাচ্য?

উঃ । দেখ, যাঁর গুরু হবার জগ্য কোন চেষ্টা নাই বা গুরুত্বের কোন অভিমান নাই, তিনিই গুরু । কারণ গুরু স্বতঃই গুরু আছেন, তিনি আবার গুরু হ'তে যাবেন বা চা'বেন কেন ? যিনি লঘু আছেন, তিনিই গুরু হ'তে চান । অতএব যিনি গুরু হবার জগ্য সর্বদা ব্যগ্র, তিনি এখনও লঘুই আছেন, এখনও গুরু পদ-বাচ্য হন নাই । গুরুত্ব বলতে পূর্ণ মনুষ্যত্বই বুঝায় । এই গুরুত্ব অর্থাৎ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্থাৎ যে সমস্ত সদগুণরাশি পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, সেগুলির সম্ম্যক পরিপূর্ণি স্বতঃই বাঁতে বর্তমান, তিনিই জগতের আদর্শ গুরুস্থানীয় । একথা আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলেছি । যিনি প্রকৃত জগদগুরু তাঁর চরণে সমস্ত জগদ্বাসীর মস্তক আপনিই লুটয়ে পড়ে । তবে তোমরা জেনো একথাগুলি গুরুর দিক থেকে বলা হ'ল মাত্র । শিষ্যের দিক থেকে বলতে গেলে আমি অবশ্য বলব যে ঐ প্রকার লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছু ব্যক্তির নিকট হ'তেও যদি কেহ দীক্ষা গ্রহণ ক'রে থাকেন, তবে সেই শিষ্য অতি অবশ্যই তাঁতে গুরুবুদ্ধি স্থাপন করবেন এবং তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান এবং ভক্তি প্রদর্শন করবেন, যেন ভ্রম ক্রমেও তাঁর প্রতি সেই শিষ্যের গুরুভক্তির বিন্দুমাত্র লাঘব প্রকাশ না হয় । বরং তাঁতেই তাঁর গুরু নিষ্ঠা যাতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সাবধান এবং যত্নবান হবেন । কারণ তখন যে তিনি তাঁর গুরু হয়েছেন । দীক্ষা গ্রহণ কালে সেই গুরুতেই ভগবৎ-বোধে শিষ্য সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-সমর্পণ করেছেন । আর শিষ্যের স্বাতন্ত্র্য লাভের অধিকার নাই । কারণ

তিনি তো মানুষের নিকট আত্ম-নিবেদন করেন নাই। আত্ম-নিবেদন বা আত্মসমর্পণ করেছেন শ্রীভগবানের নিকটে। যতদিন কেউ গুরু-করণ না করেন ততদিন গুরু সম্বন্ধে তাঁর বিচার বুদ্ধি চলে, কিন্তু একবার গুরু-করণ হ'লে পর তখন আর কোন বিচার-বোধ গুরুদেব সম্বন্ধে চলবে না। তোমাদের বোধ হয় স্মরণ আছে ইতঃপূর্বে তোমাদিগকে বলেছি যে অনুগত ও কৃতজ্ঞ শিষ্যের শ্রীগুরুতে যদি ঠিক ঠিক ভগবৎ-বোধ থাকে, তবে গুরু বাই হউন না কেন তাঁর ভেতর দিয়ে শ্রীভগবান্ কাজ ক'রে থাকেন। অতএব এরূপ গুরুতেও শিষ্যের গুরুভক্তি অটুট থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ। অনেকে ব'লে থাকেন ভগবান্কে ডাকব বা ভজব তাতে আবার 'গুরু-করণ' কি প্রয়োজন? গুরু ছেড়ে কি কৃষ্ণ ভজন হয় না?

উঃ। দেখ বাবা, শ্রীগুরু-পদাশ্রয় ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার কোন উপায় নাই। ভক্তি শাস্ত্র বলছেন "অগ্রে" গুরুপদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদিশিক্ষনং"। আরও দেখ, বিদ্যামাত্রই গুরুমুখী। তোমরা শিশুকাল হ'তে যে সমস্ত জ্ঞান সঞ্চয় করেছ, বল দেখি উহাদের মধ্যে কোনটি কি স্বতঃই শিক্ষা করেছ? না শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশে শিক্ষা করেছ? তবেই দেখ ব্যবহারিক জ্ঞান বা জাগতিক বস্তু বিষয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করবার জগ্য তোমাদিগকে

উপযুক্ত শিক্ষকের চরণাশ্রয় করতে হয়েছে ; অবহিত চিন্তে তাঁর উপদেশগুলি শুনে এবং তদনুযায়ী কার্য ক'রে তবে তোমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করতে পেরেছ । ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অধ্যাত্ম-বিচার কার্য । জাগতিক বস্তু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য ব্যবহারিক বিদ্যাকে আয়ত্ত্ব করতে উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয়ে কতদিন বিদ্যাভ্যাস করতে হয় ; আর সেই ধর্ম-জগতের অতি সূক্ষ্ম ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য 'অধ্যাত্ম বিদ্যা আয়ত্ত্ব করা গুরু-চরণাশ্রয় সাপেক্ষ নয়' একথা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাহা সহজেই অনুমেয় । আর দেখ, 'গুরু' ও 'ভগবান্' তত্ত্বতঃ একই পদার্থ । তিনি নিজে কৃপা ক'রে তাঁর চরণের দিকে আমাদের বহির্শুখী চিন্তকে উন্মুখ না ক'রে দিলে জীবের কি সাধ্য যে তাঁর সেই অচিন্তনীয় তত্ত্বের বিন্দু মাত্র জীব ধারণা করতে পারে ? জীব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তিনি অন্তর্ব্যামী রূপে উদয় হ'য়ে তাকে তাঁর পথে চালিত করেন এবং বাহিরে গুরুরূপে প্রকাশিত হ'য়ে তিনিই উপযুক্ত শিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা তদভিমুখে জীবকে চালিত করছেন মাত্র । যে সাধক চতুর সে বরং ভগবান্কে ছেড়ে দিয়ে সর্ববাগ্রে গুরুকে ধরতে যায়, আর যে মুখ' সে গুরু ছেড়ে ভগবান্কে ধরতে ছোটে । বোবোনা যে, যে গভীর এবং সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব ধারণা এবং উপলব্ধি করতে হবে তা একমাত্র সদগুরু-উপদেশ-গম্য । তাই বলি, তোমরা জেনে রেখো যে, ভগবান্কে ছেড়ে দিয়ে গুরু ভজলে বরং তাতে সাতখুন মাপ হয়, কিন্তু গুরুছেড়ে গোবিন্দ-ভজন একেবারেই হয় না ।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে শিষ্যের সাধন পথে অগ্রসর হবার পক্ষে সর্ব প্রথম কি উপকার হয় ?

উঃ। দেখ, সাধন পথে অগ্রসর হবার পক্ষে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনের এত প্রয়োজনীয়তার অর্থ কি জান ? এর অর্থ এই যে বাহ্য বস্তুবিষয়ে শিষ্যের বহু-বিকল্পিত বহির্নিষ্ঠা চিত্ত-বৃত্তিকে অর্থাৎ মনের যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতাকে নাশ ক'রে তাকে ভগবৎ চরণে উন্মুখী করা। সংসারে সকলের দোষ গুণ না দেখে সব সময় চলা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের সব লোকের তো আর আদেশ পালন করা যায় না, কাজেই কোঁন কোঁন স্থলে লোকের দোষ না ধরলে চলে না। তবে একটা জায়গায় শিষ্যকে অদোষ-দর্শী হ'তেই হবে ; সেখানে যদি বিচার-বুদ্ধি ও দোষ-দর্শন থাকে তবে জেনো গুরু-করণ ক'রে কোঁন লাভ হয় নাই। 'প্রভু এ কথাটা ভাল বোঝেন নাই,' 'এ কথাটা বলা তাঁর পক্ষে উচিত হয় নাই,' এ যদি ভাব, তবে তো তিনি সাধারণ মানুষ হ'য়ে পড়লেন। তাই তোমাদিগকে ইতঃপূর্বে বলেছি যে, এই আদেশ পালন বিষয়ে গুরু-ভক্তের ধারণা বড় শক্ত কাজ ; যেহেতু তাঁকে 'ভগবান্' বোধ করতেও পারনা আবার 'সাধারণ মানুষ' বোধ করলে অপরাধ হবে। সেই শিষ্যই সৌভাগ্যবান্ যিনি গুরু চরণে মাথা বিক্রম্য ক'রে দিয়েছেন, বিচার বুদ্ধি তো দূরের কথা, অবিচারে প্রভুর আদেশ পালন করাটাকে তিনি নিজের সৌভাগ্য ব'লে মনে করেন এবং সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না।

প্রঃ। আপনি বললেন, শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব স্বরূপতঃ একই বস্তু। কিন্তু প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে এই উভয় তত্ত্বের ধারণার মধ্যে কোনটি সহজ এবং গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি শক্ত ?

উঃ। দেখ, এই উভয় তত্ত্ব যদিও স্বরূপতঃ একই তথাপি কৃষ্ণ-তত্ত্বের ধারণা এবং কৃষ্ণসেবাই অধিকতর শক্ত কাজ, যেহেতু উহা আমাদের এই বর্তমান স্থূল প্রাকৃত দেহ মন দ্বারা ধারণা করা যায় না। তবে বর্তমানে গুরুতত্ত্ব বা গুরুসেবা বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে একথা বললে বিশেষ অর্থোক্তিক ব'লে মনে হয় না যে, গুরু-তত্ত্ব কৃষ্ণ-তত্ত্বের অপেক্ষা শক্ত। কৃষ্ণ-তত্ত্ব সহজ, যেহেতু অপ্রত্যক্ষে আছেন ; দুটো গালাগালি দিলেও কিছু বলেন না। ভাল খাবার দাবার ভোগ দিলে ঠাকুর তো আর কিছু খান না সবই তো আমরা প্রসাদ পাই। এক গণ্ডুষ জল 'কৃষ্ণায় নমঃ' ব'লে দিলে ঠাকুরের স্নান হ'য়ে গেল। শীত কালে একটুখানি গ্যাকড়া মুড়ি দিলাম, ঠাকুরের শীত ভাঙ্গল। কিন্তু গুরুর বেলা তা তো আর হবে না। তাঁকে স্নান করাতে হ'লে হয়তো দুচার কলসী গঙ্গাজল চাই ; ভাল খাবার দাবার যোগাড় করলে হয়তো সব খেয়ে ফেলবেন, হয়তো পেসাদই থাকবে না। আর যদিও থাকে, তাতে তো পেট ভরবে না। তাই বলছিলাম বর্তমানে তোমাদের পক্ষে গুরু সেবাই কৃষ্ণ সেবা অপেক্ষা শক্ত।

প্রঃ। গুরু ভক্তির কি কোনরূপ প্রকার ভেদ আছে ?

উঃ। দেখ, স্বরূপতঃ গুরুভক্তি যদিও একই প্রকারের অর্থাৎ গুরুকে ভগবান্-বোধে ভক্তি করা। তথাপি সাধারণতঃ গুরুভক্তি দু'রকমের দেখা যায়। এক, গুরুকেই ভগবান্-বোধে ভক্তি ও সেবা করা—এইটিই প্রকৃত গুরুভক্তি। আর এক প্রকার গুরুভক্তি আছে তাকে বলে মারফতি গুরুভক্তি। সেটা কিরূপ জান? গুরুর ভিতর দিয়ে (through দিয়ে) অর্থাৎ গুরুকে অবলম্বন ক'রে ভগবান্কে পাওয়া যাবে ব'লে গুরুকে ভক্তি করা। মারফতি ভক্তিতে গুরুর নিকট হ'তে কতকগুলি বিধি নিষেধ নিয়ম আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সাধন প্রণালী জেনে নিয়ে ভগবান্কে বৈধী ভক্তি করা হয়। কিন্তু গুরুকে ভগবান্-বোধে ভক্তি করাতে ও সব বাহ্যিক বিধি নিষেধ তত থাকে না, কেবল শিষ্যের অমুরাগময়ী শুদ্ধা ভক্তি থাকে। এইটিরই পরিপক্ক অবস্থাতে গুরুতেই ভগবান্ দৃষ্ট হন।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবকে ভজনা করা বলতে কি বুঝায়?

উঃ। দেখ, ইতঃপূর্বের তোমরা শুনেছ যে শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্-বোধে ভজনা করতে হয়। এখন, এই যে ভজনা করা এর দ্বারা তোমরা মোটামুটি এইটি জেনে রেখো যে, অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করাকেই তাঁকে ভজনা করা বা ভক্তি করা বলে। গুরুদেবের আদেশ পালন না ক'রে তাঁকে অগ্র উপায়ে ভক্তি করা যায় না। তাঁর আদেশ পালনই তাঁকে ভালবাসা। তুমি পদে পদে তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবে অথচ তাঁকে খুব

ভালবাসবে ও ভক্তি করবে এমন ভালবাসা বা ভক্তি করার দরকার নাই। যদি তুমি তোমার ভালবাসার পাত্রকে যথাযথ ভালবাস, তবে কদাচ তুমি তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারবে না। যে শিষ্য তার গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করে না বা করতে কুণ্ঠিত হয়, অথচ লোকের কাছে গুরুর প্রতি খুব ভালবাসার ভান দেখায়, সেরূপ ভালবাসা কপটতারই নামান্তর মাত্র। অবিচারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করতে পারব কি না এ বিচার-বুদ্ধি গুরু-করণের পূর্বে করাই ভাল। একবার গুরু-করণ করা হ'লে তার পর গুরুদেবের হিতোপদেশে এবং তাঁর কল্যাণকর আদেশে কোনরূপ বিচার-বুদ্ধি করলে ভক্তির লাঘব হ'য়ে পড়ে। উহা সাধক ভক্তের সাধনে উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় ব'লে বুঝবে। মোটকথা তোমরা এইটি জেনে রেখো যে, অবিচারে এবং অকপটে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করাই তাঁকে ভক্তি করা এবং ভালবাসা। আদেশ পালন না ক'রে কেউ তাঁকে ভালবাসতে বা ভক্তি করতে পারে না। অর্থাৎ কপটতা ও ভক্তির একত্র অবস্থান অসম্ভব। যেখানে কপটতা অর্থাৎ অসরলতা, সেখানে ভক্তি নাই। যেখানে সরলতা সেখানেই ভক্তি বা ভালবাসা অবস্থান করেন।

প্রঃ। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে ভালবাসেন এ কথার তাৎপর্য আগরা কিরূপে বোধগম্য করতে পারি ?

উঃ। দেখ, এই জগতে আমাদের দেহ যাত্রার উপযোগী

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কৃপায় অন্ন, জল, বাতাস ইত্যাদি গ্রহণ ক'রে আমরা সুখে জীবিত আছি; মোটামুটি হিসাবে সাধারণ ভাবে এই গুলির দ্বারা আমরা ভগবানের ভালবাসার পরিচয় পাই। কিন্তু শ্রীভগবানের ভালবাসার পরিচয় অর্থাৎ উহা অপেক্ষাকৃত অধিকতর রূপে বোধগম্য করবার একটি উপায় আছে। সেটি কি রকম জান? সেটি আর কিছু নয়—এই গুরু-তত্ত্বের ভেতর দিয়ে সেটি বেশ অনুভব করা যায়। দেখ, গুরুকে চেমাই ভগবান্কে চেমা। তোমরা যেদিন তোমাদের গুরুদেবকে ঠিক ঠিক চিনতে পারবে, সেইদিন ভগবান্কেও চিনতে অর্থাৎ অনুভব করতে পারবে। এই দেখনা, তোমরা যখন আমার কাছে এসে তোমাদের নিরানন্দের, তোমাদের প্রাণের অশান্তির, তোমাদের বিক্ষিপ্তচিত্ততার কথা বলে মনের দুঃখ প্রকাশ কর, তখন আমার মনে হয় কি ক'রে এবং কবে তোমাদের হাসিমুখ দেখব; কবে তোমাদের প্রাণের একটা উল্লসিত ভাব দেখতে পাব। কতদিনে তোমাদের স্বাভাবিক পূর্ব আনন্দ ফিরে আসবে। তোমাদের নিরানন্দের কথা শুনলে আমার মনে এই প্রকার ভাব হয় এবং তোমাদের প্রাণে একটু আনন্দ দেবার জন্য আমার মনে একটা ব্যাকুলতাময় চেষ্টা জাগে। এখন এই ব্যাপারটি যদি একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন কর তবে আমার মনে হয় যে, তোমাদের নিরানন্দে আমার ব্যাকুলতাপূর্ণ মনের ভাব দেখে, এর ভিতর দিয়ে শ্রীভগবানের করুণায়—তাঁর ভালবাসার—পরিচয় তোমরা অবশ্যই কথঞ্চিৎ বোধগম্য করতে পারবে। আমার প্রাণটা তোমাদের নিরানন্দে

বা অশান্তিতে যখন এতটা ব্যাকুল হয়, তখন সেই পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীভগবানের প্রাণটা তোমাদের জন্য যে কত ব্যাকুল তা বোধ হয় তোমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পার। দেখ বাবা, দুর্বল অসহায় জীবের প্রতি সেই অনন্ত করুণার পারাবার শ্রীভগবানের ভালবাসার পরিচয় এই শ্রীগুরু-তত্ত্বের ভিতর দিয়েই বেশী পরিমাণে অনুভব করা যায়। আর এক কথা, শ্রীগুরুদেবই যখন সেই অপ্রত্যক্ষ-তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, তখন শ্রীভগবান্ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আমাদের কাছে অবশ্যই শ্রীগুরু-তত্ত্বের ভিতর দিয়েই অনুভব করতে হবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য।

প্রঃ। শ্রীগুরুর সাহায্য ভিন্ন কি সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না ?

উঃ। না। তোমাদিগকে ইতঃপূর্বে বলেছি যে, সাধন পথ বলতে এই বুঝায় যে, ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার উপায়—তারই নাম সাধন পথ বা আধ্যাত্মিক মার্গ। ভগবৎ-তত্ত্ব যে অতি দুর্লভ ও দুর্বিবজ্জের তত্ত্ব এবং সেটি যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয়, এবং উহা যে কেবল মনের দ্বারাই অনুভবযোগ্য, একথা সহজেই অনুমেয়। মনে কর একটি অন্ধকার ঘরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিষ পত্র সাজান আছে, কিন্তু আলোর সাহায্য ব্যতিরেকে যেমন সেই অন্ধকার ঘরে কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না বা কোন বস্তুই দৃষ্টি-গোচর হয় না,

কেবল অন্ধের মত হাতড়ে মরতে হয় ; তেমনি শ্রীগুরুদেবের সাহায্য ভিন্ন এই আধ্যাত্মিক মার্গে কিছুতেই এক পদও অগ্রসর হবার উপায় নাই ; যেহেতু ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দুর্বিস্তার বিষয় একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকটই প্রকাশিত হন। তুমি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ; আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করতে হ'লে তোমার সমুন্নত জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকের প্রয়োজন। মনে রেখো, শ্রীগুরুদেবই উন্নত জ্ঞানের সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে তোমার আধ্যাত্মিক পথে পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারা। ঐ ধ্রুবতারা লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হও, দেখবে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে ক্রমশঃ দুর্বিস্তার ভগবৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি একে একে তোমার নিকট প্রকাশিত ও অনুভূত হ'তে থাকবে। আর যদি শ্রীগুরুরূপী ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য না রেখে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীন ভাবে চলতে চাও তবে কোন দিনই তোমার চিরাকাঙ্ক্ষিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবে না, ঘোর অন্ধকারে দিশেহারা ও পথভ্রষ্ট হ'য়ে বিপথে বিপদে পড়ে বিমোরে প্রাণ হারাবে একথা ধ্রুব সত্য। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—‘শ্রীগুরু চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি’। শ্রীগুরুদত্ত অর্থাৎ গুরু হ'তে প্রাপ্ত জ্ঞানালোক ব্যতীত জীবের নিকট ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশের উপায়স্তর নাই।

প্রঃ। আপনি ইতঃপূর্বের আমাদিগকে বলেছেন যে, ‘অবিচারে শ্রীগুরুর আদেশ পালন করবে’,—শাস্ত্র এই কথা বলছেন। কিন্তু যদি কোন শিষ্যকে তার শ্রীগুরুদেব একবার কোন বিষয়ে আদেশ করেন এবং অণুবার তাহা নিষেধ করেন, সেরূপ ক্ষেত্রে শিষ্য

কিরূপে তাঁর আদেশ পালন করতে পারে তা আমরা ভালরূপে বুঝতে পারছি না।

উঃ। কেন, পারবে না? কথাটি বোঝবার পক্ষে শক্তি তো কিছুই নাই। একটু ধীর ভাবে চেষ্টা করলে কথাটি সহজেই তোমাদের বোধগম্য হবে। মনে কর, এক সময়ে তিনি শিষ্যকে বললেন এই কাজটি কর, তৎক্ষণাৎ সে অবিচারে তা করবে। আবার সেই কাজই যদি কোনদিন বলেন ক'রোনা, তখন অবশ্যই সে করবে না। দুটোই তার পক্ষে আদেশ ব'লে বুঝতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা যদি মনে কর 'প্রভুর এ কিরূপ কথা? আগে বলেছিলেন, পরে আবার বারণ করছেন, তাঁর কথায় তবে সামঞ্জস্য কোথায় রইল?' তোমরা যদি এরূপ বিচার করতে থাক, তবে এরূপ ভাণ্ডাভাগিতে চলবে না অর্থাৎ সেই কাজটি করা উচিত কি না এ বিচারের কতকটা তোমাদের হাতে কতকটা তাঁর হাতে রাখলে হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা এইটিই বুঝবে যে তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্ত ভাল মনে ক'রে যখন কোন কাজ করতে বলেছিলেন সেটাও তাঁর আদেশ; আবার পরে যখন তিনি তা করতে নিষেধ করলেন সেটাও তাঁর আদেশ। দুই প্রকার আদেশ পরস্পর বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হ'লেও উভয়ই তোমাদের মঙ্গলের জন্ত জানবে। তা হলে আর এ বিষয়টি বুঝতে কোন গোলমাল ঠেকবে না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা ব'লে রাখি মনে রেখো; কথাটি এই যে, বিমা বিচারে সব সময়ে যিনি শ্রীগুরুর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত, তাঁর

প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাশা হয়। বিচারশূণ্য হ'য়ে যিনি গুরুবাক্য পালন করতে পারেন তাঁর কাছে প্রত্যেক গুরুবাক্যই ঈশ্বর আদেশ ব'লে মনে হয়। আরও দেখ, 'আদেশ' আদেশই ; হাঁ, না, বিচার-বুদ্ধি এখানে থাকতেই পারে না। কারণ যেখানে হাঁ, না, বিচারবুদ্ধি সেখানে 'আদেশ' হ'তে পারে না। তাই আদেশ পালন জিনিষটা ভক্তি রাজ্যে একটা বড় শক্ত কথা। গুরু-ভক্তি রূপ মূল্যের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম কেনা যায় বটে, কিন্তু অবিচারে গুরুর আদেশ পালন করতে পারে এমন ভক্ত কয়জন দেখতে পাওয়া যায়? একান্ত গুরুগতপ্রাণ অনুগত শিষ্য ভিন্ন এরূপ ভাবে অবিচারে গুরুর আদেশ পালন যে সে করতে পারে না। ভক্তি রাজ্যে এই আদেশ পালন সাধক ভক্তের পক্ষে যে একটা খুব মূল্যবান সম্পত্তি—খুব দামী জিনিষ—তা বলাই বাহুল্য।

প্রঃ। ভক্তি রাজ্যে একটা কথা আমরা শুনে থাকি 'গুরু করণ'। এই গুরুকরণ কাকে বলে? কোন মহৎ ব্যক্তির নিকট হ'তে শিক্ষা দীক্ষাদি গ্রহণ করাকেই কি গুরুকরণ বলে? যদি তাই হয়, তবে এরূপও তো দেখা যায় অনেকে দীক্ষাদি গ্রহণ ক'রেও গুরুর প্রতি একটা প্রাণঢালা আস্থা ও আনুগত্য রাখেন না; তাঁদের গুরুকরণ কি প্রকার?

উঃ। দেখ বাবা, যদিও শাস্ত্রাদিতে দীক্ষাগ্রহণাদি কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানকে 'গুরুকরণ করা' ব'লে উল্লিখিত আছে,

তথাপি স্বরূপতঃ বলতে গেলে বলতে হয় যে ‘গুরু’ ব’লে স্বীকার করাই ‘গুরু-করণ’। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট শিক্ষা দীক্ষাদি দান ও গ্রহণ গৌণ কার্য্য মাত্র। এই ‘গুরু’ ব’লে স্বীকার করাটা কতদূর সূদৃঢ় হবে তা জান? একদিন ষাঁকে গুরু-বুদ্ধি করেছি—আমার উপাস্ত ইষ্টদেবতা শ্রীগুরুরূপে একদিন ষাঁকে আমার হৃদয় মন্দিরে স্থান দান করেছি,—যদি পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হয় তথাপি সে গুরু-বুদ্ধি টলবার নয়। সে হৃদয়াসনে আর কারও স্থান নাই। একমাত্র তিনি আমার হৃদয়াসনে অচল অটল হ’য়ে বিরাজ করবেন। দেখ বাবা, আমার নিজের জীবনে কোন দিনই এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই যে, নিজ ইষ্ট-দেবতার প্রতি অনুমাত্র অনাস্থা বা আনুগত্য-রাহিত্য এসেছে।

প্রঃ। মানবমাত্রকেই সাধন পথে অগ্রসর হ’তে হ’লে সর্ব্বাঙ্গে গুরু-করণ করতে হয় এবং শ্রীগুরুর নিকট হ’তে শিক্ষা দীক্ষাদি গ্রহণ করতে হয়। এই যে দীক্ষা গ্রহণ করা, এর উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা কি, দয়া ক’রে আমাদের বুঝিয়ে দিন। আর একটি চলিত কথা আমরা প্রায় শুনে থাকি যে দীক্ষা গ্রহণ না করলে জীবের ‘দেহ শুষ্ক’ হয় না, এর অর্থ কি?

উঃ। দেখ, শাস্ত্র বলছেন—সর্ব্বাঙ্গে গুরু-পদাশ্রয় এবং তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা দীক্ষাদি গ্রহণ ক’রে তবে সাধক আধ্যাত্মিক পথে প্রবেশ লাভ করবার যোগ্য হয়। এই যে দীক্ষা গ্রহণ এর

সার্থকতা ও বিশেষত্ব এই যে, শিষ্য দীক্ষাকালে শ্রীগুরু চরণে আত্মসমর্পণ করে। কোন বিষয়ে নিজের কোনরূপ স্বাভাব্য রাখে না। সর্ব বিষয়ে নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীগুরুদেবের অনুগত হ'য়ে চলে। এই আত্মসমর্পণ করাই দীক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য। নতুবা শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে মন্ত্র গ্রহণ করলাম, কিন্তু সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করা হ'ল না; কি ক'রে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যাবে বা শ্রীভগবানকে অনুভব করতে পারবে? এই আত্মসমর্পণ করায় মনে প্রভূত শক্তি জন্মে। যখন সাধক সর্বতোভাবে নিজের ইষ্টদেবতা স্বরূপ শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁর ভিতরে গুরু-শক্তি—অর্থাৎ শ্রীভগবানের আচার্য্য-শক্তি—ক্রিয়া করতে থাকে। কাজেই অনেক উন্নত মধুময় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গবেষণা ও হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য জন্মে। আর দীক্ষিত হ'লে যে দেহ শুদ্ধ হয় এরূপ একটা চলিত কথা তোমরা শুনে থাক তার মানে কি জান? দেখ, ভক্তিশাস্ত্র বলছেন, “দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥” এই কথাটির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এইরূপ বুঝতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীভগবানের দেহ যেমন ‘চিন্ময়’ শ্রীগুরুচরণাশ্রিত ভক্তদেহও ঠিক সেই রূপে ‘চিন্ময়’ হ'য়ে যায়। যেহেতু দীক্ষাগ্রহণ কালে অভিন্ন ভগবৎ-তত্ত্ব বোধে শিষ্য যখন গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করেন সেই সময় ভগবান্ গুরুরূপে সেই ভক্ত শিষ্যের দেহও গ্রহণ করেন—‘সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম’। অতএব নিজে যেমন

চিন্ময়, ভক্তদেহও কৃষ্ণে সমর্পিত হ'য়ে ভক্ত্যপ চিন্ময় হ'য়ে যায়। তখন আর সেই ভক্তের দেহটাকে ঠিক ঠিক অদীক্ষিত ব্যক্তির মাত্র আহার নিদ্রাদি পরায়ণ স্থূল পাঞ্চ ভৌতিক দেহের মত বলা সমীচীন বোধ হয় না। তবেই দেখ, দীক্ষা গ্রহণ হ'লে যে 'দেহ শুদ্ধ' হয়, এই সাধারণ বোধের মূলে ঐরূপ তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

প্রঃ। আপনি ইতঃপূর্বে বলেছেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ মাত্র এক জনমের নয়—জন্ম জন্মান্তরের; তাই যদি হ'ল তবে প্রতি জন্মেই শিষ্যের নূতন ক'রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় কেন?

উঃ। দেখ, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ যে জন্ম জন্মান্তরের একথা ঠিক সত্য। তবে নূতন ক'রে দীক্ষাদি গ্রহণের উদ্দেশ্য এই যে উপাস্ত তত্ত্ব শ্রীভগবানের নাম ও মন্ত্র স্মরণ করিয়ে দেওয়া মাত্র। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নিয়মানুসারে দেহান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জীবের পূর্ববজন্ম-স্মৃতি নষ্ট হ'য়ে যায়; কাজেই তার প্রিয়তম শ্রীভগবানের 'নাম' 'মন্ত্র' স্মরণ করিয়ে দেবার জন্ত এবং তাঁর সহিত একটা মধুময় নিত্য সম্বন্ধ জাগিয়ে দেবার জন্ত ভগবৎ-তত্ত্ব-অভিষ্ট একজন অতি স্নিগ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন সাধক ভক্ত বা মহাপুরুষের প্রয়োজন হয়। তাই শাস্ত্রে দীক্ষা দানের এবং গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। মানবের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। অযুক্ত মন সর্বদাই বিস্মৃত হয়। যোগযুক্ত মনে সর্বদা স্মৃতি জাগরুক থাকে। দেখ, আমাদের এই জন্মেই বাল্যকালের কত

পূর্ব স্মৃতি আমরা বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছি। কাজেই আমাদের পূর্বজন্ম-লব্ধ দীক্ষা গ্রহণের কথা জন্মান্তরে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। দীক্ষার উদ্দেশ্য প্রিয়তম শ্রীভগবানের মধুর স্মৃতি জাগিয়ে দেওয়া—তঁার ঠিকানা ব'লে দেওয়া। তারপর, খুঁজে বার ক'রে লাও।

প্রঃ। আপনার কথায় বুঝলাম দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য—প্রিয়তম শ্রীভগবানের মধুময় স্মৃতি জাগিয়ে নেওয়া এবং তাঁর প্রাণশীতলকারী মধুর নাম কীর্তন ও মন্ত্রজপাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া ভগবানকে হৃদয়ে অনুভব ক'রে আনন্দ লাভ করা। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় যে অনেকে দীক্ষাগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁরা আধ্যাত্মিক মার্গে তাদৃশ আশানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারেন না। তাঁদের দীক্ষাগ্রহণ কি প্রকার? আর কেনই বা এরূপ হয়?

উঃ। দেখ, একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করা আছে, ঠিক যেন বড়লোকের বাড়ীর ঝাড় লঠনের মত ; চিরদিনই ঘেরা টোপে ঝুলছে, কোন দিনই জ্বলল না। নিয়মিত যাজনের অর্থাৎ সাধন ভজনের অভাবে সেরূপ দীক্ষা কার্য্যকরী হয় না। আর একপ্রকার দীক্ষাগ্রহণ আছে, সেটা 'পোষাকী দীক্ষা'। কি রকম জান? বড়লোকের বাড়ীর বৈঠকখানায় নানারকম বিলাস দ্রব্য স্তূষজ্জিত রয়েছে। একদিন একজন বন্ধু এসে বলেন—সবই আছে কিন্তু ভাই একটা 'চাইনিজ্ ভেস্' (Chinese vase)

শ্রীশুক কথা

৫৩

না রাখলে বৈঠকখানা ঠিক ঠিক মানায় না। বড় লোকটি বন্ধুর কথা শুনে বললে—ঠিক বলেছ ভাই। তার পর একদিন একটা 'ভেসু' এনে সাজিয়ে রাখলে। ঠিক সেইরূপ, বিষয় আশয়, ধন জন, ভোগলিপ্সা, অহংকার, মামলা মকদ্দমা, প্রতিহিংসা, মিথ্যা, লাভ লোকসান, স্বার্থ, সবই রইল, তার মাঝখানে একটু ধর্মের চাটনিরূপে নামেমাত্র দীক্ষা নিয়ে বসে রইল। এইরূপ পোষাকী দীক্ষা গ্রহণের আশানুরূপ ফল কিরূপে ফলবে বল। গুরু যাহা আদেশ করলেন, যেরূপ নিয়মে ভজন সাধন করতে উপদেশ দিলেন, কার্যতঃ তদনুযায়ী চলা হ'ল না। সৎসঙ্গে ভগবৎ কথা প্রসঙ্গের আলোচনার অভাবে সমুন্নত জ্ঞানরাশি লাভ হ'ল না; দম্ভ, অহংকার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা প্রভৃতি চিত্তের অবনত সংস্কারগুলি ষোল আনায় বজায় রইল, চিত্ত শুদ্ধ হ'ল না। কাজেই চিত্তশুদ্ধির অভাবে শ্রীগুরুদত্ত জ্ঞানবীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হ'ল না। অতএব সেরূপ দীক্ষাগ্রহণ করার কোন ফলই লাভ হয় না।

প্রঃ। আপনি বললেন, চিত্ত-শুদ্ধির অভাব বশতঃ গুরুদত্ত জ্ঞানবীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় না। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কি উপায়ে চিত্ত-শুদ্ধ হয় তাহা আমাদের বলুন।

উঃ। দেখ, মানুষের চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল; কারণ উহা বহু বিষয়ে সততই বিক্ষিপ্ত। এই বহু বিষয়ে সর্বদা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে কতকটা পরিমাণে শান্ত ও একাগ্র করতে হবে। চিত্তকে শান্ত ও শুদ্ধ করবার পক্ষে শাস্ত্রাদিতে নানা প্রকার

ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং উপায়ের কথা উল্লিখিত আছে।
 যাঁহার পক্ষে যে উপায়টি ভাল লাগে তিনি তাহা অবলম্বন
 করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় সর্বদা স্নিগ্ধ-
 স্বভাব-সম্পন্ন সাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ, চর্চা ও
 আলোচনা দ্বারা আমাদের চিত্ত যতশীঘ্র এবং যত সহজে শুদ্ধ
 শান্ত ও পবিত্র হয়, অন্য কোন উপায়ে ভেমন হয় না।
 সৎসঙ্গে পবিত্র কথার আলোচনার দ্বারা এত শীঘ্র মন শান্ত হয়
 যে, হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। তবে জেনে রেখো,
 সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্ত শুদ্ধির উপায় “শ্রীগুরুদেব”। তিনি সমুদ্রত
 জ্ঞানরাশির অক্ষয় ভাণ্ডার। সর্বদা তাঁর আনুগত্যে থেকে
 তাঁর শ্রীমুখের উপদেশগুলি শুনে ধর্মভঙ্গ সম্বন্ধে নিজের যাবতীয়
 খুঁটিমাটি ও সন্দেহগুলি মিটিয়ে ফেলতে পারলেই চিত্ত শুদ্ধ
 ও শান্ত হয়। দেখ, এই সংসারটা একটা প্রবল ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ
 সমুদ্রের মত। তুমি ক্ষুদ্র নৌকা, কতক্ষণ ইহার উত্তাল তরঙ্গের
 সহিত সংগ্রাম ক’রে নিজের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা রক্ষা ক’রে
 বর্তমান থাকতে পারবে বল। হয় তো একটা প্রবল তরঙ্গের
 ধাক্কা খেয়ে বিপর্যস্ত হ’য়ে অতল জলে ডুবে যেতে পার, আর
 না হয় তরঙ্গের আঘাতে চুরমার হ’য়ে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত
 হারাতে পার। তাই বলি, শ্রীগুরু-চরণরূপ “বরাতে” তোমার
 ক্ষুদ্র তরঙ্গী স্নদৃঢ়রূপে বেঁধে রাখ, উৎক্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত হ’য়ে
 জলমগ্ন হবার কোন আশঙ্কা থাকবে না। পক্ষী যেমন নিজ
 পক্ষপুট বিস্তার ক’রে আকস্মিক বিপদ হইতে নিজের শাবককে
 রক্ষা করে, সেইরূপ যে কোন কারণেই হউক তোমার চিত্ত চঞ্চল

শ্রীশুক কথা

৫৫

হইলে বা চিন্তে প্রসন্নতার অভাব ঘটিলে করুণাময় শ্রীগুরুদেব তৎক্ষণাৎ সমুন্নত জ্ঞানরাশির দ্বারা তোমার চিন্তের চাঞ্চল্য অপনোদন করিয়া দিবেন। করুণাময় শ্রীগুরুদেবের মঙ্গলময় হস্ত একান্ত অনুগত শিষ্যকে সর্ব বিধে, বিশেষতঃ সাধন পথে, বাঁচিয়ে রাখবার জন্য স্তব্ধ-প্রসারিত থাকে। অনুগত শিষ্যের সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না, যে হেতু তিনি প্রবল গুরু-শক্তির দ্বারা সকল দিক হইতে সর্বদা সুরক্ষিত থাকেন। এরূপ সৌভাগ্যবান শিষ্যের চিন্ত সর্বদাই শুদ্ধ ও পবিত্র থাকে এবং কদাচ চিন্ত-প্রসন্নতার অভাব হয় না।

প্রঃ। “শিক্ষাগুরু” এবং “দীক্ষাগুরু” কাকে বলে ?

উঃ। দেখ, আমরা যখনই যাঁহার নিকট হইতে যে কিছু জ্ঞান লাভ করি, তিনিই তদবস্থায় আমাদের গুরু পদ বাচ্য। তবে সাধন পথে শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু এই দুই প্রকার গুরুর উল্লেখ আছে। ভগবৎতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় উন্নত জ্ঞানরাশি যিনি আমাদের শিক্ষা দেন, সাধন ভজনের নিয়মাবলী যিনি শিখাইয়া দেন তাঁহাকে আমরা “শিক্ষাগুরু” বলিয়া অভিহিত করি ; এবং যিনি আমাদের মন্ত্রদীক্ষা দান করেন, তাঁহাকে আমরা “দীক্ষাগুরু” বলিয়া থাকি।

প্রঃ। তত্বতঃ এই উভয় গুরু অর্থাৎ ‘শিক্ষাগুরু’ এবং ‘দীক্ষাগুরু’ কি ভিন্ন ?

উঃ। না। স্বরূপতঃ গুরু-তত্ত্ব যখন ভগবৎ-তত্ত্ব হইতে অভিন্ন, তখন শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু তত্বতঃ ভিন্ন কি প্রকারে হইতে পারেন ? জগতে একই জিনিষের দুইটি প্রকাশের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন একই গুঁড়ি হইতে দুইটি ডাল বাহির-হয় রা একই বৃন্তে দুইটি ফুল ফোটে। তেমনি শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুকে বুঝতে হবে যেন একই সরল রেখার দুইটি প্রান্ত। শিষ্য যদি তাঁর শিক্ষাগুরুকে তাঁর দীক্ষাগুরুরই অণু মূর্তিতে প্রকাশ-স্বরূপে না বোঝেন এবং এই উভয় গুরুকে দুই দুই মনে করেন, তবে তাঁর গুরু-ভক্তি কিরূপে অটুট থাকতে পারে। ভিন্নবোধ আদা মাত্র অপরাধের সৃষ্টি হ’য়ে পড়ে। এই উভয় তত্ত্বকে ভিন্ন বোধ করা শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মারাত্মক অন্তরায়। উহাতে একের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তির লাঘব এবং অন্নের প্রতি উৎকর্ষ হইতে পারে। কাজেই প্রথম হইতে সাধককে এবিষয়ে খুব সতর্ক হইতে হয়। মানবের দীক্ষাদাতা গুরুদেব একজনই হবেন কিন্তু শিক্ষাদাতা গুরু অনেকেই হ’তে পারেন ; তবে মোটের উপর তোমরা এইটি জেনে রেখো যে, যাঁর কৃপায় তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়, যিনি তোমাদিগকে মানুষ গ’ড়ে তোলবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন অর্থাৎ যাঁহাকেই তোমরা তোমাদের শিক্ষাদাতা গুরু-রূপে মনোনীত করনা কেন, তিনি তোমাদের

শ্রীশুক কথা

৫৭

মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুরই অণু একটি প্রকাশ মাত্র। তিনিই অণু মূর্তিতে তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিতেছেন। যদি তোমাদের এই বোধ অটুট থাকে তবে তোমাদের গুরু-ভক্তি ও গুরুচরণে নিষ্ঠা অব্যাহত থাকিবে।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের উন্নতির জন্ত অনেক সময় শাসনবাক্য দ্বারা শিষ্যকে ভৎসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ অকৃতজ্ঞ শিষ্য হয় যে, গুরুর শাসনবাক্য সহ্য না করিয়া তাঁহার প্রতি রুষ্ট ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়। শিষ্যের কি এরূপ অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এরূপ অকৃতজ্ঞ শিষ্যের কখন কি মঙ্গল হইতে পারে?

উঃ। কখনই নয়। দেখ, কৃতজ্ঞতা দৈবী প্রকৃতির লক্ষণ। যে অকৃতজ্ঞ সে কি ক'রে ভগবানের পূজা করবে? গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহার কুপায় আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, আমাদিগকে ঠিক ঠিক মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্ত যিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেন, কত উন্নত মধুময় ভাবরাশি আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দেন, এমন যে করুণাপরবশ শ্রীগুরুদেব, তাঁহার প্রতি কে না কৃতজ্ঞ হইবে? আরও দেখ, শ্রীগুরুদেবের শাসনবাক্য মাথা পেতে নেওয়া কত বড় ভাগ্যের কথা। মঙ্গলেচ্ছু গুরুদেব যদি সামান্য ভৎসনা করেন, তাহা যদি সহ্য করিতে না পার, তবে 'তরোরিব সহিষ্ণু' হইতে পারিবে কিরূপে? তাহা হইলে এই বাহু জগতের ঘাত প্রতিঘাতগুলি

সহ্য করিবে কিরূপে ? ইহারা তো তোমায় কোনদিনই রেহাই দেবে না। গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধাকারী অকৃতজ্ঞ শিষ্যের কোন দিনই সাধন পথে উন্নতি লাভ হয় না।

প্রঃ। এমন শিষ্যও দেখা যায় যে শ্রীগুরুদেবকে একবার বৈ ছুবার বাড়ীতে আসতে দেখলে মনে মনে বিরক্ত হয়। আমাদের মনে হয় এরূপ শিষ্য বড়ই কুপাহ'।

উঃ। সত্যই বলিয়াছ, এরূপ যাহারা মনে করে তাদের গুরু-করণ না করাই উচিত ছিল। এরূপ গুরুদ্রোহী অকৃতজ্ঞ শিষ্যের কোন কালে কিছু হ'তে পারে না। শ্রীগুরুদেবকে দূর হ'তে আসতে দেখলে পরম সৌভাগ্য ব'লে মানতে হয়, যাঁর দর্শনে কোটি চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ-স্নানের ফল হয় ; এমন কি শ্রীগুরুর দর্শনে আনন্দে গরীব দুঃখীকে অর্থদান করতে হয়। এমন শিষ্যও আছে যে এহেন পূজনীয় শ্রীগুরুদেবকে বৎসরে দুইবার বাড়ীতে আসতে দেখলে ব'লে থাকে—‘এ আপনার কিরূপ কাজ ? এই সেদিন এলেন, বার্ষিক পাওনা নিয়ে গেলেন আবার এর মধ্যে আসবার কি প্রয়োজন ? হ'য়তো দূর হইতে তাঁহাকে আসতে দেখে অন্তরে ঢুকে ছেলেকে শিখিয়ে দিলে—‘জিজ্ঞাসা করলে বলিস—বাড়ী নাই’। কি সর্ব্বনাশ ! এরূপ শিষ্য গুরু-করণ ক'রে কিরূপে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হবে ? কাজেই বলতে হয়—এরূপ কৃতজ্ঞ শিষ্যের ‘কাঁচকলা’ হবে। গুরুদেব একবার আম্বন আর পাঁচবার আম্বন, ষতবার আম্বন সেই সেই

মুহূর্তকে পরম সৌভাগ্যময় ব'লে যদি বুঝতে পার, তবে জানবে যে, গুরুর প্রতি তোমাদের একটু ভক্তি হয়েছে ; নতুবা একবার বৈ দুবার এলে যদি মনে মনে বিরক্ত হও, অথচ সামনে—“প্রভু,” “প্রভু” ব'লে অজ্ঞান হও, তবে সেরূপ ভক্তিকে ব্যবসাদারী গুরু-ভক্তি ব'লে জানবে ; সেটা ভক্তির ব্যপদেশে অভক্তিরই নামান্তর। ধর্ম্যপথে উন্নতি লাভের পক্ষে সেরূপ ব্যবসাদারী গুরুভক্তির কোন মূল্য নাই। যারা মোটেই গুরু-ভক্তি করে না, ওরূপ শ্রদ্ধাহীন শিষ্যের চেয়ে তারাও শতগুণে ভাল। গুরুকে প্রণাম করা যদি সৌভাগ্য ব'লে মনে কর, তবে করিও, নচেৎ করিও না।

প্রঃ। যে সকল শিষ্য গুরুচরণে ভক্তিপরায়ণ নয় এবং যাহারা এইরূপে গুরুদেবকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদের সাধন ভজনই বা কি প্রকার, আর তাহাদের গতিই বা কি হইয়া থাকে ?

উঃ। দেখ, তোমাদিগকে পূর্বেই বলেছি যে, শ্রীগুরুদেবের চরণ কমল সৌভাগ্য-তিলকের মত যিনি ললাটে ধারণ করতে পেরেছেন, তিনিই শ্রীভগবানের লীলার কিছু কিছু অনুভব করতে পারেন, নতুবা শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তিহীন অকৃতজ্ঞ শিষ্যের স্মৃগুত শ্রীভগবানের লীলায় প্রবেশলাভের কোন উপায় নাই। অকপট ও ঐকান্তিক গুরুভক্তিই শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য্য আন্বাদনের প্রবেশদ্বার। সাধক এই ঐকান্তিক গুরুভক্তির ভেতর দিয়ে লীলায় প্রবেশ করতে পারেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের

লীলামাধুর্য্য একমাত্র ঐকান্তিক গুরুভক্তির ভেতর দিয়ে এসে সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। মোটকথা, আধ্যাত্মিক রাজ্যের যত কিছু মধুময় অনুভব ও আনন্দন, অকপট গুরুভক্তিই তাহার মূল। এখন, এমন যে শ্রীগুরুদেব, তাঁহার প্রতি যাহারা ভক্তিহীন তাহাদের যে কিরূপ গতি হ'তে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। দেখ, ভগবান্ বলেন—‘আমি বার বার তোমার কাছে এগুতে পারব না, একবার গুরুরূপে তোমার কাছে এগিয়ে এসে দেখা দিয়েছি ; যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে এবারকার মত অর্থাৎ এজীবনের মত তোমার কাছে আর আসতে পারব না। তাই বলি যদি কোন মূঢ় নির্বোধ শিষ্য গুরুর প্রতি ভক্তিহীন হ'য়ে গুরুদত্ত নাম বা মন্ত্র ত্যাগ করে, তাহলে তার গুরু-ত্যাগ করাই হ'ল। আর গুরু ত্যাগ করাও যা হরি ত্যাগ করাও তা। যদি দৈব দুর্বিপাক বশতঃ মন্ত্র, মন্ত্রদাতা গুরু বা হরি ত্যাগ কর, তবে আবার তোমাকে একটা জীবন অপেক্ষা করতে হবে। একবার গাড়ী ফেল্ হ'লে আবার তার পরদিন সেই ট্রেন ধরতে হবে। তাই বলি, যে সকল অবिवেচক ও অকৃতজ্ঞ শিষ্য নিজ ইচ্ছাযে শ্রীগুরুকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের সাধন ভজন সমস্তই বৃথা হয় এবং এমন পরমার্থপ্রদ দুর্লভ মানব জন্ম বিফলে কাটাতে হয়। এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে একটি কথা ব'লে রাখি মনে রেখো। দেখ, শাস্ত্রের আদেশ আছে যে, শ্রীগুরুদেব যদি তোমার সহিত এক পল্লীতে বাস করেন, তবে ত্রিসন্ধ্যা তাঁর চরণ বন্দনা করিবে ; যদি এক গ্রামস্থ হন, তবে প্রতিদিন একবার তাঁর চরণ দর্শন করিলা দণ্ডবৎ প্রণাম

করিবে ; আর যদি দূরস্থ হন, তবে যখনই সুবিধা হইবে বা শুনিবে যে তিনি অমুক স্থানে অর্থাৎ তোমার গ্রামের নিকটস্থ কোন গ্রামে আসিয়াছেন, তখনই সব্ব কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া সব্বাণ্ণে তাঁর সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিবে। গুরুদেবকে নিকটস্থ দেখিয়া বা নিজের বাড়ীর নিকটে অথ কাহারও বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিয়া যে শিষ্য গুরুদেবকে অভিবাদন না করিয়া কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া যায়, সে বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ। সেরূপ অকৃতজ্ঞ শিষ্য কখন আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করতে পারে না। সে যথার্থই করুণার পাত্র।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কোনরূপ ধর্ম কৰ্ম করতে যাওয়া কি উচিত ?

উঃ। কখনই নহে ; একথা বলাই বাহুল্য। দেখ, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কখন কোন ধর্ম করতে যেওনা ; তা হ'লে মারা যাবে। লক্ষণ-রূপী গুরু গণ্ডি দিয়ে ব'লে গেলেন—‘এর বাইরে যেওনা’। সীতাদেবী মনে করলেন—অতিথি ফিরে গেলে অধর্ম হবে। অতিথি সেবার ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে লক্ষণরূপী গুরুর নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেমনি যাওয়া, অমনি রাক্ষস রাবণ তাঁকে হরণ ক'রে সাগর পারে নিয়ে গেলেন। তাই বলি ধর্ম সম্বন্ধে অনেকে তোমায় অনেক কথা বলতে পারেন, কিন্তু যিনি যাহাই বলুন না কেন শুনে যেও মাত্র ;

কদাচ গুরুআজ্ঞা-রূপগণ্ডির বাহিরে গিয়ে ধর্মবিষয়ে কোন আলোচনা বা চর্চা করতে যেও না। তা হ'লে মারা যাবে।
ঐ সীতা দেবীর মত কষ্ট পেতে হবে।

প্রঃ। বুঝিলাম, শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কোনরূপ ধর্ম কর্ম করতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু অবিচারে গুরু-আজ্ঞা পালন করবার সামর্থ্য শিষ্যের কখন লাভ হয় ?

উঃ। তোমাদিগকে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি—“আজ্ঞা গুরুনাং হবিচারণীয়া,” অর্থাৎ অবিচারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা উচিত। কিন্তু কখন তুমি ঠিক ঠিক সেই আজ্ঞা অবিচারে পালন করতে সক্ষম হবে জান ? যখন তুমি তোমার শ্রীগুরুদেবকে ঠিক ঠিক চিনতে পারবে, অর্থাৎ তাঁহার গভীর হৃদয়ের মর্ম অবধারণ করতে সমর্থ হবে। নচেৎ যতদিন তুমি তোমার শ্রীগুরুদেবের গভীর হৃদয়ের পরিচয় না পাবে অর্থাৎ তিনি তোমার মঙ্গলের জন্ম কখন কি উদ্দেশ্যে কিভাবে কোন্ কথা বলছেন তাহা তুমি অবধারণ করতে না পারবে, ততদিন তুমি অবিচারে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে সমর্থ হবে না। ততদিন তাঁহার বাক্যে হয়তো সন্দেহ ও ইতস্ততঃ আসিবে। যে সৌভাগ্যবান শিষ্য শ্রীগুরুর করুণামাখা স্নিগ্ধ হৃদয়ের বথায়থ পরিচয় পাইয়াছেন সেই একান্ত গুরুগত-প্রাণ, গুরু চরণে ভক্তি ও প্রীতি-পরায়ণ এবং গুরু বাক্যের মর্ম অভিজ্ঞ শিষ্যই বিনা বিচারে শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ।

শ্রীশুক কথা

৬৩

প্রঃ। শিষ্যের গুরুভক্তি কি প্রকার হওয়া উচিত ?

উঃ। শিষ্যের গুরুভক্তি অহেতুকী হওয়া চাই। গুরু-শিষ্যের ভালবাসা যদি অহেতুক না হয়, তবে ধর্ম্যালোচনার চরম ও মধুময় তত্ত্ব যে প্রেম, সেই প্রেম বস্তুটির উপলব্ধি কোন দিনই হ'তে পারে না। গুরুদেবের কার্য্যে বা আচরণে কটাক্ষ গুরুভক্তি মাশ করে। আজ কাল এমন অনেক শিষ্য দেখতে পাওয়া যায় যারা নিজেরা যদি কোন দোষ ক'রে ফেলে, তবে আপনারা আপনাদিগকে অনায়াসে ক্ষমা ক'রে থাকে, অর্থাৎ মনে করে, একটা অশ্রায় কাজ ক'রে ফেলেছি তা কি হবে ; এবং যদি অপর লোকে কোন অশ্রায় করে, তা হ'লে তাহাদিগকেও বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষমা ক'রে থাকে, কিন্তু তাহারা নিজ ইচ্ছাদেবতা শ্রীগুরুর আচরণের প্রতি এরূপ কটাক্ষ-পরায়ণ যে গুরুদেব যদি দৈববশতঃ কোন নিষিদ্ধ কন্ম ক'রে ফেলেন, তবে তাহা উপেক্ষা করা তো দূরের কথা অমনি গুরুর উপর খড়গহস্ত হ'য়ে পড়ে ; অমনি লোকের কাছে ব'লে বেড়ায়—'কি আশ্চর্য্য ! উনি 'প্রভু' হ'য়ে এমন কাজটা করলেন ! ছি ছি, প্রভুর এই কাজ !' এইরূপ গুরুর কার্য্যে কটাক্ষ ও হেতুবুদ্ধির ফল কি হয় জান ? যে মুহূর্ত্তে তারা গুরুর কার্য্যে কটাক্ষ করে বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, তৎক্ষণাৎ তাদের সমস্ত গুরুভক্তি ও গুরুর প্রতি ভালবাসা চ'লে যায়। হায় হায়, কালের কি প্রবল প্রতাপ ! এরূপ হেতুবাদী কটাক্ষ-পরায়ণ শিষ্য কিরূপে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করতে পারবে ?

তাই বলছিলাম, শিষ্যের গুরুভক্তি সর্ববতোভাবে অহেতুকী হওয়া চাই।

প্রঃ। আমাদের মনে হয়, আপনি যে অহেতুকী গুরুভক্তির কথা বললেন, সেরূপ গুরুভক্তি খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়।

উঃ। তোমরা সত্যই অনুমান করেছ। অহেতুকী গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত খুবই বিরল, প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আজকালকার শিষ্যদের যে গুরুভক্তি, খুঁজে দেখলে দেখা যায়, তাহাতে একটা না একটা স্বার্থের সংযোগ আছে। অহেতুকী অর্থাৎ অকপট নিস্বার্থ গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত ঐ এক পুরাণে একলব্য-চরিতেই দেখতে পাওয়া যায়। একলব্যের গুরুভক্তি রূত অকপট ও নিস্বার্থ তাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে। গুরুবুদ্ধিতে মাটির দ্রোণ-মূর্ত্তি পূজা ও সেবা করিয়া তিনি সমগ্র অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। শেষে কুরু সভায় অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কুরুকুলের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলিটি কাটিয়া দিতে বলিলেন, অমনি সন্তুষ্ট চিত্তে অগ্নান বদনে, বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলিটি কৰ্ত্তন করিয়া দিলেন এবং গুরুর সন্তোষ বিধানের জন্ত এষাবৎ শিক্ষিত সমস্ত বিদ্যার কার্য্যকালে প্রয়োগে অর্থাৎ কার্য্যকালে অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রয়োগে অকস্মাৎ হইয়া রহিলেন। একলব্য আজীবনের অর্জিত

যাবতীয় অস্ত্রবিচার কোশল অকাতরে, এক কথায় গুরুচরণে অর্পণ করিয়া গুরু আজ্ঞা পালন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। নিজের হস্তের বৃদ্ধাদ্রুষ্ঠ কাটিতে একটুও দ্বিধা বোধ হইল না। ওঃ! ভাব দেখি, কতদূর অহেতুকী এবং অকপট গুরুনিষ্ঠা। এমনটি আর দেখা যায় না।

প্রঃ। আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি লাভ করিতে হইলে আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজন। এই আত্মজ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইয়া থাকে ?

উঃ। দেখ, আত্মজ্ঞান-লাভ গুরুসেবা ভিন্ন হয় না। জন্ম জন্ম গুরুশুশ্রূষার ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহাই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ এই আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন “তদ্বিদ্বি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া”। জ্ঞান জিনিষটা গুরু উপদেশ ভিন্ন পাইবার উপায়ান্তর নাই। গুরুসেবা ও তাঁর সম্ভৃষ্টির ভিতর দিয়া জ্ঞান শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব গুরুশুশ্রূষা-বিহীন ব্যক্তির জ্ঞান লাভ হয় না। এরূপ ব্যক্তি যদি অপরকে জ্ঞান দান করিতে যায় তবে নিজেও নষ্ট হয় এবং যাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে যায় তাহাকেও ধ্বংস করিয়া ফেলে।

প্রঃ। আপনি বলিলেন অকপট গুরুশুশ্রূষার ফলে শিষ্যের

দিব্যজ্ঞান আপনিই লাভ হয়, তাহাতে গুরু উপদেশ করুন বা নাই করুন। তাহা কিরূপে হইতে পারে কথাটি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

উঃ। দেখ, মানুষ বাহ্যদর্শী, কিন্তু শ্রীভগবান্ অন্তর্দর্শী। অকপট ভক্তি যদি শিষ্যের থাকে, তবে ভগবান্ অন্তর্দর্শী বিধায় গুরুশক্তিরূপে আপনিই ভিতর হইতে উদয় হইয়া থাকেন, প্রকাশে বলিয়া কহিয়া কিছু শিক্ষা দেন বা নাই দেন। অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে ভক্তের অন্তরেই তার সকল জিজ্ঞাস্যের সমাধান আপনা হ'তে হ'য়ে যায়। অনেক সূক্ষ্ম রহস্য—অনেক সুগভীর তত্ত্বের মীমাংসা—আপনা আপনিই মনের ভিতর থেকেই হ'য়ে যায়। আরও দেখ, শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই প্রকাশ। শ্রীগুরুকে দ্বার না করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবার কোন উপায় নাই। ভগবৎ-তত্ত্ব কখনই মানবের স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত নয়। শ্রীভগবানের আচার্য্য-শক্তি শ্রীগুরুদেবকে দ্বার করিয়া কৃপা পূর্বক মানবের নিকট তৎ-সম্বন্ধীয় দুর্বোধ্য জটিল তত্ত্বগুলি সহজে বোধগম্যরূপে স্বয়ং প্রকাশিত করেন। যখন একান্ত অনুগত এবং ভগবৎ-তত্ত্ব জানিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল জিজ্ঞাসু ভক্ত শিষ্য শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—“হে ভগবন্! তুমিই যখন আমার একমাত্র গতি, তখন তোমার তত্ত্ব আমাকে কৃপা পূর্বক অবগত করাও।” তখন শ্রীগুরুকে দ্বার করিয়া অবশ্যই সেই ভগবৎ-শক্তি স্বয়ং

প্রকাশিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় অতি স্নিগ্ধ মনোরম আনন্দ সেই অনুগত শিষ্যকে অনুভব ও উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। সেরূপ স্থলে অবশ্যই ভগবৎ-তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন। আপনা আপনিই সর্ব সন্দেহের মীমাংসা হইয়া যাইবে। সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে আস্থাবান একান্ত শরণাগত, অনুগত ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শিষ্যের এবং করুণাপূর্ণতা অতি স্নিগ্ধ প্রকৃতি প্রিয়দর্শন সদগুরুর একত্র সমাবেশ হইলে সংসারের বাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, জীবনকালটা খুব আনন্দে কাটান যায়; সংসারের বড় ঝাপটা তাহার বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রঃ। অনুগত শিষ্য শ্রীগুরুসঙ্গের ফল কিরূপ অনুভব করেন ?

উঃ। পরম কারুণিক অতি স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ও শুভদর্শন শ্রীগুরুদেবের সহিত অনুগত শিষ্যের সঙ্গ হওয়া মাত্রই শিষ্যের পরম মঙ্গল লাভ হয়। প্রাণ কত মধুময় আনন্দে ভরিয়া যায়। এরূপ সঙ্গের ফল হাতে হাতে লাভ হয়, যেহেতু শিষ্য প্রাণে প্রাণে স্পর্শ অনুভব করে যে,—কি সমস্ত অতি তুচ্ছ অজ্ঞানতা অর্থাৎ অভিমান, অহঙ্কার, আভিজাত্য, কুসংস্কার, ব্যতিব্যস্ততা প্রভৃতি লইয়া থাকিতাম, আর গুরুকৃপায় আজ কত সমুন্নত জ্ঞানের পথে চলিয়াছি; কত উন্নত জ্ঞান, কত মধুময় ভাবরাশি এখন সর্বদা আমার মনের মাঝে ক্রিয়া করে। যে সমস্ত অতি সামান্য কারণে কত ব্যতিব্যস্ত হইতাম ও ছুটাছুটি করিতাম, এখন আর সেগুলি আমাকে চঞ্চল করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শিষ্যের মনের মধ্যে অনেক জটিল

সমস্তার সমাধান হইয়া যায়, অনেক সন্দেহের মীমাংসা হইয়া যায় ; যে কোন বিষয়ে তর্ক-প্রবণতা কমিয়া গিয়া চিন্তা স্থির ও শান্ত হইয়া যায়। যদি দৈবাৎ দুই একটি অগ্নায় কার্য্যও করিয়া ফেলে, তবে সে সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয় গুরুদত্ত জ্ঞানের দ্বারায় তৎক্ষণাৎ খণ্ডন হইয়া যায়। সেই অগ্নায় কার্য্যের সংস্কার মনের মাঝে ক্রিয়া করিয়া চিন্তকে ব্যতিব্যস্ত করিবার অবসর পায় না।

প্রঃ। সাধন পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে শিষ্যের কোন বিষয়ে বিশেষ রূপে নজর রাখিতে হইবে এবং সে বিষয়ে শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য কি ?

উঃ। সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে শিষ্যকে সর্বদা শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহ্য শৌচের সঙ্গে আন্তর শৌচের দিকে বিশেষ মজর রাখিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে নিজের ব্যবহারের পবিত্রতা ও সততা রক্ষণের দিকে সর্বদা একটা হুঁস জাগাইয়া রাখিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব সর্বদা শিষ্যের এই আন্তর শৌচের জন্য হুঁস জাগাইয়া দিবেন। শ্রীগুরুর পরিশ্রম অর্থাৎ সর্বদা এইরূপ একটা হুঁস জাগাইয়া দেওয়া ও সাবধান করিয়া দেওয়া এবং শিষ্যের অকপট আনুগত্য ও তদনুবর্তিতা এই দুটির একত্র সমবায়ে শিষ্যের উন্নতি লাভ অতি শীঘ্র হয়। শ্রীগুরুর উপদেশ এবং তাঁহার করুণার দানস্বরূপ উন্নত জ্ঞানরাশি জগতে অমূল্য সম্পত্তি। যাঁহার তাহা লাভ হয় তিনি ধন্য, তাঁর জীবন সার্থক।

প্রঃ। গুরুদত্ত জ্ঞানগুলি এত মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় কেন?

উঃ। দেখ, শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং তিনিই চরমে জীবের পরম গতি এবং আশ্রয়। এখন, মনে কর যদি ঈশ্বরকেই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তব্য লক্ষ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করি, তবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ভক্তির আলোচনা এগুলি অবশ্যই মূল্যবান সম্পত্তি। শ্রীগুরুদেব ঐশ্বরিক তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি দান করিয়া থাকেন, অতএব তিনি যে আমাদেরকে বহু মূল্যবান সম্পত্তি দান করেন একথা অতি অবশ্যই স্বীকার্য। পৃথিবীতে এমন কোন মূল্যবান সম্পত্তি নাই যদ্বারা উহার প্রতিদান দেওয়া যাইতে পারে। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুন। ‘কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার’ অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণই ভগবান’ এইটি জানাই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। এখন দেখ শ্রীগুরুদেব আমাদেরকে সেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধেই জ্ঞান ও ভক্তি দান করেন এবং তাঁহার ভজন ও সাধন প্রণালী উপদেশ করিয়া থাকেন। তোমরা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলে—কেন গুরুদত্ত জ্ঞানগুলি এত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রঃ। অনেকে মনে করেন আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা কাল্পনিক, অতএব তৎসম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা এক প্রকার মিথ্যা

জন্মনা মাত্র। এ বিষয়ে সমীচীন সিদ্ধান্ত কিরূপ হইতে পারে, আমাদের বোধগম্যরূপে বিষয়টি বুঝাইয়া দিন।

উঃ। দেখ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি কেবলমাত্র আমাদের চিন্তার বিষয়ীভূত—জগদতিরিক্ত অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বস্তু ;—মাত্র অনুভববেদ্য। উহাতো জাগতিক স্থূল বস্তু বিষয়ের মত আমাদের এই স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বা কর্মেন্দ্রিয়ের গোচর নয়। কাজেই অল্পদর্শী সাধারণ মানব আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিকে কাল্পনিক ও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কাল্পনিক বা মিথ্যা নয়; পরন্তু প্রকৃত সত্য তত্ত্ব-পদার্থ। উহার সত্যতা মহদানুভবসিদ্ধ অর্থাৎ মহাপুরুষগণ কর্তৃক স্বীকৃত। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া সাধক যতদিন না একটা উন্নত ও মধুর ভাবের উপলব্ধি করেন, যতদিন না একটা অতি সুস্বাদু সুশীতল এবং শান্তিময় অমৃতধারার মাধুর্য্য আন্বাদন করেন, ততদিন আধ্যাত্মিক রাজ্যটিকে একটা কাল্পনিক ও অমূলক বলিয়া মনে করেন। এমন কি যে সমস্ত সাধক ভক্ত শ্রীগুরু-কৃপায় কতবার কত উন্নত মধুময় ভাবের আন্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহাদেরও চিত্ত যখন সময়ে সময়ে বাহ্য বস্তু বিষয়ে অত্যধিক অভিনিবেশ বশতঃ একটু বেশী পরিমাণে বহির্নিষ্ঠ হয়, তখন তাঁহাদেরও মনে হয় যে—ও সব কিছু নয়, কেবল সাময়িক কাল্পনিক ভাব মাত্র, প্রকৃত সত্য নয়। সাধকের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং নির্ভর হ্রাস বা অভাবে সময়ে সময়ে এরূপ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলি, তোমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপার

সমস্ত বিষয়—‘কিছু নয়’ বলিয়া উড়াইয়া দাও ক্ষতি নাই, মিথ্যা বা কাল্পনিক বল, আপত্তি নাই; কিন্তু তোমার শ্রীগুরুদেব—বিনি তোমার নয়নাভিরাম হইয়া তোমার সম্মুখে বসিয়া আছেন—হাঁহার চরণ প্রান্তে বসিয়া মিত্য কত প্রাণ স্নিগ্ধকর ভক্তি কথা, কত উন্নত জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ শীতল করিতেছ, তিনি তো আর কাল্পনিক নয়, তাঁহাকে তো আর ‘মিথ্যা’ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার না। তাঁর অস্তিত্বকে যদি কল্পনা বল, তবে তুমিও তো নিজে একটা কল্পনা হ’য়ে পড়িবে। এরূপ চিন্তা করা নিতান্ত বিসদৃশ এবং অসম্ভব নয় কি? বর্তমানে তোমার নিজের অস্তিত্বের সত্যতায় তুমি যে রূপ স্থির বিশ্বাসী, তোমার উপাস্য শ্রীগুরুদেবের অস্তিত্বের সত্যতায় অবশ্যই তুমি ঠিক তদ্রূপ স্থির বিশ্বাসী! অতএব আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি শ্রীগুরুদেব যখন তোমার নিকট অতি প্রত্যক্ষ সত্য বস্তু, তখন শ্রীগুরুদেবের প্রতি স্মৃঢ় আস্থা ও নির্ভা রাখিয়া ধীরে ধীরে এ পথে অগ্রসর হইতে থাক, ক্রমে অন্যান্য সত্যগুলি যথা-সময়ে আপনিই প্রকাশিত ও অনুভূত হইবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের উন্নত ও স্নিগ্ধ গম্বুজ ভাবগুলি বর্তমানে অনুভব করিতে পারিতেছ না বলিয়া তাহাদিগকে একেবারে মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন নহে। সে গুলি যে অতি প্রত্যক্ষ সত্য বস্তু তাহা মহদানুভব দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব সেগুলির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করা বা শ্রীগুরুপদমিষ্ট নিয়মিত সাধনে শৈথিল্য প্রকাশ করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত

নহে। মনে রাখিও আধ্যাত্মিক পথের প্রথম ভিত্তি অর্থাৎ পথ প্রদর্শক শ্রীগুরুদেব প্রত্যক্ষ সত্য বস্তু এবং ভাব রাজ্যের সমস্ত উন্নত সূক্ষ্ম মনোরম রহস্য যখন ঐ সত্য ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন অবশ্যই সেগুলি সত্য। বর্তমানে আমরা স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব বলিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের অতি সূক্ষ্ম গূঢ় তত্ত্বগুলি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত-রূপে স্থূলে অভিব্যক্ত হউক বলিয়া মনে করি, কিন্তু একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, যাবতীয় বস্তু বিষয়ের স্থূলাভিনিবেশ অচিরস্থায়ী মাত্র। স্থূলাভিব্যক্তির অন্তর্নিবিষ্ট ভাবধারাগুলিই নিত্য সত্য বস্তু। স্থূলাভিব্যক্তি মায়িক এবং পরিবর্তনশীল, অতএব অস্থায়ী। কিন্তু উহার রূপ, গুণ, গমন, গঠন, বচন, মধুর হাসিমাখা মোহন মূর্তি প্রভৃতির বিশিষ্ট ভাবধারাগুলি প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার নিকট চিরদিনই অপরিবর্তনশীল থাকে। জাগতিক নিয়মে স্থূল দেহের যতই কেম পরিবর্তন হউক না, ‘আমার প্রভু এমনি ক’রে হাসভেম’, ‘হাসিযুখে এমনি মধুর কথা বলভেম’, ‘এমনি অতি স্নিগ্ধ প্রাণ-স্পর্শী ভাবে চাইভেম,’ এই সমস্ত ভাবগুলি তো কোন দিনই বাইবার নয়; পরন্তু চিরদিনই সমান ভাবে আমাদের স্মৃতিপটে জাগরুক থাকে। তবে যদি কেহ মনে করেন যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কোন একটি বিশিষ্ট ভাবধারা অন্ততঃ একবারও তো সাধকের স্থূল প্রত্যক্ষের গোচরীভূত হওয়া দরকার? কিন্তু এরূপ মনে করা কি ঠিক? তাই বা বলা যায় কেমন করিয়া? যে হেতু আমাদের পূর্ব জন্মের স্থূল-

প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়গুলি তো বর্তমানে আমাদের কিছুই মনে নাই ; সে গুলি তো এখন আমরা কিছুই ধারণা করতে পারি না । অতএব এই জীবনের প্রত্যক্ষীভূত স্থূল রূপাদি যে জন্মে জন্মে আমাদের মনে থাকিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে ? তবেই দেখ, আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম প্রাপ্তব্য বস্তুর স্থলাভিব্যক্তির কামনা করা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না । যেহেতু যাহা আমরা আমাদের বর্তমান জীবনের অবসানের পর পরবর্তী জীবনের অবস্থান কালে ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারিব না তাহার স্থলাভিব্যক্তির প্রয়োজনাত্মক নয় কি ? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে পূর্বদৃষ্ট কোন অতি সুন্দর ও মনোরম বস্তুর রূপ গুণের সংস্কার আমাদের একটা নিত্য নব-নবায়মান চির সুন্দর বস্তুর ধারণা করিবার লোভ জাগায় । এই আলোচনায় আপাততঃ আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে কোন সুন্দর ও মনোরম বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবধারাই নিত্য সত্য বস্তু । এবং যে কোন ভাবধারা হউক না কেন উহা অবশ্যই পূর্ব-প্রতক্ষ-সিদ্ধ । মোট কথা এই, আমরা জেনে রেখো যে আধ্যাত্মিক রাজ্য একটা কাল্পনিক মিথ্যা বা অবস্ত নয়, উহা বথার্থ সত্য বস্তু । ভাব রাজ্যই সত্য ; অন্য পক্ষে এই ভবরাজ্যই অর্থাৎ ভাবের সাময়িক স্থলাভিব্যক্তিই বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়ার ধ্বংসশীল । উহার সত্যতা ভাবেই বর্তমান থাকে, তবে নয় । ‘ভাব’ থেকে যে কোন সময়ে ‘ভবে’ অর্থাৎ স্থলে অভি-ব্যক্ত হইতে পারে । অতএব আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথম ভিত্তি—তোমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষ শ্রীগুরুদেবে—অচলা নির্ভা ও ভিত্তি

থাকিলে কালে উত্তরোত্তর সমস্ত সূক্ষ্ম ও মনোরম তত্ত্বগুলি ভগবৎ-কৃপায় তোমরা ধারণা ও অনুভব করিতে পারিবে একথা অতি সত্য।

প্রঃ। ভগবানের করুণা আমরা কি ভাবে অনুভব করি? উহা কিরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়?

উঃ। ইতঃপূর্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবানেরই প্রকাশ বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীভগবান্ যখন জীবকে কৃপা করেন তখন তিনি গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াই জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যখন জীব এই সমস্ত পার্থিব আপাত-মনোরম পরিণামে বিষময় ভোগে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করে, যখন জাগতিক সমস্ত সুখকে পরিত্যাগ করিয়া একটি অপ্রাকৃত নিত্য নিশ্চল পারমার্থিক আনন্দের আশ্বাদনের জন্ম ব্যাকুল হয় তখন শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই তত্ত্বাণ্বেষণকারী ব্যক্তির হৃদয়ে— 'শ্রীভগবান্ কে?', 'তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ?', 'তাঁহাকে পাইবার জন্ম আমাদের চিত্ত এত ব্যাকুল হয় কেন?', 'তিনি কত দয়াল—কত প্রেমময়?' এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়া জীবকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীভগবানের করুণা আমরা শূন্য হইতে লাভ করি না, বা তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের নয়নগোচর হইয়া কৃপা করিবেন এরূপ উচ্চ অধিকারও আমাদের নাই; কাজেই তাঁরই প্রকাশ-স্বরূপ

শ্রীগুরুদেবকে দ্বার করিয়া সেই করুণাময় ভগবানের অপার করুণার এবং সেই প্রেমময়ের অসীম প্রেমের অফুরন্ত সুধা-ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হয় ; তখন আমাদের সংসারসন্তপ্ত তাপদগ্ধ প্রাণে শ্রীগুরুদেবকে একটি পরমানন্দময় অতি মনোরম প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার স্থান বলিয়া মনে হয়। এই দারুণ তৃষিত সংসার-মরুভূমিতে তিনি যেন আমাদের নিকট একটি অতি নিষ্কল্লুশীতল এবং সর্বসন্তাপহারী মরুত্থান স্বরূপে প্রতিভাত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানিবে—‘অন্তর্যামী’ এবং ‘ভক্তশ্রেষ্ঠ’ এই দুই রূপে জীবের নিকট তাঁর প্রকাশ হয়। অতএব তোমরা জানিও শ্রীভগবানের কৃপা আমরা শূন্যে শূন্যে অনুভব করি না। উহা শ্রীগুরুদেব অথবা কোন বিশিষ্ট ভগবন্তত্ত্বকে দ্বার করিয়াই আমাদের নিকট প্রকাশিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। ‘গুরুকৃপা’ ‘ভক্তকৃপা’ এসমস্ত ভগবৎ-কৃপারই নামান্তর মাত্র।

প্রঃ। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ কিরূপ? তদপেক্ষা মধুরতর সম্বন্ধ আর কোথাও আছে কি না?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেব এবং শিষ্যের মধ্যে যে মধুময় সম্বন্ধ বর্তমান ইহা অপেক্ষা বড় সম্বন্ধ বোধ হয় জগতে আর হইতে পারে না। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব যেখানে একান্ত অনুগত প্রিয় শিষ্যের উপর আস্থা স্থাপন করেন আর শিষ্যও ঠিক ঠিক ভগবৎ-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবকে মন প্রাণ

সর্বস্ব সমর্পণ পূর্বক ভক্তি করেন, তদপেক্ষা মধুরতর সম্বন্ধ জগতে আর কি আছে? স্বর্গস্থখও যে তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। এই জ্বালা-পোড়ার দেশে সেটুকুর দাম সব চেয়ে বেশী। দেখ, শ্রীভগবান্ “শ্রদ্ধা” ব’লে একটা জিনিষ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে দিয়েছেন, সেই শ্রদ্ধাটি অঞ্জলি ভ’রে নিয়ে জীব উপযুক্ত ব্যক্তির চরণে উপহার দিবার জন্য ব্যস্ত হ’য়ে বেড়াচ্ছে। যদি একবার সে তাহার সেই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি ঠিক ঠিক মনের মত প্রিয়তম, স্নিগ্ধ-স্বভাব শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অর্পণ করতে পারে, তবে কি সে আর সেই শ্রদ্ধা তাঁর চরণ থেকে কেড়ে নিতে পারে? শ্রীগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা অনুগত শিষ্যের হৃদয়ের অতি গোপনীয় সম্পত্তি। যে শ্রদ্ধাটুকু একবার সে তার শ্রীগুরুদেবের চরণে ঢেলে দিয়ে তার সন্তুপ্ত হৃদয় শীতল করেছে, সে শ্রদ্ধা যদি তাঁর চরণ থেকে সরিয়ে নিতে হয়, তবে যে তার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে যাবে। তাহাও কি কখন হয়? এ জগতে এইটুকুই শান্তির জিনিষ আছে। শ্রীগুরুর চরণ ভিন্ন শিষ্যের প্রাণ জুড়াবার আর কোন স্থান নাই। সেই তার তীর্থ, সেই তার সব। তাঁর চরণ ছেঁড়ে বাস্তবিক আর কোথাও, এমনকি কোন তীর্থে যেতেও শিষ্যের মন সরে না। শ্রীগুরুর চরণ প্রাপ্তই শিষ্যের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান—সে যে তার তীর্থরাজ।

প্রঃ। শাস্ত্র বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেবে ভগবৎ-বুদ্ধি করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা কলির জীব, সহজেই মলিন-চিত্ত;

আমরা যদি তাঁহাকে তদ্রূপ ভাবিতে না পারি তবে আমাদের উপায় কি ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ-বুদ্ধি করা কর্তব্য একথা শাস্ত্রেরই উপদেশ। কিন্তু একথা সত্যাদি যুগে উচ্চ অধিকারী জীব সহজেই বোধগম্য করিতে পারিত। কিন্তু এখন কলির জীব স্বভবতঃই বড় মলিন-চিত্ত, শ্রীগুরুদেবকে অত উচ্চ আসনে বসাইতে যদি নাই পারে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। তাঁহাকে প্রাণের প্রিয়তম, অতি নিকট পরম আত্মীয় বোধ করিতে পারিলেও যথেষ্ট হয়। শিষ্য যদি তাঁহাকে প্রিয়তম আত্মীয় বা বন্ধু রূপে ধারণা করে, তবে তাহাতেই শিষ্যের প্রাণে অতুল আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুতে ভগবান্-বোধ শিষ্য যদি ধারণা করিতে অসমর্থ হয় তবে জোর ক'রে সেরূপ বোধ আরোপ করা চলে না। বলিতে কি, শ্রীগুরুদেবকে ঠিক ঠিক ভগবান্ বোধ করা খুব উন্নত অধিকারী ভিন্ন সাধারণতঃ কেহ পারে না। তাঁহাকে পরম আত্মীয় বোধ করতে পারলেই যথেষ্ট হইল। আমি তো তাঁহাকে অর্থাৎ আমার শ্রীগুরুদেবকে একান্ত প্রিয়তম বন্ধু ও পরম প্রিয়জন জ্ঞান ক'রে সমধিক আনন্দ পাই। তোমরাও তাঁহাকে ঐরূপে ধারণা করিতে চেষ্টা করিও, তাহাতে বেশী আনন্দ পাইবে।

প্রঃ। একটা চলিত কথায় লোকে ব'লে থাকে 'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ-ভজন হয় না'। সত্যই কি গুরু ভিন্ন ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের উপায়ান্তর নাই ?

উঃ। দেখ, ইতঃপূর্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে গুরুকরণ ভিন্ন শিষ্য নিজের উপাস্ততত্ত্ব ঠিক ঠিক নির্বাচন করিতে পারে না এবং সেই উপাস্ততত্ত্বে একটা প্রগাঢ় নিষ্ঠা বা অভিনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। একজনকে আপন অপেক্ষা বড় করিয়া মানিয়া না লইয়া জগতে কেউ কখন জ্ঞানপথেই হউক আর ভক্তিপথেই হউক অগ্রসর হইতে পারে নাই। তুমি যে জিনিষটা চেন না, তোমাকে কেহ চিনাইয়া না দিলে তুমি কদাচ তাহা উপলব্ধি করিতে পার না। ভগবৎ-তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব; আমাদের স্থূল জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা সে সূক্ষ্ম তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার নহে। সে তত্ত্ব ধারণা করিতে হইলে ভাব, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের অতি স্নিগ্ধ কমনীয় বৃত্তি গুলির উদ্বোধন চাই। শ্রীগুরুদেব কিরূপ জ্ঞান? তিনি হইতেছেন আধ্যাত্মিক পথের “টেলিফোন কনেক্টার” (Telephone Connector), তিনি “ভাব” রূপ তার কনেক্ট (Connect) ক’রে না দিলে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কথা হয় না। ভগবান্ ওপারে আছেন, আর ভক্ত এপারে রয়েছে। টেলিফোনের তারের সাহায্যে যেমন দূরবর্তী আত্মীয়ের সঙ্গে কথা কওয়া যায়, তেমনি যে “ভাব” রূপ তারের সাহায্যে ভক্ত ও ভগবানে কথা হয়, সেই তার সংযোগ করিয়া দেন স্বয়ং শ্রীগুরুদেব। তিনি যদি কৃপা করিয়া “ভাব” রূপ বৈদ্যুতিক শক্তি যোগ করিয়া অর্থাৎ সঞ্চারিত করিয়া না দেন, তবে ভক্ত কোন দিনই ভগবানের সঙ্গে কথা কহিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু উহার আর উপায়ান্তর নাই।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবকে ভক্ত কত বড় বলিয়া মনে করিবে এবং তাঁহার প্রতি কতটা পরিমাণে শ্রদ্ধা করিবে ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেবকে কতটা বিশ্বাস ও কতটা শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তাঁকে কত বড় বলে মনে করতে হবে তা জান ? তাঁর চেয়ে বড়ও আর কেহ নাই আর তাঁর সমানও কেহ নাই। একবার গুরু-বুদ্ধিতে যে শ্রদ্ধা তাঁহাতে অর্পণ করা হইয়াছে, যে স্নদ্যু বিশ্বাস তাঁহাতে স্থাপন করা হইয়াছে, কিছুতেই যেন সে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের ব্যত্যয় না হয় ; চিরদিন যেন তাহা সমান ভাবে অটুট থাকে। এমন কি গুরুর কোন বিক্রিয়া দর্শন করিলেও সে স্নদ্যু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র হানি যেন না হয়। তাঁহাকে কত বড় উচ্চ আসনে বসিয়ে কি ভাবে এবং কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে হইবে তা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন, —“গৃহীয়াৎ যবনী-পাণিং বিশেৎ বা শৌণ্ডিকালয়ং। তথাপি ব্রহ্মণোঃ বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদদ্বয়ম্॥” আরও কথিত আছে “যত্বেপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥” এত বড় উচ্চ আদর্শে তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

প্রঃ। গুরুনিন্দা শ্রবণ করা শিষ্যের পক্ষে অপরাধ-জনক, শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ কাহারও শ্রীগুরুদেবের প্রতি নিন্দা বা

শ্রীশুক কথা

৮০

হীনতা সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, সেরূপ স্থলে শিষ্যের কর্তব্য কি ? শিষ্য কি ঐ নিন্দাকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ পূর্বক তাঁহার সহিত বিরোধ করিবেন ?

উঃ। দেখ, একান্ত গুরুগত-প্রাণ অনুগত শিষ্য নিজ ইচ্ছাদেবতা শ্রীগুরুদেবকে খুব বড় বলিয়া জানেন এবং মানেন এবং তাঁহাকে সর্বোচ্চ আদর্শের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া থাকেন। এমন যে তাঁহার শ্রীগুরুদেব, তাঁহাকে যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ নিন্দা করেন বা তাঁহার উদ্দেশে কোন হীনতা সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে শিষ্য একটুও উত্তেজিত বা রাগান্বিত না হইয়া প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় স্মরণ করাইয়া দিবেন যে, তিনি যাঁহাকে নিন্দা করিতেছেন তাঁহাকে তিনি (শিষ্য) গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। এ কথায় যদি তিনি নিরস্ত না হন, তবে একবার—দুইবার—তিনবার নীরবে খুব ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করবেন। পরে খুব বিনীত ভাবে ব্যবহারের সৌজন্য বজায় রেখে মিষ্ট বাক্যে তাঁকে বলবেন - “মহাশয় ! আপনি আমার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে যে সমস্ত অযথা নিন্দা সূচক বাক্য বলছেন, আমি যদি আপনার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে ঐরূপ বলি, তবে কি আপনি তাহা পছন্দ করেন ? যদি না করেন, তবে আপনি আমার নিকট আমার গুরুর নিন্দায় নিরস্ত হউন”। তাহাতেও যদি তিনি নিরস্ত না হন, তবে তাঁহাকে বলবেন,—“দেখুন, জগতে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে

শ্রীশুক কথা

৮১

সাহায্যই ক'রে থাকে। যদি আপনার এই নিন্দাবাদের ফলে আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তিটা নষ্ট হ'য়ে যায়, তবে তাহা উভয়েরই ক্ষতি নয় কি?" এ কথায় সেই নিন্দাকারী ব্যক্তি অবশ্যই নিরস্ত হইবেন আশা করা যায়। ইহাতেও যদি কোন ফল না হয় অর্থাৎ তিনি যদি অথবা নিন্দাবাদে বিরত না হন, তবে শেষ উপায়—উপেক্ষা নীতি—অবলম্বন করিবেন এবং ঐ নিন্দাকারী ব্যক্তির নিকট হইতে অগত্যা চলিয়া যাইবেন বাহাতে গুরুনিন্দা আর শুনিতে না হয়। কিন্তু সাবধান! তোমরা যেন ঐরূপ নিন্দাকারী ব্যক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া না ফেল; তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা-সূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিয়া না ফেল। তাহা হইলে 'বিশ্বপ্রেম' জিনিষটি বুঝতে পারবে না। এ বিষয়ে শিষ্যকে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তাই তোমাদিগকে বললাম। মনে রেখো, তোমাদের "ভৃগাদপি স্মরীচ" ও "তরোরিব সহিসু" এইরূপ স্বভাবের ব্যত্যয় যেন না হয়।

প্রঃ। শ্রীগুরুর আদেশ পালন এবং তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় আচরণ সম্বন্ধে শিষ্য কিরূপ যত্ন লইবেন?

উঃ। দেখ, সর্ববাস্তবকরণে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা শিষ্যের সর্বপ্রধান কর্তব্য। সংসারী মানব আমরা, আমাদের নানা প্রকার সংসারিক অথবা বৈষয়িক কর্তব্য থাকিবেই থাকবে

কিন্তু ভক্ত শিষ্য নিজ ইচ্ছা দেবতা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনকে তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য কল্পে বলিয়া মনে করিবেন। গুরুদেবের প্রিয় আচরণ করিতে পারিলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন। শিষ্যের যে রূপ আচরণ গুরুদেব ভালবাসেন, শিষ্য তদ্রূপ আচরণ করিয়া কতদূর তৃপ্তি অনুভব করিবেন তাহা বলা যায় না। শ্রীগুরুর প্রতি প্রিয় আচরণের অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি গুরুগত-প্রাণ একান্ত অনুগত শিষ্যেরই আস্বাদ্য। উহা যে কত মধুময় এবং প্রীতিপ্রদ তাহা ভাষায় বলিয়া বুঝান যায় না। অনুগত শিষ্য গুরুদেবের অপ্ৰিয় আচরণ করা দূরে থাকুক, সেরূপ কথা মনে চিন্তা করিতেই পারেন না। যদি কখন এরূপ কথা তিনি কণ্ঠে শ্রবণ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠেন। শ্রীগুরুর অপ্ৰিয় আচরণ তিনি কল্পনাও আনিতে পারেন না। তাঁহার প্রিয় আচরণ করিতে না পারিলে তিনি নিজের অসামর্থ্যকে শতবার ধিকার দিয়া থাকেন, কিন্তু গুরুদেব কর্তৃক নিবারিত কোন প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ তিনি প্রাণান্তেও করিতে পারেন না। শিষ্যের যে আচরণটি তাঁহার প্রভু ভালবাসেন সেটি তিনি চিরদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। পাছে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা হয় এই ভয়ে তিনি সর্বদা সশঙ্কিত থাকেন। কাজেই প্রভুর অপ্ৰিয় আচরণের কল্পনাও তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইবার অবসর পায় না। এ সম্বন্ধে একটি ছোট কথা তোমাদিগকে বলি শোন। একদিন একটি অনুগত শিষ্য (প্রকাশ) আসিয়া তাঁহার

শ্রীশুক কথা

৮৩

শ্রীগুরুদেবের নিকট বলিল—প্রভু, অনেকে আমাকে বলেন—
তুমি বৈষ্ণব মানুষ, ওরকম ‘ক্রেঙ্কাট’, দাড়ি রাখ কেন ?
ওটা ফেলে দাও; বৈষ্ণব ভক্তের ওরূপ বড় বড় দাড়ি গৌফ
রাখা উচিত নয়। আমি তাঁদের বলি—কি করব ভাই, আমি
তা পারি না; যেহেতু ওটা আমার দাড়ি নয়—ওটা প্রভুর
দাড়ি। তখন তাঁরা হেসে বললেন, সে কিরূপ কথা? আমি
বললাম—প্রভু আমার চেয়ে আমার ঐ দাড়িটাকে ভাল বাসেন।
আমি যখনই তাঁর কাছে যাই তিনি আমার দাড়িটি ধ’রে আমায়
কত আদর করেন। আমি দাড়ি রাখি—এটা আমার প্রভু
পছন্দ করেন; কাজেই ওটা আমি কিছুতেই ফেলতে পারি না,
তাই সযত্নে রেখে দিয়েছি। প্রভুর জিনিষ, কি ক’রে ফেলব
ভাই? (এই কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন) শিষ্যের গুরুনিষ্ঠা
কিরূপ বুঝলে তো?

প্রঃ। আমরা দেখিতে পাই শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীভগবানের “নাম”
ও “মন্ত্র” অনেক স্থলে লিখিত আছে। সেই গুলি পাঠ করিয়া
তদনুযায়ী সাধন ভজন করিলেই তো চলে; তবে গুরু-
করণেরই বা প্রয়োজন কি? আর নাম মন্ত্রাদি গুরুদেবের
শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন
কি? এ বিষয়টি আমাদেরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

উঃ। দেখ, যদিও শ্রীভগবানের ‘নাম’ ও ‘মন্ত্র’ শাস্ত্রে অনেক
স্থলে লিখিত আছে সত্য, তথাপি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে

ঐ গুলি শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে ; যেহেতু শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নাম ও মন্ত্রাকরগুলি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া শিষ্যের কর্ণ কুহর-রূপ দ্বার দিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তখন সেই শক্তিসম্পন্ন “নাম” ও “মন্ত্র” দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে মহৎ কার্য্য হইতে থাকে। নতুবা শাস্ত্র গ্রন্থের পত্রে লিখিত নাম ও মন্ত্র পাঠ দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ তোমাদিগকে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি যাহার দ্বারা তোমরা বিষয়টি স্পষ্টরূপে বোধগম্য করিতে সক্ষম হইবে। মনে কর, একটি গৃহের ভিত্তিগাত্রে কয়েকটি প্রীতি বা বিরক্তি ব্যঞ্জক শব্দ লিখিত রহিয়াছে, দৈবক্রমে তোমার দৃষ্টি সেইদিকে পতিত হইল এবং তুমি ঐ শব্দগুলি পাঠ করিলে। আচ্ছা বল দেখি, ইহাতে তোমার বিশেষ কোন প্রকার সম্ভাব বা বিরক্তির উদ্বেক হইবার সম্ভাবনা আছে কি? অবশ্য নাই। কিন্তু যদি কেহ সেই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া তোমার উদ্দেশে প্রয়োগ করে, তবে উহা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ তোমার প্রীতি বা বিরক্তির উদ্বেক করিয়া দিয়া তোমার চিত্তের একটা ভাবান্তর আনয়ন করে না কি? অবশ্যই করে। আর এক কথা যদি একটি শর মাটিতে পড়িয়া থাকে, তবে তাহা দর্শন করিলেই তোমার হৃদয়ে তাহা বিদ্ধ হয় না; পরন্তু যদি কেহ ঐ শর ধনুতে যোজনা করিয়া তোমার অভিমুখে নিক্ষেপ করে, তবে উহা তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তোমায় ব্যতিব্যস্ত করে অর্থাৎ তখন ঐ শরের ক্রিয়া

শক্তি তুমি অনুভব করিতে পার। ঠিক সেইরূপ 'নাম' ও 'মন্ত্র' শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত এবং গৃহীত হইলেই প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পারমার্থিক উন্নতির পথে চালিত করিয়া থাকে। নতুবা কেবল মাত্র শাস্ত্রাদি হইতে পাঠিত হইলে শিষ্যের অন্তরে তাহার বিশেষ কোন ক্রিয়া হয় না। অতএব শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ সাধকের যে অবশ্য কর্তব্য একথা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে।

প্রঃ। আপনার কথায় বুঝিলাম “নাম,” “মন্ত্র” ও সদুপদেশ ইত্যাদি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখন নাম ও মন্ত্রাদি গ্রহণ সম্বন্ধে শিষ্যকে মোটামুটি যে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে সে বিষয়ে আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিন।

উঃ। বেশ কথা, দেখ শ্রীগুরুদত্ত নাম ও মন্ত্র গ্রহণ করিবার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। দীক্ষিত শিষ্য প্রত্যহ আপন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী নাম ও মন্ত্র জপ করিবেন। নাম জপের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিবার নিয়ম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার পক্ষে যত উর্দ্ধ সংখ্যা নাম গ্রহণ করা সহজসাধ্য, তিনি তত সংখ্যক নাম জপ করিবেন। আলস্য বা অবহেলা বশতঃ একদিন নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা কম সংখ্যা জপ করা, পরদিবস সেই বাকি সংখ্যাপূরণ করা অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা না রাখিয়া যেদিন যেমন সুবিধা

হইবে সেই প্রকারে অনির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করার পদ্ধতি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বেশী সংখ্যা নাম জপ করিতে হইলে অঙ্গুলির পর্ব গণনার দ্বারা জপের সুবিধা না হওয়ায় তুলসী মালায় জপ করিবার পদ্ধতি আছে; তাহাতে নাম জপের বিশেষ সুবিধা হয়। এই প্রকার আরও কতকগুলি নাম জপ করিবার নিয়ম আচার পদ্ধতি আছে। তবে নিজ ইষ্টদেব শ্রীগুরু কর্তৃক যে শিষ্যের পক্ষে যে নিয়ম নির্দিষ্ট হয় তাঁহার তদনুযায়ী সাধন ভজন করাই প্রশস্ত নিয়ম। ভক্তি শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে বিশেষ বিধি বিশদরূপে বিবৃত আছে, তোমরা সেগুলি পাঠ বা শ্রবণ করিলে জানিতে পারিবে। নাম বা মন্ত্র, মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব এবং নামী অর্থৎ উপাস্ত দেবতা তত্ত্বতঃ একই চিন্তা করিতে হইবে। আর এক কথা প্রত্যহ নাম মন্ত্রাদি জপের সময় উপাস্ত ভগবানের কোন একটি শ্রীমূর্তিতে, বিগ্রহে অথবা চিত্রপটে, (যাঁহার পক্ষে তাঁর যে রূপ বা যে ভাবটি ভাল লাগে তিনি সেই রূপ বা সেই ভাবটি অবলম্বন করিবেন) একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার রূপ দর্শন করিতে থাকিবেন এবং তাঁর চরণনখ হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত বারংবার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মধুর সৌন্দর্য্য আনন্দন করিতে থাকিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর ভাবোদ্দীপক ভগবানের বিশেষ বিশেষ লীলাগুলি স্মরণ করিতে থাকিবেন। এইরূপ ভাবে নাম মন্ত্রাদি জপ করিতে থাকিলে জপে তোমরা বেশ স্কুতি পাইবে এবং ক্রমে অভ্যাসের গুণে তোমাদের চিত্ত নিজ দেহস্থিতি ভুলিয়া গিয়া আপন আপন ইচ্ছদেবে দৃঢ় অভিনিবিষ্ট

হইয়া তন্ময় হইয়া যাইবে। তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি এক অদূতপূর্ব ও অব্যক্ত মধুর আনন্দের অনুভূতিতে তোমরা আত্মহারা ও ধন্ত হইয়া যাইবে। আর এক কথা, এ বিষয়ে তোমাদিগকে আর একটি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। নিজের সাধন ভজন বা অনুভূতির কথা সর্বদা গোপন রাখিবে। সন্দেহ হইলে নিজের সাধন ভজন সম্বন্ধে কোন কথা যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করিবে না। তোমার ইষ্ট-পূজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় জিজ্ঞাসা বিষয় কেবল মাত্র তোমার শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিবে। সাধারণ বৈষয়িক কথা তোমার বন্ধু বান্ধব বা সর্বসামান্যকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, কিন্তু সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কোন নিগূঢ় কথা, যাহা সাধারণে বুঝিবে না, তাহা শ্রীগুরুদেব ভিন্ন সর্বসমক্ষে অপর কোন বহিরঙ্গ লোকের কাছে প্রকাশ করিবে না। ধর্ম বিষয়ক সভা সমিতিতে বা কোন মহাপুরুষের মুখে কোন ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিলে তোমার ভক্তির এবং গুরুপদেশের অনুকূল কথাগুলি মাত্র গ্রহণ করিবে এবং প্রতিকূল কথাগুলি গ্রহণ করিবে না। নিতান্ত ভক্তির বিরোধী ও প্রতিকূল এবং গুরুপদেশের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করিলে ধীরভাবে নীরবে তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিবে, কিন্তু কদাচ বহিরঙ্গ লোকের নিকট স্বমত স্থাপনের জন্য শুদ্ধ তর্ক যুক্তির অবতারণা করিবে না। মোট কথা, বিনয় ও ব্যবহারের সৌজন্য সর্বদা সর্বত্র রক্ষা করিবে। বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ শ্রীভগবানেরই প্রতিপাদক এবং সেগুলি গ্রন্থরূপে শ্রীভগবানেরই বাঙ্গায়ী মূর্তি স্বরূপ। অতএব যখনই কোন শাস্ত্র

গ্রন্থ পাঠ করিতে বসিবে, তখনই সর্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীভগবানকে মনে মনে তোমার হৃদয়সম্মুখে বসাইয়া তব্বের সহিত মিনাইয়া পাঠ করিবে এবং বক্তব্য বিষয়টি হৃদয়ে ধারণা করিয়া আমন্ত্রণ অনুভব করিবে। শাস্ত্র আশুবাচ্য, তাহাতে একটি বর্ণও মিথ্যা বা অসম্ভাবনা নাই। কদাচ লৌকিক দৃষ্টিতে উপন্যাস, নাটক বা ইতিহাসের মত শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানগুলি পাঠ করিতে যাইও না। কারণ ঋষিরা তাহা করেন নাই, বরং লৌকিক হিসাবে শাস্ত্র পাঠ নিষেধই করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র বর্ণিত বিষয় গুলি কোম কোম স্থলে অতিরঞ্জিত বোধ হইলে উহা দোষাবহ মনে করিও না, যেহেতু অতিরঞ্জন দোষাবহ না হইয়া অনেক স্থলে উহা বক্তব্য বিষয়ের পুষ্টি এবং কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই তোমাদিগকে “নাম,” “মন্ত্র”-উপদেশ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণাদি বিষয়ে মোটামুটি যে কয়েকটি কথা বলিলাম সেগুলি মনে রাখিয়া খুব সাবধানে নিজ নিজ সাধন পথে অগ্রসর হইবে।

প্রঃ। জ্ঞানের এবং ভক্তির পুষ্টি করিতে হইলে সাধকের পক্ষে গুরু-করণ ভিন্ন কি কোন উপায়ান্তর নাই? এমন দেখা যায় যে, কোন শিষ্য কিছুদিন হয়ত কোন মহৎ ব্যক্তিকে গুরুবুদ্ধি করিবার পর আবার তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে; সেইরূপ অকৃতজ্ঞ শিষ্যের জ্ঞানালোচনাই বা কিরূপ আর ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়াই বা কিরূপ?

উঃ। দেখ, যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ অবশ্যই তদ্বিষয়ক উপদেশ ও শিক্ষা-সাপেক্ষ একথা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানালোচনার সনাতন প্রথা ও চিরন্তন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের সমস্ত লোক কোন একজনকে বড় করিয়া মানিয়া নিজেদের জ্ঞানের এবং ভক্তির পুষ্টি করিয়াছেন। যদি কাহাকেও নিজ অপেক্ষা বড় করিয়া না মানা হয়, তবে কোন দিনই জ্ঞান বা ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। বলিতে কি, তাহা হইলে কোনরূপ জ্ঞানালোচনাই চলে না। কাজেই কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে একজনকে আপন অপেক্ষা বড় বলিয়া মানা অর্থাৎ স্বীকার করা অবশ্য প্রয়োজন, একথা বলাই বাহুল্য। এই যে একজনকে আপন অপেক্ষা বড় বলিয়া মানা ও স্বীকার করা, আধ্যাত্মিক সাধনপথে ইহার নাম 'গুরুকরণ'। গুরুকরণ ব্যতীত জ্ঞানাদি লাভ একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর ইতঃপূর্বে একথাও তোমাদিগকে বলিয়াছি যে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করাই প্রকৃত গুরুকরণ; শিক্ষা দীক্ষাদি দান ও গ্রহণ এইগুলি গৌণ কার্য্য মাত্র। তাই বলি, আপন অপেক্ষা জ্ঞানে ও ভক্তিতে উন্নত এবং মানবোচিত সদগুণরাশির পরিপূষ্টি দ্বারা ভূষিত কোন মহৎ ব্যক্তির প্রতি গুরুবুদ্ধি অতি সম্বন্ধে রক্ষণীয়। এমন কি যদি একদিনের জন্তও কাহাকেও গুরুবুদ্ধি করিয়া থাক, তবে তাহা কখন হারাইও না। তিনি যাহাই হউন, তুমি যখন তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিয়াছ, তখন যতদিন তাঁহার প্রতি তোমার গুরুবুদ্ধি অটুট থাকিবে ততদিন শ্রীভগবানের

আচার্যশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া তোমার নিকট অবশ্যই প্রকাশিত হইবেন। মুখায় দ্রোণমূর্তিতে গুরুবুদ্ধি আরোপ করিয়া একলব্য তাঁহার সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন একথা তোমরা মহাভারতে পড়িয়াছ। একবার কাহাকেও গুরুবুদ্ধি করিবার পর যদি শিষ্যের ইচ্ছানিষ্ঠা দুর্দৈববশতঃ হ্রাস হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেরূপ গুরুভক্তির গোড়ায় যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। তোমরা এই বিষয়টি গাঢ় অভিনিবেশ পূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, ইচ্ছানিষ্ঠা বা প্রকৃত গুরুভক্তির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে উহা অন্তর্দীন ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে বৈ হ্রাস হইবে না। গুরুদেবের কার্যাদি বা তাঁহার চরিত্র শিষ্যের সমালোচ্য নহে, একথা তোমরা শুনিয়াছ। তাঁহার চরিত্রের যে সমস্ত মহান্ আদর্শ তোমাদের ভক্তির বৃত্তি পুষ্টি করিবে সেইগুলি গ্রহণ করিবে, তন্নিহন তাঁহাতে আর কিছু আছে কি না, কদাচ তাহার সমালোচনা করিতে যাইও না। মোট কথা তোমরা এইটি জানিয়া রাখিও যে, শিষ্যের গুরুবুদ্ধিই শ্রীভগবানের আচার্যশক্তির প্রকাশস্থল। করুণাময় শ্রীভগবান্ এই গুরুবুদ্ধি জীবকে অর্পণ করিয়া তাবৎ জীব-জগৎকে আত্মজ্ঞান ও ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন এবং তদ্বারা বহির্মুখ জীবগণকে নিজের চরণের দিকে টানিয়া লইতেছেন। তোমরা এই হিসাবে আমায় গুরুবুদ্ধি করিয়া বড় বলিয়া মানিতে পার এবং আমিও না হয় তোমাদের ভক্তির বৃত্তিগুলি পুষ্টি করার একটা মধ্যস্থ (মিডিয়ম) স্বরূপ হইয়া আছি মাত্র ;

কিন্তু আমার ভিতর যে কত খারাপ, কত কুভাব আছে তাহা তো তোমরা জান না। একদিন একজন শিষ্য আমাকে বলিয়াছিল—‘প্রভু, আপনার ভিতর কোন মন্দভাব আছে কি না সে সমস্ত আমরা দেখিব বা বিচার করিব কেন? আপনার কোন দোষদর্শন কি আমরা করিতে পারি? আমরা জানিব—‘যদ্যপি আমার গুরু শূঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়’। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম—না না, ওরূপ কথা বলিও না, ও ঢের ওপরের কথা। যদি কেউ ঠিক ঠিক ওরূপ কথা বলিতে পারে, তবে জানিও যে, সে এ জগতের লোক নয়। তাহার আর জ্ঞাতব্যের কিছু অবশিষ্ট নাই। সে এজগতের অতিরিক্ত কোন উন্নত লোকের অধিবাসী হইবার যোগ্য ব্যক্তি। লোক চরিত্র জানিতে আমার বাকি নাই। এখানকার লোক, বাহারা আজ আমায় গুরুবুদ্ধি করিতেছে তাহারাই হয়তো একদিন আমার গলায় ছুরি বসাতেও পারে। তোমরা তো শুনেছ যে বীশু খুন্সের একজন প্রধান শিষ্যই নাকি তাঁকে ‘ক্রুশিফাই’ করেছিলেন। দুর্দৈব-বশতঃ যদি কখন আপন ইচ্ছদেবতা শ্রীগুরুর প্রতি কোন শিষ্যের গুরুবুদ্ধির লাঘব হয় এবং উপেক্ষা-বোধ আসে তবে তাহার জ্ঞান ও ভক্তি লাভের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। সেইরূপ অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন শিষ্য হিংস্র পশুদিগের অপেক্ষা ভীষণ মারাত্মক জীব।

প্রঃ। ব্যবহারিক হিসাবে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে অর্থাৎ আদান প্রদানের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা কি উচিত?

উঃ। না, কদাচ নহে। গুরুদেব কদাচ শিষ্যের মুখাপেক্ষী হইবেন না এবং শিষ্যও কখন তাঁকে ভজ্ঞপ ভাবিবে না। একথা ইতঃপূর্বের তোমাদিগকে বলিয়াছি। শিষ্য যদি কখন অর্থাৎ দ্বারা নিজ ইচ্ছাদেবতা গুরুদেবকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহা কর্তব্যবুদ্ধি ও সেবাবুদ্ধিতেই অর্পণ করিতে হইবে এবং গুরুদেব কৃপা করিয়া উহা গ্রহণ করিলে শিষ্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে; নচেৎ ‘তাঁহাকে সাহায্য করা হইল’ এরূপ বোধ রাখিলে গুরুভক্তির লঘুতা এসে পড়ে। গুরুদেব একমাত্র ভগবৎমুখাপেক্ষী, তিনিও মনে করিবেন—যোগক্ষেম বহনকারী ভগবান্‌ই তাঁকে অর্থাৎ দ্বারা মিলাইয়া দিলেন; শিষ্য তার উপলক্ষ্য বা বাহক মাত্র। গুরু শিষ্যের মধুময় ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে একমাত্র কর্তব্যবোধ ও সেবাবোধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বোধে অর্থাৎ দ্বারা আদান প্রধান থাকিলে ভক্তির মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় এবং গুরু ও শিষ্য উভয়েরই প্রাণের স্নিগ্ধ ভাবের ব্যতিক্রম হয়। কাজেই কর্তব্যবোধ ও সেবাবোধ ভিন্ন গুরুদেবের সহিত অর্থাৎ দ্বারা আদান প্রদানের সম্বন্ধ না রাখাই শিষ্যের উচিত। একদিন একটি শিষ্য তার শ্রীগুরুদেবের জন্ম একখানি গায়ের চাদর প্রস্তুত করিবার জন্ম তার অপর এক গুরু-ভাইয়ের নিকট কয়েকটি টাকা দিয়াছিল। একথা তার শ্রীগুরুদেবের কর্ণগোচর হইলে পর তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—‘কেন বাবা, আমাকে না জিজ্ঞাসা ক’রে তুমি এরূপ টাকা খরচ করেছ’। শিষ্যটি অতি বিনীত ভাবে বললে “প্রভু, আমার প্রাণে বড় ইচ্ছা হ’য়েছিল তাই এরূপ ক’রে ফেলেছি; আমার আত্মীয়গণের

মধ্যে আপনাকেও একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মীয় ব'লে বোধ ক'রে নিয়েছি। কি জানি কেন আমার মনে হয়—প্রভু, আপনি আমার পরমাত্মীয় শ্রেণীভুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম প্রিয়জন”। তাহাতে তাহার গুরুদেব বললেন “দেখ বাবা, তোমার এরূপ নিস্বার্থ ও অকপট গুরুসেবা ও ভক্তিতে বড় সন্তোষ লাভ করলাম। আশাকরি তোমার এই সেবাবুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'ক। তবে কি জান বাবা, লোক চরিত্র জানতে ও বুঝতে আমার বাকি নাই। অনেকে প্রথম প্রথম আমাকে কত সাহায্য করত, কত ভক্তি করত, কিন্তু কালের কি কুটিল গতি ! তারাই এখন আমাকে একবার দেখবারও ইচ্ছা করে না। তাই তোমাকে প্রথম থেকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি যে, নিজের ইষ্টনিষ্ঠা এইরূপ স্নদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এবং অকপটে চিরদিন রক্ষা ক'রো। যেম গুরুদেবের কোমরূপ অবস্থান্তর হ'লেও তাঁর প্রতি তোমার গুরুভক্তির লাঘব কদাচ না আসে। তোমাকে তো বলেছি বাবা ! অনেকে প্রথম প্রথম খুব গুরুভক্তি দেখায়, কিন্তু শেষে সেটা রাখতে পারে না। খুব সৌভাগ্যবান দুই একজন শিষ্য নিজের ইষ্টদেবতা শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি চিরদিন সমান ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কত ওপর থেকে কোন্ চক্ষে গুরুদেবকে দেখতে হবে তাতে তোমরা শূন্যেছো। তোমার এরূপ সরল ভক্তিতে বড় আনন্দ পাই। তবে একটি কথা তোমরা মনে রেখো, 'আমি নিরপেক্ষ, তোমাদের কা'রও প্রত্যাশী নই'। শিষ্যটি বলিল, হাঁ প্রভু, এটাইতো আমাদের মহান ও উন্নত আদর্শ।

“আমাদের প্রভু একমাত্র ভগবৎ-মুখাপেক্ষী”—এ যে আমাদের বড় গৌরবের কথা—বড় গলা ক’রে বলবার কথা। শ্রীগুরুদেব তখন সেই শিষ্যটিকে বললেন, “দেখ বাবা, স্মৃদুত বিশ্বাস সহকারে এবং অকপটে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যেন তোমার শ্রীগুরুদেবকে ভক্তি ক’রে যেতে পার, তা হ’লেই হবে। কোন কিছু জামবার দরকার হবে না ; সব আপনা হতেই ক্ষুণ্ণি পাবে। তোমার হৃদয়ের চিররুদ্ধ কপাট তাঁর কাছে খুলে অকপটে তাঁর হৃদয়ের সহিত একবার মিশিয়ে ফেল, দেখবে কি অপরিমেয় আনন্দ। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার এই ভক্তি, এই বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকে। আমার ভরসা হয়—তাঁর কৃপায় তুমি তা পারবে”। শিষ্যটি খুব বিনীত ভাবে বলিল—প্রভু ! “যেন মনে হয়—কত জন্ম-জন্মান্তর ধ’রে কি যেন একটা খুঁজছিলাম, সেই জিনিষটি যেন ঠিক ঠিক পেয়েছি। যিনি কৃপা ক’রে মিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি যদি কেড়ে নেন তবে হয়ত আবার হারাতে পারি, নতুবা যে জিনিষ পেয়েছি তা সযত্নে গোপনে মনের আঁচলে দৃঢ়ভাবে গেরো দিয়ে রেখেছি। এ জীবনে সেটা হারাব বা ভুলব ব’লে তো মনে হয় না ; তবে সর্বশক্তিমান্ তিনি, তাঁর ইচ্ছায়—তিনি সবই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা হ’লে আবার ভুলে যেতেও পারি।” শ্রীগুরুদেব তখন শিষ্যটিকে বললেন—দেখ, আমার শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জনকে আমি অকপট ব’লে মনে করি। ললিত, কিরণ, রজনী, সত্য আরও কয়েক জন। তবে এ কথা ঠিক, এদিগকে যেমন স্নেহ করি অপর সকলকেও ঠিক তেমনি স্নেহ

করি—একচুলও করিনা। ওটা যে আমার স্বভাব—আমার কাজ; আমি এসেছি জীবের উপকার করতে—ভালবাসা শেখাতে। ভালবাসি সকলকে, তবে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করতে পারি কয়েক জনকে। তারপর তিনি তাঁর শিষ্যটিকে আবার বললেন—“তোমাকে একটা কথা ব’লে দিই মনে রেখো—আমার সঙ্গে যত গুলি লোক আছে, বাদের সঙ্গে তোমার প্রায়ই মেলা মেশা হয়—তাদের সকলকেই ভালবাসবে—তবে আমার সম্পর্কে, আমার সম্পর্ক শূন্য হ’য়ে স্বাধীন ভাবে কারও সঙ্গে মিশমা বা কারও মতের সঙ্গে মনে ঠিক দিয়ে ব’সমা। হয়ত আমার কোন বিক্রিয়াও তোমরা দেখতে পার; হয়ত তোমাদিগকে পরীক্ষা করবার জ্ঞাত কখন কি কথা বলবো তাতে কিছু মনে ক’রো না। এই ক’রো যেন সর্বদা তোমার গুরুর কাছে তুমি সরল বালকের মত সম্পূর্ণ অকপট হ’য়ে থাকতে পারো। আর তিনিও যেন তাঁর হৃদয়ের দ্বার খুলে তোমার সঙ্গে প্রাণের বিনিময় করতে পারেন। আশীর্বাদ করি বাবা, নিতাইচাঁদ তোমায় কৃপা করুন যেন তোমার এই অকপট ভক্তিতুকে চিরদিন বজায় থাকে”। উপরোক্ত গুরু-শিষ্য-প্রসঙ্গ হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারলে যে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অর্থাতির আদান প্রদান সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে থাকা উচিত এবং আনুসঙ্গে ইহাও বুঝতে পারলে যে একই গুরুর শিষ্যগণ পরস্পরকে ভালবাসবে তাদের গুরুদেবের সম্পর্কে। শ্রীগুরুদেবের সম্পর্ক-শূন্য হইয়া স্বাধীন ভাবে গুরুভ্রাতাগণের পরস্পর প্রীতি ভালবাসা গুরুভক্তিকে নষ্ট

করে। গুরু ভ্রাতাগণের পরস্পর দর্শনে যদি তাহাদের মধ্যে ইচ্ছা-স্মৃতি ও ইচ্ছা-স্মৃতি প্রকাশ না পায় তবে বুঝিতে হইবে যে গুরু-করণ করিয়া তাহারা বড় বেশী লাভবান হয় নাই। আমি একথা মোটেই বুঝিতে পারি না যে, পরমার্থ গুরুভাইগণের পরস্পর মিলন কিরূপে গুরু-স্মৃতিবিহীন হ'তে পারে।

প্রঃ। শ্রীগুরুদত্ত সাধন-শক্তি শিষ্যের কি কখন নষ্ট হয় ? যদি দুরদৃষ্টক্রমে শিষ্য গুরুদত্ত সাধন-শক্তি হারিয়ে ফেলে তবে সেরূপস্থলে শ্রীগুরুদেব কি করবেন ?

উঃ। দেখ, তোমাদিগকে পূর্বেরই বলিয়াছি যে শ্রীগুরুদেবের স্মৃতিত্ব ইচ্ছাশক্তি শিষ্যের মনে অনেক কাজ করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব যদি মনোযোগ করেন, সর্বদা যদি শিষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তবে শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেই হইবে। শিষ্য তাহাতে অবশ্যই নিজের সাধনে প্রভূত শক্তি লাভ করিবে। ইহার নাম গুরু-শক্তি বা আচার্য্য-শক্তি। কিন্তু শিষ্য যদি শ্রীগুরু কর্তৃক সঞ্চারিত শক্তির অপব্যবহার করে অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধন-শক্তির সহিত নিজের ভ্রমোণ্ড মিশিয়ে ফেলে তবে সাধনে একটা অহংকার জাগে। তখন অকৃতজ্ঞ শিষ্য আনুগত্য হারিয়ে গুরু হইতে স্বাভাব্য লাভ করে। গুরু হইতে স্বাভাব্য-বুদ্ধি জন্মিলে শিষ্যের এতদূর অধঃপতন হইতে পারে যে হয়তো গুরুকেই অপদস্থ করে। তবে শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুর ভালবাসা ঠিক পূর্বের মতই থাকে ; একটুও ব্যত্যয় হয় না।

শ্রীগুরুর কর্তব্য পদে পদে শিষ্যের ভ্রম সংশোধন ক'রে দেওয়া। শিষ্যের যতই কেন দোষ, অবাধ্যতা, উপেক্ষাবুদ্ধি আশুক না তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে গুলি দেখিয়ে দিয়ে (point out ক'রে) যাবেন। শিষ্যের আচরণের দিকে গুরুর স্তবীক দৃষ্টি থাকে। যেখানেই সামান্য একটু গলদ দেখতে পান, সেখানেই সেটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াইতো তাঁর কাজ।

একজন অনুগত শিষ্য না জানি কি দুর্দৈব বশতঃ দিন কতক তাহাদের প্রভু হইতে স্বতন্ত্র ভাবে চলা ফেরা করিয়াছিল, সেই সময় তাদের শ্রীগুরুদেব একদিন তাদের সামনে বলেছিলেন— “দেখ, তোমাদের উপর আমার ভালবাসা ঠিক পূর্বের মতই অবিকৃত আছে, একচুলও কমে নাই। তবে কি জানি কেন পূর্বের তোমাদের উপর আমার ষেরূপ মনোযোগ ছিল, তোমাদের জন্য আমি ষেরূপ খেটেছি সেরূপ ফল ফল্ল না দেখে তোমাদের উপর আর সেরূপ মনোযোগ নাই। কেন, জানিনা; বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছা। তবে শেষ পর্যন্ত তোমাদের গলদ দেখলেই ব'লে যাব, তোমাদের কর্তব্য তা শুনেও মেনে চলা; না চল সে দোষ আমার নয়। আর দেখ, একটা কথা তোমাদিগকে ব'লে রাখি তোমরা আমার সম্বন্ধে কোন দোষগুণ সমালোচনা করতে যেও না; তাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে; আমার কিছু হবে না। কথামালায় পড় নাই—মুম্বয় ও কাংশ পাত্রের গল্প। আমি শক্ত কাংশ পাত্র—আধার ভাল, আর তোমরা

মুম্বয় পাত্র, অতি সহজেই ভঙ্গপ্রবণ। উভয়েই ভবসমুদ্রে ভেসে চলেছি বটে, তবে তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস—ঠোকাঠুকি ক'রনা। ঠোকাঠুকি করতে গেলেই তোমরা ভেঙ্গে যাবে, আমার কিছু হবে না। কেন জান? আমি ঈশ্বর সন্তান—আমার পাপ তাপ কিছুই নাই। আমি অক্লেশে পাপ হজম ক'রে ফেলব, কিন্তু তোমরা তা পারবে না। আমি তো বলছি—যে আমি তোমাদিগকে যে সব কথা বলি, ষেরূপ ভাবে চলতে বলি, হয়ত আমি নিজে সব সময় সেরূপ ঠিক ঠিক চলতে পারি না। তবে আমার লক্ষ্য ঠিকই আছে, এবং আমি সেই উন্নত লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টায় আছি। তাই বলি, আমি এঞ্জিন (Engine) তোমরা গাড়ী হ'য়ে আমার পিছনে বাঁধা থাক। আমিও ছুটেছি, তোমরাও আমার পিছনে পিছনে ছুটতে থাক। আমিও গন্তব্য স্থানে পৌছাব তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে; কোন ভয় নাই। তোমরা যে ঠাকুর ধ'রেছ, সে ভারি মজার ঠাকুর। তোমাদের কি মনে নাই যে তোমাদের একজন পূর্ব পুরুষ সেই ঠাকুরকে অকপট ভক্তি ও সেবার গুণে বেঁধে ফেলেছিলেন। সেটা আর কারও না হক্ তোমাদের কত বড় গৌরবের কথা মনে ক'রে দেখ দেখি। তবে তোমরা যে তোমাদের সেই ঘরের ঠাকুরকে ধ'রে পড়ে থাক না—মাঝে মাঝে ভুলে যাও এবং তাঁকে ছেড়ে দিতে চাও, এই বড় দুঃখ। যদি একেবারে ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাক তবে আর কি হবে! আমার কর্তব্য, তাই তোমাদিগকে আজ এত কথা বললাম। আজকের কথা গুলো ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখো।”

প্রঃ। গুরুভক্তির পরীক্ষা কি প্রকার? কিরূপ শিষ্যের গুরুভক্তি মূল্যবান?

উঃ। দেখ, সাধক মাঝেই নিজ নিজ ইচ্ছা-দেবতা শ্রীগুরুদেবকে ভক্তি করিয়া থাকে। এখন এই গুরুভক্তি জিনিষটি ঠিক ঠিক খাঁটি অর্থাৎ পাকা কিস্বা কাঁচা তা পরীক্ষা করিবার একটা কষ্টিপাথর আছে, সেটা যে কি তা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। সেটা আর কিছু নয় ঐ চলিত কথাটার ঠিক ঠিক অনুভূতি—“যতপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।” বাস্তবিকই আপন ইচ্ছা-দেবকে চাক্ষুষ কোনরূপ নিষিদ্ধাচার পরায়ণ দেখিয়াও বাহার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস নষ্ট হয়না অর্থাৎ পূর্ববৎ অবিচলিতই থাকে, তাহার গুরু ভক্তির দাম (Value) আছে। শোনা যায় ‘নোট’ নাকি বিলাত হইতে ছাপা হ’য়ে আসে, তখন তাতে কাহারও কোন সই থাকে না। সই না হওয়া পর্যন্ত নোটের কোনই দাম (Value) নাই। তোমাদের গুরু ভক্তি রূপ নোটে সই আছে কি না ভাল ক’রে দেখে নিও। যাচিয়ে ক’সে মেজে নিও। সই যদি না থাকে, তবে বাজারে চলবে না। লোকে নেবে কেন? যদি তোমাদের ‘নোট’ লোকে না নেয়, বাজারে না চলে—তবে শেষে ঠ’কে যাবে, তাই আগে থেকে সাবধান ক’রে দিচ্ছি।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবের প্রতি দোষদৃষ্টি আসিলে শিষ্যের সাধনের কিরূপ ক্ষতি হয়?

উঃ । দেখ, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে অনেক বার তোমাদিগকে বলেছি এবং আবার বলি যে, শিষ্য যদি নিজ গুরুদেবের কোন আচরণে দোষ দৃষ্টি করে, তবে তাহার সাধনের সমুহ ক্ষতি হয় । বলিতে কি, যে মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুতে দোষ দৃষ্টি ও তাঁহা হইতে স্বাতন্ত্র্য-বোধ আসে, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞাতসারে শিষ্যের পতন অনিবার্য্য । তোমরা সাধক, তোমাদের সাধন তোমাদিগকে কর্তব্য-পথে ধ'রে রাখে সত্য, কিন্তু তোমরা জান বা না জান, তোমাদের সাধনকে ধ'রে রাখেন একমাত্র শ্রীগুরুদেব । কাজেই যে মুহূর্ত্তে তাঁহাতে তোমাদের অবজ্ঞা, দোষদৃষ্টি বা তচ্ছিন্ন্য ভাব আসে, তার সঙ্গে সঙ্গেই সাধন পথ ভ্রষ্ট হ'য়ে তোমাদের যে পতন অনিবার্য্য একথা সহজেই অনুমেয় । আর দেখ প্রত্যেক সাধককে এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহার শ্রীগুরুদেব তাঁহার কাছে কোন কিছুই প্রত্যাশী নন—কারও মুখাপেক্ষী নন, কেবল একমাত্র ভগবৎ-মুখাপেক্ষী । কর্তব্যবোধে যখনই যাহা কিছু গুরুদেবকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিবে, সবই যেন সেবাবুদ্ধিতে অর্পণ করা হয় । তাহা না হইয়া যদি শিষ্য মনে করে—আমি গুরুদেবকে সাহায্য করলাম, তাঁহার অসময়ে দু'টি টাকা দিয়ে বড় উপকার করলাম, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ ; তখনই তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য । শ্রীগুরুদেব যখন একমাত্র কৃষ্ণ-মুখাপেক্ষী অর্থাৎ ভগবৎ-মুখাপেক্ষী, তখন তিনি কি তাঁহার মুখখানি কৃষ্ণের দিক থেকে সরিয়ে এনে মানুষের মুখাপেক্ষী হইতে চান ? না পারেন ? কখনই তাহা হইতে পারে না । তোমরা হয়তো

মনে করতে পার, যে শ্রীগুরুদেব এরূপ কথাগুলি তাঁহার নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি জন্তই শিষ্যকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু তিনি তো শিষ্যের কাছে কোন বিষয়েরই প্রত্যাশী নন। শিষ্যের উপকারের জন্ত—তাদিগকে সাধন-পথে সাবধান করিবার জন্তই—কৃপা ক'রে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই কথাগুলি অতি সত্য,—শিষ্যের পক্ষে চিন্তা করিয়া ধারণা করিবার বিষয়।

প্রঃ। শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশ আমরা কি অনুভব করিতে পারি? এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ সেবাই বা কি প্রকার?

উঃ। দেখ, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশ এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ সেবার অধিকার প্রাপ্তি উভয়ই তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ। তিনি সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার অনুভূতি একমাত্র ভাবদ্বারা আশ্রিত। তাঁহার সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় বর্ণু আমাদের এই বর্তমান স্থলদেহে স্থল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কৃপা হইলে তিনি আমাদের এই স্থল চক্ষের গোচরীভূত হইতেও পারেন। মোটামুটি তোমরা এইটুকু জানিয়া রাখিও যে 'শ্রীভগবানের' যদি কোন প্রত্যক্ষ প্রকাশ থাকে তাহা শ্রীগুরুদেবই এবং প্রত্যক্ষ ভগবৎ-সেবা যদি কিছু থাকে তাহা 'শ্রীগুরু সেবা'। এ ভিন্ন প্রত্যক্ষ ভগবৎ-সেবা আর কিছুই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। বিগ্রহ, চিত্রপট অথবা প্রতিমা ইত্যাদির নিকট

আমরা ভগবৎ বোধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও সেবা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু একথা বলিলে অত্যাক্তি হয় না যে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশস্থল শ্রীগুরুদেবকে ভক্তি ও সেবা করা যেসকল প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে, চিত্রপট বিগ্রহাদিতে সেসকল হয় না। সেব্য ও সেবক উভয়েরই আনন্দের অভিব্যক্তি যদি সেবার প্রকৃত লক্ষ্য হয়, তবে সেসকল সেবা ও ভক্তি ভগবানের বিগ্রহ ও চিত্রপটাদিতে ঠিক ঠিক হয় না, একমাত্র শ্রীগুরুতেই হইয়া থাকে। ভক্তের ভক্তি দত্ত উপহার ভগবান্ বিগ্রহ বা চিত্রপট রূপে মাত্র ঈক্ষণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীগুরু-রূপে তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণ এবং প্রজ্ঞা-পূর্বক তন্নিবেদিত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি প্রীতি উপহার প্রত্যক্ষে আশ্বাদন করিয়া যথার্থ পরিতৃপ্ত হন। অনুগত শিষ্য যদি শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশস্থল বোধে নিজ ইচ্ছা-দেবতা শ্রীগুরুদেবকে একান্ত ভক্তি ও সেবা করেন, তবে তাঁহার পক্ষে ভগবান্কে স্বতন্ত্ররূপে ভক্তি ও সেবা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষ ভগবান্ শ্রীগুরুর সেবা ভক্তিই যথেষ্ট। বাস্তবিক অনুগত শিষ্য প্রত্যক্ষ ভগবান্ শ্রীগুরুর সেবা করিয়া, তাঁহাকে একটি অভ্যুৎকৃষ্ট উপায়ে সম্মিষ্ট খাজদ্রব্য খাওয়াইয়া বা একখানি উত্তম বস্ত্র পরাইয়া যত সম্ভোষ লাভ করেন, বোধ হয় ভগবানের বিগ্রহ বা চিত্রপটে তাঁহার সেবা করিয়া তেমন সম্ভোষ লাভ করিতে পারেন না। তোমরা জানিয়া রাখিও—ভগবানের সেবার স্থল চারিটি;

এই চারিটি দ্বারেই তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন; যথা (১) প্রতিমা, বিগ্রহ বা চিত্রপটে, (২) শ্রীগুরু রূপে, (৩) অন্ধ, আতুর, ভিক্ষুক অতিথি রূপে এবং (৪) বালক রূপে। শেষোক্ত তিন প্রকারে তিনি ভক্ত-দত্ত প্রীতি উপহার যথার্থ আশ্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। অতএব শ্রীগুরুতে, অতিথিতে এবং বালকে তাঁর যথার্থ পূজার স্থান জানিও।

প্রঃ। শাস্ত্র বলছেন, গুরুকে ভগবৎ-বুদ্ধি করিতে হইবে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে কোন কোন শিষ্য গুরুকে ভগবৎ-বুদ্ধি করিতে গিয়া শ্রীগুরু-মূর্তিকে শ্রীভগবানের আসনে বা তাঁহার আসনের সমান আসনে স্থাপন করিয়া শ্রীগুরু-মূর্তির চরণে তুলসী চন্দন অর্পণ পূর্বক পূজা করিতে চান বা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

উঃ। দেখ, শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ-বুদ্ধি করিতে হইবে এই শাস্ত্র বাক্য অবলম্বনে যদি কেহ গুরুদেবকে শ্রীভগবানের আসনে বসাইয়া গুরুমূর্তির চরণে তুলসী দিয়া পূজা করিতে চান, তবে সেটি তাঁহার সম্পূর্ণ ভুল। যেহেতু শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন,—“যতপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস তথাপি জানিবে আমি তাঁহার প্রকাশ।” অতএব শ্রীগুরুদেব তদ্ব্যেবস্ততঃ ভগবান হইলেও জীব-শিক্ষার জন্ত যখন তাঁহার “দাস” ভাবে বা “ভক্ত” ভাবে জীবের নিকট প্রকাশ বা আবির্ভাব তখন শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-বুদ্ধি

করিবেন সত্য, কিন্তু সাধারণের চক্ষে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের আসনে না বসাইয়া ভক্তশ্রেষ্ঠের আসনে স্থান দিবেন এবং ভগবানের আসনের অব্যবহিত নিন্দেই তাঁহার আসন নির্দিষ্ট করিবেন ; কদাচ ভগবানের আসনে বসাইবেন না । কারণ, তদ্ব্যতঃ তিনি ভগবান্ হইলেও লোকচক্ষে ‘ভগবানের দাস’ বা ‘ভক্তশ্রেষ্ঠ’ রূপেই তাঁর প্রকাশ । আর দেখ, শাস্ত্রে তুলসীকে “গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়া” ব’লে অভিহিত করা হয়েছে । তিনি সাক্ষাৎ ভক্তিদেবী ও ভক্তিদাত্রী । কাজেই সাক্ষাৎ ভক্তিদেবী স্বরূপিনী গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়া তুলসীর স্থান একমাত্র শ্রীভগবানের চরণেই সঙ্গত হয় । একমাত্র ভগবানের চরণে ভিন্ন তুলসীকে অন্য কোথাও অর্পণ করা যায় না । জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্ম এবং তাহাকে ভগবানের চরণে উন্মুখ করিবার জন্ম যে ভাবে শ্রীগুরুদেবের জগতে প্রকাশ অর্থাৎ ‘ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাবে’ বা ‘দাস ভাবে’ সেই ভাবেই শিষ্য অবশ্য তাঁকে জগতের কাছে প্রকাশ করিবেন এবং তদনুরূপ আসনেই বসাইয়া তাঁর পূজা করিবেন । কিন্তু মনে জানিবেন তিনি তাঁহার কাছে শ্রীভগবান্ই । কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ স্বয়ং উক্তবকে বলিয়াছেন—“আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমশ্বেত কহিঁচিৎ । ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরু ॥” (শ্রীভাঃ ১১।১৭।২৫) ।

প্রঃ । মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত গুরুদেবের কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

উঃ। যথেষ্টই আছে। গুরু-করণ ভিন্ন আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইবার কোন উপায়ান্তর নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। বলিতে কি, প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি একমাত্র সদগুরুর উপর নির্ভর করে, একথা তোমাদিগকে পূর্বেও বলিয়াছি। শ্রীগুরুদেব যেরূপ আদর্শের হইবেন তাঁহার শিষ্যও ঠিক সেইরূপ হইবেন। অতএব আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রকৃত আদর্শ সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করা সর্বতোভাবে কর্তব্য; নতুবা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশলাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি অসম্ভব। এখন আদর্শ সদগুরু বলিতে আমরা কি বুঝিব? যিনি যে প্রকৃতির বা চরিত্রের লোক তিনি তদ্রূপ প্রকৃতির লোককে সদগুরু বলিয়া নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু আদর্শ সদগুরু তিনি যাঁহাতে মানবোচিত সদগুণরাশির সম্যক পরিপূষ্টি হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তি কেবল আদর্শ সদগুরু মম তিনি জগদগুরু (world master) হইবার যোগ্য। অতএব ভক্তিনাভেচ্ছু ব্যক্তি আপন অপেক্ষা উন্নত, শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং তাহাতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান এবং ব্যবহারে অতি স্নিগ্ধ ও দয়া, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, প্রেমভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি মানবোচিত সদগুণরাশি সম্যক যাঁহাতে বর্তমান এরূপ ব্যক্তিকে সদগুরু বলিয়া মনোনীত করিবেন এবং তাঁহার একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইবেন। আরও দেখ, তোমাদের শ্রীগুরুদেবে যদি তোমরা ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ করিতে পার তবে ইহা নিশ্চয় জানিও যে তিনি তোমাদের প্রাণটা লইয়া খেলা করিবেন না।

তিনি তোমাদিগকে ভগবানের দিকে এগিয়ে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যতক্ষণ তাঁহার দেহে একবিন্দু ক্ষমতা থাকিবে ততক্ষণ তোমাদিগকে ভগবানের চরণের দিকে এগিয়ে দিতে তিনি বিন্দুমাত্র ত্যাগিত্য বা অবহেলা করিবেন না। তোমাদের অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান খুব বেশী আছে জানিবে। অতএব আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির প্রয়াসী সাধক ভক্ত যে অবশ্যই শিষ্ট-স্বভাব-সম্পন্ন, শাস্ত্র-যুক্তিতে নিপুণ ও তাহাতে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ সদগুরুর চরণ আশ্রয় করিবেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রঃ। স্বভাবতঃই ইহা দেখা যায় যে সাধুপ্রকৃতি সচরিত্র ব্যক্তিগণই লোকের গুরু হইয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি “সদগুরু” এরূপ আখ্যা প্রচলিত আছে কেন?

উঃ। তোমরা যথার্থই বলিয়াছ। শ্রীগুরুদেব স্বভাবতঃই সদগুরু হইয়া থাকেন। তবু জন-সমাজে “সদগুরু” এইরূপ একটা আখ্যা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে কেন তা জান? আমার মনে হয়, কোন এক সময়ে কতকগুলি অসৎ-প্রকৃতি লোক নিজেরা “গুরু” সাজিয়া অসৎ উপদেশাদি দ্বারা জন সমাজকে ধর্মপথ-ভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং ধর্মের দোহাই দিয়া লোক সমাজের ভিতর অবাধে কত অধর্ম ও অত্যাচার অনাচার প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। সাধুপ্রকৃতি নিরীহ লোকেরা যে দিন তাহাদের সেই অধর্ম ও অত্যাচার, অনাচারগুলি বুঝিতে

পারিয়াছিল সেই দিন হইতে তাহার। উন্নত-চরিত্র সৎস্বভাব-সম্পন্ন 'গুরু'র অন্বেষণ করিয়াছিল। বোধ হয়, সেই সময় হইতেই "সদগুরু" এই আখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও মানব নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ অর্থাৎ যিনি যেরূপ আদর্শের লোক—যাঁহার দ্বারা যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও কামনা বাসনা সিদ্ধ হয়—তিনি তাঁহাকেই আদর্শ সদগুরু বলিয়া মনে করেন, তথাপি ইতঃপূর্বে তোমাদিগকে তো বলিয়াছি যে প্রকৃত আদর্শ সদগুরু তিনি যাঁহাতে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত সদগুণগামির সম্যক পরিপূর্ণি যাঁহাতে বর্তমান তাঁহাকেই আদর্শ সদগুরু বলিয়া বুঝিবে।

প্রঃ। শ্রীগুরুদেবের পদ-রজ গ্রহণের বা ধারণের ফল কি ?

উঃ। দেখ, ভক্তিশাস্ত্র বলেছেন,—“বিনা মহৎপাদরজো-হভিষেকম্” (শ্রীভাঃ ৫।১২।১২) অর্থাৎ মহৎব্যক্তির পদ-রজ দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের ভক্তির বৃত্তিগুলি পুণ্ড্র হইতে পারে না। আরও বলেছেন, “ভক্ত-পদ-রজ আর ভক্ত-পদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল ॥” এই তিনটি মহৎ ফল প্রসব করে। তবেই দেখ, শ্রীগুরুর চরণ ধূলি শিষ্যের নিকট কত মূল্যবান্ সামগ্রী। জনৈক গুরুনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত শিষ্য তাহার শ্রীগুরুদেবের পদধূলি

মাতুলি করিয়া গলদেশে ধারণ করিয়াছিল। একদিন তাহার গুরুদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘তোমার গলায় ও কিসের মাতুলি? শিশুটি খুব বিনীত ভাবে করজোড়ে তাঁহাকে বলিল, “প্রভু! ও মাতুলিটিতে আপনার পদধূলি আছে। আমার প্রাণে বড় ইচ্ছা হয়, যেন আমার প্রভুর—আমার ইচ্ছা শ্রীগুরুদেবের—চরণ-ধূলি চিরদিন আমার কণ্ঠে বিরাজ ক’রে আমার দেহ মন পবিত্র রাখে”। তাহার এই কথা শুনিয়া তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছ, ‘গুরু পদধূলি’! ওর তুল্য পবিত্র জিনিষ আর কিছু নাই। শিশুর গুরু-আত্মগত্য রক্ষা করিতে এবং তার ভক্তির বৃত্তি পুষ্ট করিতে অমলটি আর দ্বিতীয় নাই। উহা সর্বক্ষণই শ্রীগুরুদেবের পবিত্র স্মৃতি বহন ক’রে থাকে এবং শিশুর নিত্য-দাসত্ব সম্ভাবটি সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখে; কাজেই তার স্বাভাব্য-বোধ আসবার অবসর পায় না। শ্রীগুরুদেবের পদরজ শিশুকে তার সাধন পথে ধ’রে রাখবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচের ছায়া শক্তিসম্পন্ন; উহা শ্রীগুরু-সঙ্গের পবিত্র স্মৃতি এবং শ্রীগুরুর চরণ-স্পর্শের মহান্ জৌভাগ্য বহন ক’রে শিশুর মস্তক উদ্দেশে তার ইষ্টদেবের চরণে সর্বক্ষণ প্রণত রাখে। তোমরা শুনেছ অনেকে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি মাতুলি ক’রে গলায় ধারণ করে। আমার মনে হয় শ্রীগুরুদেবের পদধূলি লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান সামগ্রী। শিশুর নিকট তদপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জিনিষ আর কিছু নাই। তবেই দেখ, গুরু-পদ-রজ ধারণে শিশুর কি মহৎ উপকার সাধিত হয় এবং ভক্তি পথে

ভক্তের ভক্তির বৃত্তি পুষ্ট করিবার পক্ষে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি
কত শ্রেষ্ঠ সুফল প্রদান করে। উহা গুরুরসঙ্গের অতি পবিত্র ও
মিষ্ট মধুময় ভাব-তরঙ্গ অনুগত ও কৃতজ্ঞ শিষ্যের হৃদয়ে সর্ববক্ষণ
জাগাইয়া রাখে। শ্রীগুরুদেবের পদধূলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটা
সত্য ঘটনামূলক কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি শোন।
একবার ‘গুড্‌ফ্রাইডে’ (Good Friday) ছুটি উপলক্ষে কয়েকজন
গুরুভক্ত শিষ্য তাদের শ্রীগুরুদেবের সহিত দাক্ষিণাত্যের
কয়েকটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান দর্শনে যাইবার মনস্থ করিয়াছিল।
যাত্রার দু একদিন পূর্বের তারা তাদের প্রভুর বাড়ীর
রোয়াকে তাঁহার সহিত একত্র বসে দক্ষিণ ভারতের
তীর্থগুলি দর্শন সম্বন্ধে মহা আনন্দে পরস্পর আলোচনা
করিতেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন এক পাশে বিষম হ’য়ে
বসেছিল। প্রভু তাকে বিষম দেখে বললেন,—‘কিরে, তুই যে
বড় কথা বলছিস না? বুঝি অফিসে ছুটি পাসুনি? তাতে কি
হ’য়েছে? সবই তো তাঁর ইচ্ছায় হ’য়ে থাকে। ছুটি পেতিস্
সেও তাঁর ইচ্ছা; ছুটি পাসু নাই সেও তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা
হ’লে পরে অণু কোন সময়ে যাবি। আর দেখ, আমরা যতদিন
না ফিরে আসি ততদিন মাঝে মাঝে এইখানে আসুবি।’
এটিও যে তাঁর পরম তীর্থস্থান; নয় কি? তোমরা জেমে
রেখে। শ্রীগুরুদেবের বাড়ী শিষ্যের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ।
তোমরা অবশ্যই শুনে থাকবে যে,—শ্রীমম্বাহাশ্রম শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ ক’রে যখন মীলাচল গমন করেছিলেন
তখন শ্রীপাট কুমারহটস্থিত তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বর-

পুরীর ভিটাভূমির অঙ্গনের একমুষ্টি ধূলি তাঁর বহির্বাসের অঞ্চলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেমনা সেই উঠানের ধূলিতে তাঁর শ্রীগুরুদেবের পবিত্র পদরজ মিশ্রিত হ'য়ে রয়েছে। শ্রীগুরু পদধূলির সহিত গুরুস্মৃতি সর্ববক্ষণ জড়িত থাকে। উহা ভক্তির বর্ধক এবং সর্ববিঘ্ন বিনাশক। শ্রীগুরুদেবের পদধূলির এমনই মাহাত্ম্য। আর দেখ, হরিস্মৃতি অর্থাৎ ভগবৎ-স্মৃতি যেমন মানবের সর্ববিঘ্ন বিপদ দূর করে, গুরুস্মৃতিও সেইরূপ সর্ববিপদবিনাশিনী। যে কোন শুভকার্যে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ ক'রে “জয়গুরু” ব'লে যাত্রা করলে কোন অমঙ্গল হয় না।

প্রঃ। শিষ্য তাহার শ্রীগুরুদেবকে ভক্তি করিয়া ভাল বাসিয়া ও তাহার সেবা করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু গুরুদেব শিষ্যকে ভালবাসিয়া কি জাতীয় আনন্দ পান?

উঃ। দেখ, একদিন তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, কর্তব্যের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতটা কেবল সেবাময়। জগতের সকলেই প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক পরস্পরকে সেবা করিতেছে। অতএব শিষ্য যেমন তাহার গুরুদেবকে ভালবাসিয়া সেবা করে, গুরুদেবও প্রকারান্তরে শিষ্যকে ভালবাসিয়া সেবা করিয়া থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাদিগকে কথাটা বুঝাইয়া দিই শোন। একদিন একটি ভক্ত একখানি পাখা দ্বারা তার প্রভুকে বাতাস

করিতেছিল এবং এইরূপে আপন ইচ্ছদেবতাকে সেবা করিতে করিতে পরম আনন্দ লাভ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে তার প্রভু বলিলেন, থাক বাবা, আর সেবা করতে হবে না। কে কার গুরু, বাবা! আমাকে ‘গুরু’ ব’লে মান ভালই; তোমরা আমাকে কত প্রকারে সেবা ক’রে থাক, কিন্তু তোমাদিগকে কোন কায়িক সেবা তো আমায় করতে দেবে না, তাই দুটো সংকথা ব’লে তোমাদিগকে উপদেশ দিয়ে থাকি। প্রভুর কথা তাঁর গুণলীলা প্রসঙ্গ—হু’চারটে তোমাদের শুনিয়ে দিয়ে যদি তোমাদিগকে তাঁর চরণের দিকে এগিয়ে দিতে পারি তাহলে তার দ্বারা তোমাদের একটু আধটু সেবা করতে পারি। তবে যদি বল “সে কি প্রভু! আপনি কৃপা ক’রে আমাদিগকে ‘নাম’ দিয়েছেন, ‘মন্ত্র’ দিয়েছেন, আমাদিগকে আপনার ‘দাস’ ব’লে স্বীকার ক’রে চরণ-সেবার অধিকার দিয়েছেন এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনি আবার আমাদের কি সেবা করবেন? আমরা যেন চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকতে পারি।” কি জান বাবা! ঐ যে ‘নাম’ ও ‘মন্ত্র’ তোমরা আমার নিকট হ’তে গ্রহণ করেছ ও সব আমারও নিজের কিছু নয় বাবা। গুরু পরম্পরা-ক্রমে ও সব আমিও গুরু হ’তে পেয়েছি। তোমাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দানের সময় একবার আমার প্রভু—আমার ইচ্ছদেবতা—শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করি, একবার শ্রীনিতাইচাঁদকে ডাকি; তার পর, তাঁর দাস তোমরা, তোমাদিগকে সেই ‘নাম’ ও ‘মন্ত্র’ শুনিয়ে দিয়ে তাঁর চরণে তোমাদিগকে সমর্পণ ক’রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। অতএব শিষ্য যদি নিজ ইচ্ছদেব শ্রীগুরুচরণে অচলা নিষ্ঠা ও

মতি স্থির রাখিয়া শ্রীভগবানে ভক্তি ও প্রেম করিতে পারে, তবে সাধন পথে তাহার এরূপ উন্নতি লাভ করিতে দেখিলে শ্রীগুরুর প্রাণেও প্রভূত আনন্দ হয় নাকি? অবশ্যই হ'য়ে থাকে।

প্রঃ। আমরা শ্রীভগবানকে 'দীনবন্ধু' 'করুণাসিন্ধু' ব'লে প্রণাম ক'রে থাকি। আবার আপনি বলেছেন—'শ্রীগুরুদেবই আমাদের একমাত্র বন্ধু'; এবিষয়ে ভক্তি শাস্ত্রে কি কোথাও কোন উল্লেখ আছে?

উঃ। আছে বই কি। তোমাদিগকে যে বলেছি—'শ্রীগুরুদেবই শিষ্যের নিকট শ্রীভগবানের অতি প্রত্যক্ষ প্রকাশ'—একথা আমার মনগড়া কথা নয়। একথা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সমর্থিত অতি সত্য কথা—শ্রীভগবানের নিজের শ্রীমুখের কথা। দেখ, তোমরা ভক্তিশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে যে—শ্রীভগবানের প্রিয় সখা ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল উদ্ধব ভক্তির পরম শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীভগবানকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধবের—'কঃ বন্ধুঃ' অর্থাৎ 'কে বন্ধু?' এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'বন্ধুগুরুরহং সখে!' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৪৩) অর্থাৎ হে সখে উদ্ধব! 'গুরুই বন্ধু এবং সেই গুরুও আমিই।'—ভ্রাতাদি অপর কেহ নহে। অতীত পূজার্চনা প্রসঙ্গেও শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলেছেন, "ভক্তিয়ুক্তোহর্চেৎ স্বগুরুং মাং অমায়ায়।"

শ্রীশুক কথা।

১১৩

(শ্রীভাঃ ১১।২৭।৯) অর্থাৎ ভক্তিসুখ হইয়া স্বীয় গুরুস্বরূপ আমাকে অর্চনা করিবে।” তোমরা মনে রেখো—এই কথাগুলি শ্রীভগবানের নিজের শ্রীমুখের কথা। অতএব ত্রয়োলাভেচ্ছ শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ এবং তিনিই যে শিষ্যের একমাত্র পরম বন্ধু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

পরিশেষে আমার ব্যক্তব্য এই যে তোমরা যদি জীবনে পরমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চাও তবে গুরুশিষ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হইল এইগুলি সর্বদা স্মরণ রাখিও এবং এইগুলিকে আদর্শ ধর্মজীবন গঠনের এবং ভগবদভক্তি অর্জনের মৌলিক ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া মনে করিও।

জয় শ্রীগুরু-গৌর-নিত্যানন্দ।

জয় রাধে শ্রীগোবিন্দ ॥

পারিশিষ্ট

(কয়েকটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়)

- ১। শ্রীগুরু বিনা বন্ধু নাই ।
 নিতাই বিনা দয়াল নাই ॥
 প্রেম বিনা ধর্ম নাই ।
 মাম বিনা সাধন নাই ॥
- ২। “ভক্তি উক্তস্ত জীবনম্” ।
 দীনতার সহিত সেই
 ভক্তির আধার আধেয় সম্বন্ধ ।
- ৩। প্রেমের পাঁচটি স্বরূপের অভিব্যক্তি ।
- | | |
|-----------------|------------------|
| “প্রেম কল্পতরু” | শ্রীগুরুদেব । |
| “প্রেম দাতা” | শ্রীনিত্যানন্দ । |
| “প্রেমের ঠাকুর” | শ্রীগৌরানন্দ । |
| “প্রেমময়ী” | শ্রীরাধা । |
| “প্রেমময়” | শ্রীগোবিন্দ । |
- ৪। যা হ'বার তা অবশ্যই হবে ।
 যা না হ'বার তা কখনই হবে না ।
- ৫। “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি” । (গীতা ৯।৩১)
 কত বড় আশার কথা ।

- ৬। “শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং” (গীতা ৪।৪০)
কাজেই “আদৌ শ্রদ্ধা”।
- ৭। “অগ্রে গুরুরূপদাশ্রয়ঃ।” (ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ)
সর্ববাগ্রে শ্রীগুরুরূপদাশ্রয় অবশ্য কর্তব্য।
- ৮। ধর্ম চাও ?
হৃদয়ে স্বর্ণাকরে এঁকে রাখ—‘সরলতা ও পবিত্রতা’।
- ৯। সম্ভ্রমজ্ঞান—ভক্তির বর্ধক।
“জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।” (চৈঃ চঃ)
- ১০। উদ্বেজনা মাত্রই অবসাদ আনয়ন করে ;
কাজেই উদ্বেজনা কোন স্থলেই প্রশংসনীয় নয়।
- ১১। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাব ও প্রেম দান ক’রে গেলেন।
কিন্তু ‘তৃণদপি স্ননীচ’ এবং ‘তরোরিব সহিসু’ এইরূপ
স্বভাব গঠিত না হ’লে ভাব ও প্রেম স্থায়ী হবে না।
- ১২। জীবহৃদয়ে ‘ভালবাসা’ রূপেই ভগবানের আবির্ভাব।
যিনি জীবকে ভালবাসতে না শিখেছেন, ভগবানকে
ভালবাসতে যাওয়া তাঁর বিড়ম্বনা মাত্র।
- ১৩। অহংকার না ক’মলে ‘তৃণদপি স্ননীচ’ হওয়া যায় না।
অহংকার নাশের পর ভাবের এবং ভক্তির অনুভবের রাজ্য।
- ১৪। সরল শিশুরই কোলে উঠবার অধিকার আছে।
হও সরল, তিনিও তোমায় কোলে তুলে নেবেন।

- ১৫। রাধাকৃষ্ণের পূজা বা নিতাই গৌরের পূজা নিত্য পূজা ও নিত্য সেবা। ঠাকুরও নিত্য, সেবকও নিত্য; পূজাও নিত্য, সেবাও নিত্য। এ পূজায় আবাহন বিসর্জন নাই।
- ১৬। সৎসঙ্গের গণ্ডির ভেতর থেকে; বেরুলেই মারা পড়বে। জান তো, সীতাদেবী গণ্ডির বার হ'য়ে কত কষ্ট পেয়েছিলেন।
- ১৭। যোগী কে? বিয়োগের বোধ যার জেগেছে। সব কাজে, সব কথায় ও সব চিন্তায় তাঁকে ছুঁয়ে থাকলেই 'যোগ' হ'য়ে গেল।
- ১৮। হীরা মাণিক মুক্তা দুর্লভ নহে; সৎসঙ্গই দুর্লভ। সাধু সঙ্গে ভগবৎ-কথার আলোচনা—এর তুল্য দুর্লভ আর কিছু নাই।
- ১৯। একটা অতি স্নিগ্ধ মনোরম আন্তরবৃত্তির—মধুর ভগবন্তাবের জগরণ ধর্মাচরণের লক্ষ্য। তা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।
- ২০। রূপ দর্শনের তৃষা তোমাতে আছে। কেন, তা জান? তিনি সর্ববাস্তুসুন্দর; সকল সুন্দরসম্মিলিত তাঁতে আছে। কাম-কলুষিত দৃষ্টি দ্বারা জগতের কোন সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তোমার আত্মাকে কলঙ্কিত করিও না।
-

—ঃ শুদ্ধি পত্র :—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মঙ্গলাচরণ	৩	নীড় লোক	লীড়-লোক
ঐ ২য়	৯	বোধ	জ্ঞান
৩	১৮	পাব-সেইটিই	পাব। সেইটিই
৪	১৭	নিত্যদাস	সেবক
৬	৭	মানুষ' ভাব-তিনি	'মানুষ' ভাব,
১৩	১৫	তরিতে	তারিতে
১৪	১৩	আঘড়াই	আখড়াই
২০	১৪	বলে	বলে
২০	১৫	করুণ	করুন
২২	৬	মর্ত্যবুদ্ধ্যাসুয়েত	মর্ত্যবুদ্ধ্যাসুয়েত
২৩	৩	শিষ্যর	শিষ্যের
২৩	৫	হবে	হবেন
২৬	৯	উন্নিতি	উন্নতি
২৯	৫	বিষয়ে	বিষয়
৩৩	১৪	মর্ত্যবুদ্ধ্যাসুয়েত	মর্ত্যবুদ্ধ্যাসুয়েত
৪৩	১৭	কপটভা	কপটতা
৫১	১	তদ্রূপ	তদ্রূপ
৫৭	৬, ১৯	ভৎসনা	ভৎসনা
৫৭	৯	উচিত।	উচিত ?
৭০	২২	ন। কিন্তু	নয়। কিন্তু
৭২	২১	প্রত্যক্ষের	প্রত্যক্ষের
৭৫	৯	'অন্তর্যামী'	'অন্তর্যামী'
৮৮	২২	কিরূপ	কিরূপ ?
৯৫	১	একচুলও করিনা	একচুলও কম করি না
৯৫	১৬	করুণ	করুন
৯৯	১৫	গুরু ভক্তি রূপ	গুরু-ভক্তি-রূপ
১১২	১৬	'কঃ বন্ধুঃ'	'কঃ বন্ধুঃ ?'
পরিশিষ্ট	(১৯)	জগরণ	জাগরণ

সহায় পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন অত্র শুদ্ধিপত্র অনুযায়ী ছাপার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পুস্তকখানি পাঠ করেন।

